বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া

প্রথম খণ্ড



শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

।। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া ।।

★ প্রথম খণ্ড ★



—বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত







।। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম ।।

। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট । শ্রীচৈতন্য ডোবা । হালিসহর ।

উত্তর ২৪ পরগণা । পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক ঃ

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর,
উত্তর ২৪ পরগণা।

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।
১০ই চৈত্র ১৪০৩ সাল
শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

২। মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ঃ ৭০০০৭৩
ফোন ঃ ৩১-১৪৭৯

৩। জয়গুরু পুস্তকালয়
৯২।১৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ঃ ৭০০০৭৩

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৬৮, বিধান সরনী,
কলিকাতা ঃ ৭০০০০৬
ফোন ঃ ৩২-২১০৮

ভিক্ষা— চল্লিশ টাকা

মুদ্রাকর ঃ শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস,
শ্রীচৈতন্যডোবা।

॥ ভূমিকা ॥

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ফোন—

কো-নর্ডিনেটার ঃ ডি,এস,এ, বাংলা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ০৩৪২-৬৫০৮২

কো-নর্ডিনেটার ঃ করেসপনডেন্স বাংলা এম,এ, বঃ বিশ্বঃ ব্লক-এ ফ্লাট-৬

ভূতপূর্ব রিসার্চ স্কলার ঃ বৈষ্ণব সাহিত্য শাখা, বঃ বিশ্বঃ বর্ধমান-৭১৩১০৪

'কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়াছি খুলি,
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যত গুলি।'

বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'কীর্ত্তনগান—পদাবলী কীর্ত্তন'। পঞ্চদশ থেকে উনবিংশ – এমনকি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই কীর্ত্তন গান, এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি ভারত সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাংলার কীর্ত্তন পদাবলীর তামাম ভারতবর্ষের নানা প্রাদেশিক সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। কীর্ত্তনের অমোঘ আকর্ষণে অকবি কবি হয়েছেন, অগায়ক গায়ক হয়েছেন, অবৈষ্ণব বৈষ্ণব হয়েছেন। আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ একদা কীর্ত্তন তরঙ্গে আন্দোলিত হয়েছেন। এদেশে এমন গ্রাম ছিল না যেখানে কীর্ত্তনের আসর বসে নি ; এদেশে এমন মানুষ ছিল না যিনি জীবনে একবারও কীর্ত্তন শোনেন নি। সেকালের রাজারা কীর্তনের কবিকে যেমন পরম সমাদর করতেন, কীর্তন গায়ককেও তেমনি আপ্যায়নের চূড়ান্ত করতেন। সেকালে স্থানে স্থানে কীর্তনের আখড়া ছিল। প্রায় গ্রামেই সন্ধ্যাবেলায় শ্রমজীবী মানুষেরা কোনো কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কীর্তন করে অবসর বিনোদন করতেন। এ-দেশে গান কম ছিল না মনসা-চণ্ডী-ধর্মের মঙ্গল গান, শীতলা-ওলাবিবি দক্ষিণরায়-পাঁচুঠাকুরের গান শিবদুর্গার গান তো ছিলই। কিন্তু কীর্ত্তনগান সে সবকে ছাপিয়ে দেশকে প্লাবিত করেছিল।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরও গত হয় নি। শুধু 'কীর্ত্তন'ই নয়, দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যেন ক্রমশঃই হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রাচীন সংস্কৃতি, বুঝি আজকের কর্মব্যস্ত অর্থপিশাচ মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারছে না। ফলে উপেক্ষার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রামীন সংস্কৃতি-গ্রামীন ঐতিহ্য-জারিগান--সারিগান-ভাদুগান-টুসুগান--রণপা-নাটুয়া-পটুয়া-বহুরূপী--ভাওয়াইয়া--

চটকা-পীরগান। ঠিক তেমনি করেই হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন প্রান সম্পদ কীর্ত্তন। এবং সম্পূর্ণ হারাতে বোধহয় আর বেশী দেরীও নেই। অথচ সেবিষয়ে আমাদের টনক নড়ে নি, আমাদের কারো দুঃখও নেই।

ঠিক এই মুহূর্তে আমরা প্রাচীন সাহিত্যামোদী বা প্রাচীন সংস্কৃতির যারা ধারক বাহক বলে গর্ব করি, তারা যখন নীরব—তখন অন্তত একজন অসাধারন মানুষ সবার অলক্ষে এই প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যকে প্রাণপনে তুলে ধরতে উদগ্রীব। তাঁর সীমিত সামর্থ্য নিয়েই তিনি যা করতে উদ্যোগী, এদেশে তাঁর তুলনাই মেলে না। তিনি হলেন নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী—উত্তর ২৪ পরগণার হালিসহর স্থিত চৈতন্যডোবার 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী শ্রীপাটে'র অধ্যক্ষ। বৈষ্ণব বিদ্যা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে তিনি একাই একশো—এক হয়েও তিনি যেন বৃহৎ বঙ্গের একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান একাধারে তিনি অপরাজেয় বৈষ্ণব পণ্ডিত, প্রাচীন বৈষ্ণব পুঁথির কৃতবিদ্য সংগ্রাহক, বৈষ্ণব সাহিত্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশক—সম্পাদক, 'বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং বৈষ্ণব সাধন ভজন ও সেমিনার আলোচনা চক্রাদির উত্তম ব্যবস্থাপক। ইতিমধ্যে তাঁর সম্পাদনায় প্রায় অর্ধশত বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে অনুরাগবল্লী অভিরামলীলামৃত, শ্যামানন্দ প্রকাশ, নিত্যানন্দ বংশবিস্তার, জগদীশ চরিত্র বিজয়' প্রভৃাত সম্পূর্ণ দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থও আছে। যেগুলি এদেশে মাত্র একবারই ছাপা হয়েছিল। এবং তিনিই প্রথম প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের (যেমন— নরহরি সরকার, নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রমুখ) পৃথক পৃথক পদাবলী সম্পাদনায় ব্রতী। এ ছাড়াও 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ও তিনি সম্পাদনা করে বৈষ্ণব জগতে আলোড়ন তুলেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর 'সচিত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ পর্যটন' মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ে সাম্প্রতিক তীর্থাভিলাষীদের মনোরথ পূর্ণ করেছে। অধুনা তিনি 'বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া' প্রকাশ করলেন।

১৯৫৭ সালে হরিদাস দাস তাঁর সুপরিচিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' এমনি অনেক প্রাচীন কীর্ত্তনীয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন। সে গ্রন্থ আর ছাপা হয়নি। ১৯৭১ সালে সাহিত্যরত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 'বাংলার

কীর্তন ও কীর্ত্তনীয়া' গ্রন্থে অনেক প্রাচীন ও অনেক নবীন কীর্ত্তনীয়ার জীবনী গ্রন্থিত করেগেছেন। এছাড়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ হিতেশরঞ্জন সান্যাল ও অধ্যাপক ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রমুখ পদাবলী কীর্ত্তণের ঐতিহাসিকেরাও এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ দৃষ্টি দান করেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাংলার অসংখ্য কীর্ত্তনীয়ার যথাযথ ইতিহাস আরম্ভ হলেও সম্পূর্ণ হয় নি। আনন্দের বিষয় সেই অপূর্ণাঙ্গ কাজকেই পরিপূর্ণাঙ্গ করতে সম্প্রতি ব্রতী হয়েছেন মনস্বী বৈষ্ণব আচার্য কিশোরীদাস বাবাজী। তাঁর এই বিশাল প্রচেষ্টা আমাদের যুগপৎ পরম বিস্ময় ও গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

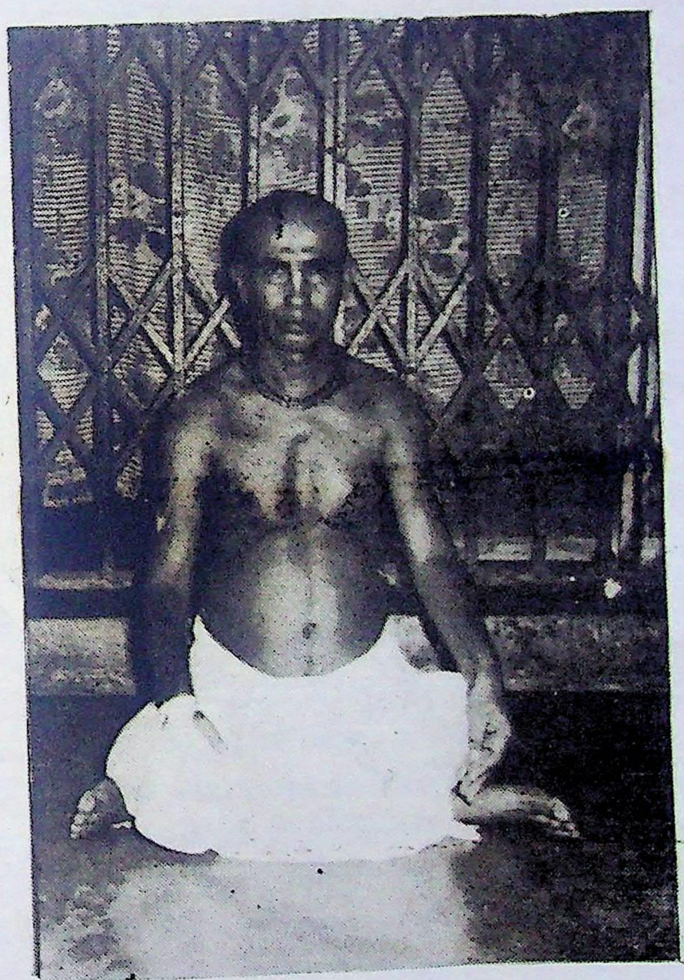
তাঁর এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এটিই আপাত পূর্ণাঙ্গ বাংলার কীর্ত্তনীয়াদের জীবনী কোষ। নামে 'বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া' হলেও লেখক সাগ্রহে তাঁর গ্রন্থে চারটি যুগের কীর্ত্তনীয়াদেরই পরিচায়িত করেছেন— (ক) প্রাক্‌চৈতন্য যুগের (খ) চৈতন্য সমকালীন যুগের (গ) পরচৈতন্য যুগের— অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এবং (ঘ) উনবিংশ —বিংশ শতাব্দী বা আধুনিক যুগের। চৈতন্য পূর্ববর্ত্তী কীর্ত্তনীয়া বলতে লেখক প্রধানত জয়দেব চণ্ডীদাসকেই বুঝিয়ে দেন। আর বিদ্যাপতির পরিচয় দিয়েছেন কীর্ত্তন গানের স্রষ্টা বলে। চৈতন্য সমকালে স্বয়ং চৈতন্যদেব ব্যতীত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন— অদ্বৈত আচার্য শ্রীবাস, স্বরূপ দামোদর, নারায়ণ, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, শুভানন্দ, গঙ্গারাম পণ্ডিত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, গোপীনাথ পণ্ডিত, মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষ, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, নর্তক সত্যরাজ খান, নর্তক অচ্যুতানন্দ প্রমুখ চৈতন্যোত্তর কালের উল্লেখ্য নাম—শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ, মনোহর প্রমুখ। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া অনেক তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদের রসিক দাস, শচীনন্দন দাস, নন্দকিশোর দাস, নদীয়ার গণেশ দাস, বর্ধমানের যদুনন্দন দাস, রাধারমন দাস, বাঁকুড়ার 'কোকিল কিঙ্কর' ('রাঢ়ের কোকিল' উপাধিপ্রাপ্ত) এবং তাঁর বংশধর নারায়ণচন্দ্র, রামা বোষ্টম, নিমাই দাস। এছাড়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যা অর্পনা রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র শ্রীখণ্ডের গৌরগুনানন্দ ঠাকুর, কলকাতার রথীন ঘোষ প্রমুখের নাম উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এঁদের অনেকেরই নাম আমরা জানি না দেশীয় পণ্ডিত সমাজ ও রাজনৈতিক কর্তারা জীবিত কীর্তনীয়াদের সন্ধান রাখেন না। অপরদিকে

কোনোরকম স্বার্থসিদ্ধি বা লাভালাভ তোয়াক্কা না করে, কঠিন শ্রমশীল ক্ষেত্র গবেষণা করে, দিনের পর দিন বিনা পারিশ্রমিকে বিনা সম্মানে কিশোরী দাস বাবাজী এই সব প্রাচীন নবীন, প্রসিদ্ধ ও উপেক্ষিত কীর্তনের সচিত্র জীবনী রচনা করেছেন। এবং এই মনুষ্যদুর্লভ কাজের জন্য আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই প্রশ্নাতীত বৈষ্ণব প্রীতির জন্যও তিনি দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

বস্তুত, তাঁর এই গবেষণাগ্রন্থ প্রচারিত হলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সূচিত হবে। অনেক অজানা তথ্যের সরবরাহে অনেক দুষ্প্রাপ্য তথ্যের উপস্থাপনে, অগনিত বাঙালী মনীষীর জীবন ব্যাখ্যানে, সমাজ বিষয়ক বহু উপকরণের সমাহারে কিশোরী দাসের গ্রন্থ একাধারে পণ্ডিত গবেষক সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ও ছাত্র সমাজের বহুবিধ উপকার সাধন করবে। তাই আজ নির্দ্বিধায় এ কথা বলতে পারি যে, 'বিংশ শতাব্দীর কীর্তনীয়া' বাংলার সামাজিক দলিল। এবং এটি হাতের কাজে না রাখলে বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস রচনা করাই যাবে না। তাই প্রতিটি গ্রন্থাগারে প্রতিটি বৈষ্ণব সাধন পীঠে, আখড়া ও শ্রীপাঠে এ-গ্রন্থ সাদরে যেমন রাখা প্রয়োজন, তেমনি নৈষ্ঠিক ও গবেষক মাত্রেরই এ গ্রন্থ হাতের কাছে রাখাও বড় জরুরী।

আমি শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর কাছে এই নিষ্ঠাবান তপস্বী, বৈষ্ণব মহাপণ্ডিত, অশেষ গুনসাগর পূজ্যপাদ কিশোরী দাস বাবাজীর কল্যানপূত শতায়ু প্রার্থনা করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান — মিহির চৌধুরী কামিল্যা



শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী (গ্রন্থকার)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

সম্পাদকীয়

আজানুলম্বিত ভূজৌ—কনকাবদাতৌ।
সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ—কমলায়তাক্ষৌ॥
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ—যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ—করুনাবতারৌ॥

সংকীর্ত্তণ পিতা শ্রী গৌরসুন্দর। ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নিজ রস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারন করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ স্বরূপে প্রকট হইয়া যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচারের মাধ্যমে নামে প্রেমে জগত ধন্য করিলেন। আর ব্রজমাধুর্য্য রস নিজে আস্বাদনের মাধ্যমে জগদ্ বাসীকে উপলব্ধির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

তথাহি— শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের— ২য় পরিচ্ছেদে :—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ।"

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস পদাবলী রচনার মাধ্যমে শ্রীরাধা গোবিন্দের অপ্রাকৃত লীলারস মাধুর্য্য জগতে প্রকাশ করেন। আর শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর সেই সকল পদাবলী আস্বাদন করতঃ ব্রজপ্রেমলীলা রস মাধুর্য্যে বিভাবিত হইতেন।

সংকীর্ত্তন বিলাসী শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমলীলায় শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে ভগবানের রূপ, গুন ও লীলার রস মাধুর্য্য আস্বাদিত হয়।

সংকীর্ত্তন বিষয়ে—শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের বর্ণন যথা—

"নাম—রূপ—গুনাদিনামুচ্চৈর্ভাসতু কীর্ত্তনম্।

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, এবং লীলা উচ্চারনই কীর্ত্তন নামে অভিহিত।

তথাহি—শ্রীভাগবত সন্দর্ভে :—

বহুজন মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে।

বহুজন মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করিলে, তাহাকে সংকীর্ত্তণ, বলা হইয়া থাকে। সংকীর্ত্তন দ্বিবিধ। ১। শ্রীনাম সংকীর্ত্তন, ২। শ্রীলীলা কীর্ত্তন। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে বহির্মুখ জীব ঈশ্বর মুখী হইয়া হৃদয় নির্ম্মল করতঃ প্রেমানন্দে বিভোর হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক যথা—

চিত্তোদর্পণমার্জ্জণং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকাবিতরনং, বিদ্যাবধূ জীবনং॥
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধণং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্বপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্॥
শ্রীচৈঃ চঃ অন্তলীলা ২০ পরিঃ শিক্ষাষ্টকের পদ্যানুবাদে—
সংকীর্ত্তণ হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদগাম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদগম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জণ॥

আর লীলাকীর্ত্তন শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেমলীলাকে পালা ক্রমে পদাবলী সহযোগে সুরতাল সহকারে পরিবেশিত হইয়া ভক্ত হৃদয়ে শ্রীগৌর গোবিন্দের প্রেম লীলা বৈচিত্রের সঙ্গে রূপ গুণ জাগরূপ হয়তঃ প্রেমানন্দে বিভোর করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে, সমকালীন লীলা কীর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যায়। শ্রীখণ্ড-বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাপ্রভুর জন্মের আগে বিবিধ রাগ-রাগিনী সহযোগে ব্রজরস কীর্ত্তন করিয়াছেন। এতদ্বয়য়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীশেখর রায়ের বর্ণন :—

রঘুনন্দেনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা,
নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ় বঙ্গে সুপ্রচার, পদবীতে সরকার।
শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস॥
গৌরাঙ্গের জন্মে আগে, বিবিধ রাগিনী রাগে,
ব্রজরস করিলেন গান॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দেশে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রেম প্রচারের উদ্দেশ্য প্রভু-

নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে রাঘব ভবনে অভিষিক্ত হন। তারপর এঁড়িয়াদহে দাস গদাধরের ভবনে আসেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত — অন্ত্যে ৫অধ্যায়

হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দ মল্লরায়। করিতে লাগিল নৃত্য গোপাল লীলায়॥
দান খণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ। শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়া লীলা কালীন সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবের আভাষ পাওয়া যায়। তথাহি — শ্রীঅভিরাম লীলামৃতে — ৭পরিচ্ছেদ

মহামহোৎসব শীঘ্র করহ এখন। নিমন্ত্রন কর গিয়া মহান্তের গণ॥
এতেক শুনিয়া তিঁহ গমন করিলা। পানেটীতে গিয়া তবে সকলে মিলিলা॥
সেখানে মহাপ্রভু সবাকে লইয়া। মহোৎসব করিছেন আনন্দিত হৈয়া॥
হেনকালে অভিরাম শুনিয়া কীর্ত্তন। নৃত্য আরম্ভিলা তথা করিলা কীর্ত্তন॥

অভিরাম গোপাল খানাকুল বাসীগণের ত্রান করিবার জন্য সংকীর্ত্তন মহামহোৎসবের আয়োজন করিয়া পানিহাটীগ্রামে সংকীর্ত্তন মহোৎসব রত শ্রীগৌরাঙ্গকে সপার্যদে আমন্ত্রন করেন। তারপর খানাকুলে আনয়ণ করতঃ মহামহোৎসব করেন।

প্রভু শ্যামানন্দ উৎকলে নাম প্রেম প্রচারে সংকীর্ত্তন মহোৎসব অনুষ্ঠান করতঃ জীব উদ্ধার করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে রসিক মঙ্গল গ্রন্থের দক্ষিণ বিভাগের একাদশ লহরীর বর্ণন যথা —

মেদিনীপুরেতে সে আলমগঞ্জ স্থান। তার মধ্যে মহোৎসব জুড়িল নিদান॥
তিনদিন তিনরাত্রি মহাআনন্দেতে। সংকীর্ত্তন হরিধ্বনি হৈল চারিভিতে॥
আনন্দিত বড় হৈলা সেই সে যবন। নিরবধি সংকীর্ত্তন করেন দর্শন॥

সঙ্গীতের উৎপত্তি ও তাঁহার রস বিন্যাস বিষয়ে শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গের বর্ণন —

"পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ। ইমন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ॥
পুরাকালে ব্রহ্মা চারিবেদের সার গ্রহণ করিয়া 'সঙ্গীত বেদ' নামক এই পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন।

তথাহি— ঋগভ্য পাঠ্যমভূদ্ গীতং সমভ্যঃ সমপদ্যত।
যজুর্ভ্যোঽভিনিয়া জাতা রসাশ্চার্থবনাঃ স্মৃতাঃ॥

ঋক সূত্র সকল হইতে পাঠের, সামগান হইতে গানের, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়ের এবং অথর্ববেদ হইতে রসের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত।

তথাহি— ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত-দূর্গা-নারদ-কোহলাঃ।

দশাস্য-বায়ু-রম্ভাদ্যাঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকঃ॥

ব্রহ্মা, শিব, নন্দী, ভরত, দূর্গা, নারদ, কোহল, রাবণ, বায়ু ও রম্ভা প্রভৃতি সঙ্গীতের প্রচারক বলিয়া বিদিত।

তথাহি— সঙ্গীত পারিজাতে

গীত-বাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীত মুচ্যতে।

গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীত মিতীরিতম॥

গীতবাদ্য নৃত্য এই তিনের সমষ্টিকে সঙ্গীত বলা হয়। তন্মধ্যে গীতের প্রাধান্য বশতঃ উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত।

তথাহি— শ্রীসঙ্গীত সারে

মার্গ-দেশী বিভেদেন সঙ্গীতং ভবনিদ্বিধা।

স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতল রঞ্জিতম্॥

মার্গ ও দেশী এই দুই ভেদ ক্রমে সঙ্গীত দুই প্রকার। মার্গ — ভেদানুসারে সঙ্গীত স্বর্গে অবস্থিত। দেশীয় ভেদানুসারে সঙ্গীত এই ভূলোকের আনন্দ প্রদাতা।

তথাহি—নারদ পঞ্চম সংহিতায়াং—

সঙ্গীতমারভং কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতম্।

গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ॥

তেনজ্ঞতানি রাগানাং সহস্রানি তু ষোড়শ॥

অপরঞ্চ

এষু রাগেষু ষট্ ত্রিংশাৎ রাগা জগতি বিশ্রুতাঃ।

সন্তি মেরু চতুর্দ্দিক্ষু সর্বে তেহপীতি কেচণ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাসে মুরলীর শব্দে সকলের মোহ উৎপাদন পূর্ব্বক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। তখন কৃষ্ণের পার্শ্বস্থিত ষোল হাজার গোপী প্রত্যেকে গান আরম্ভ, করিলেন। সেই গান হইতে ষোল হাজার রাগের উৎপত্তি হইল।

এই সকলের মধ্যে ছত্রিশটি রাগ এই জগতে প্রসিদ্ধ আছে।

সংকীর্ত্তন বিলাসী শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভাবের পূর্ব্বে জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মাধ্যমে শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা রসমাধুর্য্য সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ করাইয়া ও খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের মাধ্যমে লীলাকীর্ত্তন করাইয়া লীলা কীর্ত্তন রসের সূচনা করেন। সমকালীন মাধব ঘোষের কণ্ঠে দান লীলা কীর্ত্তন করাইয়া লীলাকীর্ত্তনের দিক দর্শন করান। তৎসঙ্গে বাসু ঘোষ, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস ক্রমে প্রভৃত কবি মুখে পদাবলী স্ফুরণ করাইয়া লীলাকীর্ত্তনের রস বৈচিত্র্য প্রতিভাত করেন আর ঠাকুর নরোত্তমের মাধ্যমে (গরানহাটী) শ্রীনিবাসাচার্য্য (মনোহর সাহী), শ্যামানন্দ (রেনেটী), রসিকানন্দ (মান্দারাণী) প্রভৃতি কীর্ত্তন সুরের প্রবর্ত্তন করিয়া অদ্যাবধি পরম্পরা ক্রমে শ্রীশ্রীলীলা কীর্ত্তনের রস বৈচিত্র্য প্রতিভাত করিতেছেন। এতদ্বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে শ্রীল হরিদাস দাসের অভিব্যক্তি যথা—

"বঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু হইতে সংকীর্ত্তন প্রথা প্রচারিত হইলেও স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে এইরূপ গানের বীজ পত্তন হইলেও কিন্তু শ্রীনিবাসাচার্য্যাদি হইতে ইহার পরিপাট্য দেখা যাইতেছে। আচার্য্য প্রভু (মনোহর সাহী) ঠাকুর মহাশয় (গরানহাটা), শ্যামানন্দ প্রভু (রাণীহাটা বা রেনেটী) গানের প্রবর্ত্তক। কেহ কেহ বলেন, মনোহর সাহী পরগণার খেয়ালের ছাঁচে কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক হলেন—বিপ্রদাস ঘোষ। বর্দ্ধমান জেলায় রাণীহাটা পরগণায় টপ্পার ছাঁচে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক হলেন গোকুলানন্দ এবং ঠুংরীর ছাঁচে মন্দাকিনী ধারার প্রবর্ত্তক হলেন বংশীবদন। রাঢ়ের প্রাচীন ধারার সংস্কার করিয়া বারীন্দ্র গোকুল ঝাড়খণ্ডের নামে ঝাড়খণ্ডী পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন মনোহর সাহী, গরানহাটা, রেনেটী এই তিনটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রচলিত আছে। টেঁয়া বৈদ্যপুরবাসী গোকুলানন্দ সেন (বৈষ্ণব দাস) পদকল্পতরু নামক পদ সংগ্রহ কর্ত্তা, আর এক সুর প্রবর্ত্তন করেন—'টেঁয়ার ঢপ' বলে। ঝাড়খণ্ডী লুপ্ত হইয়াছে।"

এইভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাল হইতে অদ্যাবধি বিবিধ সুর তালের রস বিন্যাসে শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই নাম সংকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তনকারী গায়কগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাদর্শের

ধারক ও বাহক। যদিচ কাল প্রভাবে ঐ ভাবাদর্শের ঐতিহ্য ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হইয়া বহুমুখী ভাবে প্রক্ষিপ্তরূপ ধারণ করিয়াছে, সুযোগ্য ভাবাদর্শ আজ স্তিমিত পর্য্যায়ে পর্য্যসিত তথাপিও তাঁহারা সকলেই সংকীর্ত্তন বিলাসীশ্রীগৌর সুন্দরের ভাবাদর্শের স্বরূপত্বা ধারনের গৌরবের অধিকারী। মহাজন পদ, সুর, তাল, মান ও ভাব বৈচিত্রের ভাবান্তর ঘটিলেও তাঁহারাই মহাপ্রভুর লীলা বৈচিত্রের পূর্ব্ব স্মৃতি ভক্ত হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়া আনন্দ প্রদান করিতেছে।

অধুনা সেই সকল সংকীর্ত্তনকারী গণের মধ্যে শ্রীলীলাকীর্ত্তন গায়ক গণের পরিচিতি রচনায় ব্রতী হইয়াছি। এই কার্য্য সম্পাদনার জন্য হুগলী নিবাসী সুগায়ক শ্রীকার্তিক চন্দ্র রায় কীর্ত্তন কলানিধি মহাশয় আমাকে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহারাই অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের সূচনা। গ্রন্থের সম্পাদনা ও তথ্য সংগ্রহ কার্য্যে বহু সুধী ব্যক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত সহযোগিতা প্রদান করিয়াছেন। আমি তাহাদের মহানুভবতায় অশেষ কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান পদকর্ত্তা প্রেমানন্দ দাসের বংশোদ্ভব ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয় ভূমিকা সহ প্রেমদাসের বিশেষ পরিচয়,কৃষ্ণকিংকরের পরিচিতি পাঠিয়ে অশেষ সহযোগিতা করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধেয় প্রভুপাদ রঘুনাথ গোস্বামীপাদের সহযোগিতা কিঞ্চিৎকর নহে। পরিশেষে প্রখ্যাত সর্ব্বজন পরিচিত সাহিত্যিক সাহিত্য রত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ১৩৭৭ সালে প্রকাশে বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া গ্রন্থ হইতে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে।

সার্ব্বিক সহযোগিতা ও সহানুভূতি ক্রমে তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থখানি সম্পাদিত হইল। সুধীমণ্ডলী আমার সর্ব্বানুরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি মুদ্রন প্রমাদ ও তথ্য পরিবেশনের অযোগ্যতার বিষয়গুলি পরিমার্জ্জিত করতঃ রসাস্বাদন করুন।

অগণিত লীলা কীর্ত্তন গায়ক। সবার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভবপর হয় নাই। অদ্যাবধি যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইয়াছে তাঁহাদের পরিচিতি প্রদান করিয়া প্রথম খণ্ডের প্রকাশনা ঘটিল। পরবর্তী দ্বিতীয় খণ্ড সম্পাদনার প্রচেষ্টা চলছে। লীলাকীর্ত্তন গায়কগণ ও সুধী ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের প রচিত লীলাকীর্ত্তন গায়কগণের সমীপে এই সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রেরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন। গ্রন্থকারের নাম ও ঠিকানায় তথ্যাবলী পাঠাইবেন। গায়কের নাম, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা, সংস্থার নাম,কতদিন কীর্ত্তন করিতেছেন, কীর্ত্তনশিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা থাকিলে সেই স্থানের ঠিকানা প্রদান করিবেন। তৎসঙ্গে গায়কের পাশপোর্ট সাইজের সাদাকালো ফটো ও ব্লকের জন্য একশত টাকা পাঠাইবেন। অধুনা যে সকল লীলাকীর্ত্তন গায়কগণ লীলাকীর্ত্তন করেন তন্মধ্যে প্রবীন নবীন ক্রমে সবারই পরিচিতি প্রদান করা হইবে। প্রথম খণ্ডে যাহারা অংশ গ্রহন করেন নাই, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁহাদের পরিচিতি প্রদান করা হইবে। বার্দ্ধক্য ও অসুস্থতার কারণে অবসর প্রাপ্ত প্রবীন কীর্ত্তণীয়া ও প্রয়াত কীর্ত্তণীয়া গণের জীবনী ফটো সহ পাঠাইলে সাদরে মুদ্রিত হইবে।

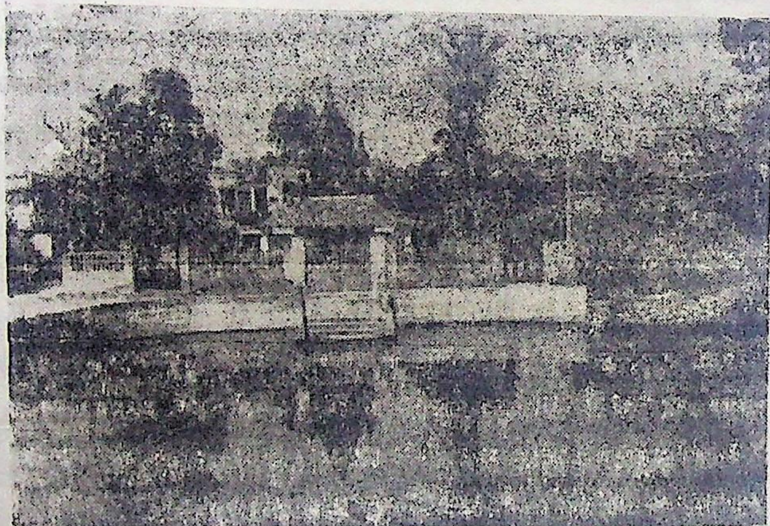
এইভাবে বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়াগণের পরিচিতির ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করুক ইহাই একমাত্র কাম্য।

নিবেদক
শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
শ্রীকিশোরী দাস

শ্রীশ্রীপ্রানকৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
১৪০৩ বঙ্গাব্দ, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন



মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন।

প্রভু বলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এমৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা-রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনে নামি[illegible] ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজে নামিবেন বাসে শিয়ালদা শ্যামবাজার-ব্যারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখা[illegible] আসা যায়।

সূচীপত্র

নাম — পৃষ্ঠা

১। কবি জয়দেব— ১

২। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির জীবনী- ৬

৩। কবি চণ্ডীদাস জীবনী— ১৩

৪। নরহরি সরকার জীবনী— ২২

৫। প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের পরিচয়— ২৬

৬। লীলাকীর্ত্তন গায়কগণের পরিচয়— ৪১

৭। পরিশিষ্ট—

১। শ্রীপ্রেমদাসের বিশেষ পরিচিতি- (১)

২। কীর্ত্তণীয়া কৃষ্ণকিংকর— (৯)
(রাঢ়ের কোকিল)

৩। প্রয়াত কীর্ত্তণীয়াগণের স্মৃতি চারণ— (১২)
(রাধারমন কর্ম্মকার, কানাই বন্দোপাধ্যায়, অমিয় গোপাল দাস, সুধীর কৃষ্ণ গোস্বামী, অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী, রসিক দাস, অখিল দাস, যদুনন্দন দাস, শচীনন্দন দাস, গণেশ দাস অবধূত বন্দোপাধ্যায়, ফটিক চৌধুরী, রাধারমন দাস, অবধৌত দাস, কৃষ্ণদয়াল চন্দ, মনোহর চক্রবর্ত্তী, যামিনী মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ সাহা, নবদ্বীপ ব্রজবাসী, প্রেমদাস, সুরেন্দ্রনাথ আচার্য্য রাধেশ্যাম দাস, রথীন ঘোষ, দুর্গারাণী সাহা)।

৪। কীর্ত্তন জগতের কেন্দ্রস্থল শ্রীপাট ময়না ডাল।

৫। প্রবীন কীর্ত্তণীয়া গণের পরিচিতি (গোবিন্দ মিত্র ঠাকুর, নন্দকিশোর দাস গোপাল দাস বাবাজী, রঘুনাথ গোস্বামী)

লীলাকীর্ত্তন রত গায়ক গণের অক্ষরানুক্রমিক তালিকা

পুরুষ কীর্ত্তণীয়া—

নাম — পৃষ্ঠা

অ

অসিত বরণ দাস— ৫৫

অমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল— ৫০

উ

উজ্জ্বল মণ্ডল— ৫৪

ক

কার্তিক চন্দ্র রায়— ৪২

কানাই লাল ঘোষ— ৪৮

কাঞ্চন চক্রবর্ত্তী— ৪৭

কৃষ্ণ গোপাল বৈদ্য— ৪৫

কৃষ্ণধন মণ্ডল— ৪৬

গ

গোপীপ্রসাদ দাস— ৪৬

গোবিন্দ চরণ মোহান্ত— ৫৬

চ

চন্দ্র শেখর হালদার— ৫৪

জ

জগন্ত শেঠ বন্দোপাধ্যায়— ৪৯

ত

তপন মণ্ডল— ৫৪

তপন কুমার দেবনাথ — ৫১

তাপস কুমার গোস্বামী— ৪২

তারাপদ কুণ্ডু — ৪২

তারাপদ গোস্বামী— ৫০

দ

দুর্গাদাস বিশ্বাস— ৪৪

ন

নিতাই অধিকারী— ৫০

নদীয়াচাঁদ দাস বৈরাগ্য— ৫৫

নিমাই ভারতী— ৫৮

নিমাই চন্দ্র দাস— ৫০

ব

বিনয় কৃষ্ণ ভদ্র— ৫৩

বীরেন নাটুয়া— ৫০

বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ— ৪৩

ভ

ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য— ৪৪

ম

মন্মথনাথ সেন— ৪৭

মিলনকান্তি বিশ্বাস — ৫৬

মুকুন্দ বনিক— ৫১

মুকুট দত্ত— ৫৫

র

রঘুনাথ গোস্বামী— ৪১

রতন কুমার নন্দী— ৪৮

শ

শ্যামসুন্দর মণ্ডল ৪৩

শচীন হালদার— ৫৪

শ্যামসুন্দর দাস— ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ পাল— ৪৯

স

সদানন্দ দাস বাবাজী— ৪৩

সঙ্গীত কুমার চক্রবর্ত্তী— ৪৫

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়— ৫২

সত্য সাধন বৈরাগ্য — ৫৫

সুরেন্দ্র কুমার দাস— ৪৬

সুধীর চক্রবর্ত্তী— ৫৪

হ

হিরালাল সাহা— ৫৬

মহিমাকীর্ত্তনীয়া

অ

অর্চ্চনা দাস— ৫৩

আ

আলোদেবী— ৫৭

ক

কানন কর্ম্মকার — ৫৮

কামনা মজুমদার— ৫৮

কল্পনা দাস — ৫০

ব

বিষ্ণুপ্রিয়া গোস্বামী— ৪৭

ভ

ভক্তিদাসী— ৫৮

ম

মঞ্জুরানী দাস— ৫৫

র

রাধারানী গোস্বামী— ৫৫

রীতা ঘোষ— ৫৫

রীনা চক্রবর্ত্তী ৫৮

রূপা ঘোষ—— ৪৫

ল

লক্ষ্মীবালা দাসী— ৫৪

শ

শিবানী কর— ৫৭

শেফালী মণ্ডল— ৫৭

স

সুমীতা সরকার— ৫৮

জেলা ভিত্তিক কীর্ত্তণীয়া

কলিকাতা

প্রভুপাদ রঘুনাথ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণ পাল, রীতা ঘোষ, আলোদেবী

উত্তর ২৪ পরগণা

শ্যামসুন্দর দাস, কুমারী রূপাঘোষ, সুরেন্দ্র নাথ দাস, কানাই লাল ঘোষ, রতন কুমার নন্দী, অমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল (উঃ) কুমারী কল্পনা দাস মুকুন্দ বণিক, বিনয় কৃষ্ণ ভদ্র শিবানী কর, শেফালী মণ্ডল, সুমিতা সরকার, রীনা চক্রবর্ত্তী, কানন কর্ম্মকার।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সঙ্গীত চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণগোপাল বৈদ্য, মন্মথনাথ সেন, বীরেন নাটুয়া, নিতাই অধিকারী সুধীর চক্রবর্ত্তী, শচীন হালদার, উজ্জল মণ্ডল, চন্দ্রশেখর হালদার, তপন মণ্ডল, লক্ষ্মীবালা দাসী।

হুগলী—তাপস কুমার গোস্বামী, কার্ত্তিক চন্দ্র রায়, তারাপদ কুণ্ডু, বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণধন মণ্ডল, বিষ্ণুপ্রিয়া গোস্বামী, তারাপদ গোস্বামী, মঞ্জুরাণী দাস।

নদীয়া

সদানন্দ দাস বাবাজী, ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, নিমাই চন্দ্র দাস, তপন কুমার দেবনাথ অর্চ্চনা দাস, সত্যসাধন বৈরাগ্য, রাধারাণী গোস্বামী, মিলন কান্তি বিশ্বাস, ভক্তি দাসী, নিমাই ভারতী।

বীরভূম—দূর্গাদাস বিশ্বাস, অশ্বিনী কুমার দাস, গোপীপ্রসাদ দাস, কাঞ্চন চক্রবর্ত্তী, জগৎ শেঠ বন্দোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

বর্দ্ধমান—গোবিন্দ চরণ মোহান্ত, মেদিনীপুর—শ্যামসুন্দর মণ্ডল, মুর্শিদাবাদ—নদীয়া চাঁদ বৈরাগ্য, দিনাজপুর—অসিত বরণ দাস, বিহার—মুকুট দত্ত, হিরালাল সাহা উড়িষ্যা—কামনা মজুমদার।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট

(বৈষ্ণবশাস্ত্র সংগ্রহ, সংরক্ষন, গবেষণা ও প্রচার কার্য্যালয়)



বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষনায় বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে আসুন। আপনার সমীপে প্রাচীন পুঁথী, প্রচীন ও দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী থাকিলে উই, পোকায়, অযত্নে নষ্ট নাকরে এই সংগ্রহশালায় দান করুন। এতে বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষনার সহায়ক হবে।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরণম্

বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া

প্রথম খণ্ড

গ্রন্থারম্ভঃ—

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য স্রষ্টা কবি ত্রয়ের পরিচয়

কবি জয়দেব

বৈষ্ণব পদাবলী রচনায় কীর্ত্তন জগতের আদি পথ দ্রষ্টা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের নাম চির স্মরণীয় কবি জয়দেব সবার পুরধা। এই কবি ত্রয়ের বন্দনায় পদ কল্পতরুগ্রন্থের সঙ্কলক শ্রীবৈষ্ণব দাসের বর্ণন—

জয় জয়দেব, নৃপতি শিরোমণি, বিদ্যাপতি রসাধাম।
জয় জয় চণ্ডী. দাস রস শেখর, অখিল ভুবনে অনুপম॥
যা কর রচিত, মধুর রস নিরমল, গদ্য পদ্য ময় গীত।
প্রভু মোর গৌর, চন্দ্র আস্বাদিলা, রস যার স্বরূপ সহিত॥
যবহুঁ যে ভাব, উদয় কর অন্তরে, তব গাওই তুহুঁ মেলি।
শুনইতে দারু, পাষান গলি যায়ত, ঐছন সুমধুর কেলি॥
আছিল গোপত, যতন করি পহুঁ মোর, জগতে করল পরকাশ॥
সো রস শ্রবনে, পরশ নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

জয়দেবের মহিমা বর্ণনে নরহরি চক্রবর্ত্তীর বর্ণন যথা—

বিপ্রকুল অবতংস কবিভূষণ, ভুবনে কে সম তার।
প্রেমরসে মহামত্ত সদা, কেন্দু বিল্বতে বসতি যাঁর॥
শ্রীরাধা মাধব, সেবা সুবিগ্রহ, কেবা না হেরিয়া ভুলে।
যে রস অমিয়া, পিয়া দিবানিশি, ভাসয়ে আনন্দ জলে॥
পদ্মাবতী সহ, গানে বিচক্ষণ, আনে কি উপমা সাজে।
পশুপক্ষী ঝুরে, শুনিয়া গন্ধর্ব্ব কিন্নর মরয়ে লাজে॥

যাঁর বিরচিত, শ্রীগীত গোবিন্দ, গ্রন্থ সুকোমল তাতে।

° ° ° ° ° ° °

নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ যাহা, শুনয়ে আনন্দ মাতি।

জয়দেবের নিজ পিতৃ পরিচয় বিষয়ে তাঁহার স্বরচিত শ্রীগীত গোবিন্দ গ্রন্থের দ্বাদশ সর্গের ত্রিশ শ্লোকের বর্ণন যথা—

শ্রীভোজদেব প্রভাবস্য বামাদেবী সুত শ্রীজয়দেবকস্য।

পরাশরাদি প্রিয়বন্ধু কণ্ঠে শ্রীগীত গোবিন্দ কবিত্বমস্তু॥

ভোজদেবের ঔরসে বামাদেবীর গর্ভে যাঁর আবির্ভাব সেই কবি জয়দেব রচিত এই গীত গোবিন্দ কাব্য পরাশরাদি বন্ধুগণের কণ্ঠে বিরাজ করুক।

জয়দেববীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে আবির্ভূত হন। জয়দেবের পিতৃ পরিচয় ভিন্ন তাঁহার জন্মকাল, বাল্য জীবন, অধ্যয়নাদি বিষয়ে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে সংস্কৃত সাহিত্যে যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তাহা তাহার শ্রীগীত গোবিন্দ রচনার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হয়।

জয়দেব রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবিগণের পুরধা ছিলেন। লক্ষণ সেনের রাজসভার কবিপঞ্চকের নাম ধোয়ী, উমাপতিধর গোবর্দ্ধন, শরণ ও জয়দেব।

কবি জয়দেব স্বরচিত শ্রীগীত গোবিন্দ কাব্যের প্রথম সর্গে ইহাদের সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন।

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং.

জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।

শৃঙ্গারোত্তর—সৎ—প্রমেয়—রচনৈরাচার্য্য—গোবর্দ্ধন

স্পর্দ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতি ধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

শ্রেষ্ঠ কবি উমাপতি বাক্য বিন্যাসে সুপরিচিত, কঠিন কঠিন শব্দ চয়নে আর দ্রুত লেখনীতে শরণের খ্যাতি চারিদিকেই বিরাজমান, আদিরসের ছোট ছোট কবিতা রচনায় গোবর্দ্ধনাচার্য্যের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। শ্রুতিধর হিসাবে কবিরাজ ধোয়ীর সুনাম সর্ব্বত্রই কিন্তু কবি শ্রেষ্ঠ জয়দেবই একমাত্র কবি যিনি সর্ব্ব ভাবময়, সর্ব্বরসযুক্ত গ্রন্থ রচনা করিতে সমর্থ। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকাল ১১৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২০৬ খৃষ্টাব্দ। ফলে জয়দেবের আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অনুমেত

হয়। জয়দেব সংসারে উদাসীন হইয়া নীলাচলে গমন করতঃ করোয়া কন্থা সম্বল করে বৃক্ষতলাশ্রয়ী হইলেন। এদিকে আপত্যহীন এক ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রে আগমন করতঃ শ্রীজগন্নাথ দেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন সহকারে বলিলেন যদি পুত্র কিংবা কন্যা সন্তান লাভ হয়, তাহাকে তোমার পাদপদ্মে সমর্পন করিব। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। এককন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। যথা সময়ে কন্যা সন্তান আনিয়া জগন্নাথের পাদপদ্মে সমর্পন করিলেন।

তথাহি---ভক্তমালের ১২ মালা

"জগন্নাথ আগে দাসী করিয়া সোঁপিলা। প্রভু অঙ্গীকার করি বিপ্রে আজ্ঞা দিলা॥
লইনু তোমার কন্যা হৈল মোর দাসী। কিন্তু এক দাস মোর বিরক্ত উদাসী॥
জয়দেব নাম হয় অমুক স্থানেতে। তাঁহারে লইয়া কন্যা সোঁপহ ত্বরিতে॥
তেঁহ মোর দাস, তব কন্যা হবে দাসী। অতএব তাহে মুঞি পাব সুখ রাশী॥

বিপ্র জগন্নাথের কৃপাদেশে জয়দেব সমীপে নিবেদন করিলেন। জয়দেব জগন্নাথের আদেশে বিপ্র কন্যা পদ্মাবতী কে গ্রহণ করিলেন এবং একটি ঝুপড়ী নির্ম্মান করিয়া শ্রীরাধা মাধব শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করতঃ সেবানন্দে বিভোর হইলেন। ভাবাবেগে শ্রীগীত গোবিন্দরচনা করতঃ শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র প্রতিভাত করেন। "দেহি পদ পল্লব মুদারম" শ্লোক রচনার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানের নিগূঢ় সম্বন্ধের এক পূর্ণতর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে। জয়দেবের পদরচনা পদ্মাবতীর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ও সেবা. ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত বাসনা পূরণের মধ্যমে ভক্তের প্রেম বৈচিত্রের প্রকাশ ও তাঁহার ভক্ত বাৎস্যলতার অভূতপূর্ব্ব প্রেম বৈচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। জয়দেব কৃত শ্রীগীত গোবিন্দের মহিমা সর্ব্বত্র ব্যাপিত হওয়ায় ক্ষেত্ররাজ নিজে শ্রীগীত গোবিন্দ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া আমত্যগণকে প্রচারের নির্দ্দেশ দিলেন। সভাসদ পণ্ডিত মণ্ডলী রাজার রচিত গ্রন্থ অপেক্ষা জয়দেব কৃত গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ণণ করায় রাজা বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

তথাহি—ভক্ত মালের দ্বাদশ মালা

ইহা শুনি রাজা শ্রীমন্দিরের প্রভুস্থানে। দুই গ্রন্থ ধরি দিলা পরীক্ষা কারনে॥
কবিরাজ কৃত গ্রন্থ হৃদয়ে লইলা। নৃপকৃত গ্রন্থ প্রভুর চরণে ক্ষেপিলা॥
তাহাতে রাজার চিত্তে অভিমান হৈয়া। বুড়িয়া মরিতে গেলা সমুদ্রে যাইয়া॥
রাজা নিজ ভক্ত পুনঃ দয়া উপজিল। না মর তোমার গ্রন্থ অঙ্গীকার কৈল॥

জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে। তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে॥
জগন্নাথ কৃপামৃত পাইয়া রাজন। আনন্দ উল্লাসে সাধু হইলা মগন॥

এই ভাবে জগন্নাথ জয়দেবের কৃত শ্রীগীত গোবিন্দের মহিমা জগতে প্রতিভাত করিলেন। একদা গৃহের ছাউনি দিতে গিয়া রৌদ্রে ভক্তের কষ্ট পরিলক্ষিত করতঃ জগন্নাথদেব ভক্তের সহযোগিতায় ব্রতী হইলেন। সাহার্য্য রত পদ্মাবতী কার্য্যান্তরে গেলে জগন্নাথদেব ভক্তের সহযোগিতা করিতে লাগিলেন—

তথাহি—তত্রৈব

ছাপন হইতে তবে জিজ্ঞাসেন্ তাঁরে। এই গিরো ফুঁড়ি দিলা পুন দেখি দূরে॥
পদ্মা কহে আমি নাহি গিরে ফুঁড়ি দেই। সাধু নাম্বি দেখে গৃহে কোথা কেহো নাই॥
রাধা মাধবের হস্তে দেখে ঝুলমালা। বুঝিয়া সাধুর মনে অতি দুখ ভেলা॥

ভক্ত বৎসল ভগবানের মহিমা প্রকাশের জন্য কতই না লীলা করেন। ভক্ত যেমন ভগবানের মহিমা ব্যক্ত করিয়া জগতের ঈশ্বর লীলা বৈচিত্র প্রকাশ করেন। তৎসঙ্গে ভগবান ভক্তের ভক্তির মহিমা পরিস্ফুট করতঃ তাঁহার ভকত বাৎসল্যের দিক দর্শন করান।

একদা জয়দেব ভগবৎ সেবার আনুকুল্য গ্রহনের জন্য দেশান্তরে গমন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন পথে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। দস্যুগণ তাহার হস্তপদ কাটিয়া শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেন। জয়দেব কূপ মধ্যে রহিয়া কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তনে বিভোর রহিলেন। এদিকে এক রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া জয়দেবের দর্শন পান। রাজা কূপ হইতে জয়দেবকে উত্তোলন করতঃ শিবিকা আরোহনে প্রাসাদে আনিয়া প্রভূত পরিচর্য্যা করেন এবং তাহার অভিলাষ পূরণের জন্য নিবেদন করেন। জয়দেব বৈষ্ণব সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে রাজা মহাসমারোহে বৈষ্ণব সেবায় ব্রতী হইলেন। জয়দেবের আঘাতকারী দস্যুগণ সম্পদ লালসায় বৈষ্ণব বেশে রাজা বাড়িতে উপনীত হইলেন। ছদ্মবেশী দস্যুগণকে জয়দেব চিনিতে পারিয়া রাজাকে বলিলেন, ইহাদের যথাযোগ্য সম্মান সহকারে মহাসমাদরে পরিচর্য্যা করিবেন। দস্যুগণ জয়দেবকে চিনিতে পারিয়া পূর্ব্বকৃত কার্য্যের কথা চিন্তা করতঃ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। রাজার বহুমুখী পরিচর্য্যা তাহাদের চরম উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবগণের উদ্বিগ্নতা দেখিয়া রাজা জয়দেব সমীপে নিবেদন করিলে; জয়দেব সেবক সহ বহু অর্থ সম্ভার প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন। সেবক সহ

বৈষ্ণবগণ কিছুদূর গিয়া সেবক গণকে বিদায় দিতে চাহিলে সেবকগণ বলিল, রাজ প্রসাদে বহু বৈষ্ণব এল কিন্তু আপনাদের প্রতি এত সম্মান মর্য্যাদা কেন ? বৈষ্ণব বেশ ধারী দস্যুগণ আপনাদের গোপন করতঃ বলিলেন, এই সাধু এক রাজবাড়ীর চাকর ছিল। কোন অপরাধে ইহার মৃত্যুদণ্ড হয় আমরা হত্যা না করিয়া হস্ত পদ কাটিয়া অব্যাহতি দিলাম। সেই চাকর
এখন সাধু হইয়াছে, পাছে গোপন তথ্য আমরা বলি তাই আমাদের এত প্রকারের যত্ন। সেবকগণ এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইল না। বরং চ বৈষ্ণব অপরাধেদস্যুগণের অসৎ গতি হইল। তথাহি—

হেনকালে পৃথিবী ফাটিয়া দস্যুগণে। মৃত্তিকা ভিতরে নিঞাদাবে ক্রোধ মনে ॥
রাজভৃত্য গণ দেখি অবাক্ হইল। সাধুদ্বেষী এই দুষ্ট মনে বিচারিল ॥

সেবকগণ রাজা সমীপে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন। রাজা জয়দেবের সমীপে সমস্ত বিবরণ শুনিলেন। ঘটনার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের হস্তপদ পূর্ব্ববত হইয়া গেল। তথাহি—তত্রৈব—

কহিতে কহিতে হস্তপদ পূর্ব্ববত। হৈল সাধু অসাধুর এই দুই পথ ॥

কিছুদিন তথায় অবস্থান করিয়া জয়দেব পদ্মাবতী সহকারে পুরুষোত্তমে উপনীত হইলেন। তথায় কতদিন অবস্থান করিয়া শ্রীগীতগোবিন্দের মহিমা প্রকাশ করতঃ শ্রীরাধামাধব সহ বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। জয়দেবের প্রেম মহিমায় অদ্যাপি ও জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগীত গোবিন্দ কীর্ত্তন হইয়া থাকে। জয়দেব বৃন্দাবনে গমন করিয়া কেশীঘাটে অবস্থান করেন। তথাহি—

বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা। কেশীঘাট সন্নিধানে আনন্দে রহিলা ॥
কোন মহাজন রাধা মাধবে হেরিয়া। আদ্র হইয়া দিলা মন্দির বনাইয়া ॥
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে। ঠাকুর লইয়া গেলা রাজা জয়পুরে ॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটি নাম রমাস্থানে। বিরাজ করয়ে চাঁদ ছলকে বদনে ॥

জয়দেব কেন্দুবিল্বে অবস্থান কালীন একদিন গঙ্গাস্নানের জন্য যাইতে না পারায় গঙ্গা নিজেই কেন্দুবিল্বের সমীপে উপস্থিত হন। রানীর পরীক্ষায় জয়দেবের অন্তর্দ্ধান শ্রবনে পদ্মাবতীর দেহত্যাগ, জয়দেব কর্ত্তৃক কৃষ্ণ নাম প্রদানে পদ্মাবতীর প্রাণ সঞ্চার, মালিনী কর্ত্তৃক বেগুন ক্ষেতে গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তনে জগন্নাথের বস্ত্রে বেগুনের কাঁটা, আর অশ্বারোহী যবন কর্ত্তৃক গীতগোবিন্দের পদ কীর্ত্তনে শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন প্রভৃতি জয়দেবের অত্যুজ্জ্বল প্রেমবৈচিত্রের পরিচায়ক। এই সকল ঘটনা ভক্তমাল গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

ঃ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির জীবনী ঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পুরভাগে যাহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমলীলা রস মাধুর্য্যকে সঙ্গীতের মাধ্যমে জনমানসে রূপরেখায় পরিণত করিয়াছেন ; কবি বিদ্যাপতি তাঁহাদের অন্যতম। শ্রীমন্মহাপ্রভু গম্ভীরায় নিজ রস আস্বাদন কালে বিদ্যাপতি বিরচিত পদাবলী বিশেষ অবলম্বন ছিল।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ অন্তে ১৫ পরিচ্ছেদ।

'কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীতগোবিন্দ। ইহার শ্লোকগীতে প্রভুর করায় আনন্দ'॥

বিদ্যাপতির কবিত্বের স্ফুরণ বিষয়ে পদকর্ত্তা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত পদ

যথা—পদকল্পতরু ২। ৫ পদ।

"জয় বিদ্যাপতি কবি বিদ্যাপতি ভূপ। যাক সরস রস পদ অপরূপ॥
লছিমা রূপিনী রাধা ইষ্ট বস্তু যার। যারে দেখি কবিতা স্ফূরয়ে শতধার॥
পঞ্চগৌড়েশ্বর শিবসিংহ রায়। রাজ কবি করি যারে রাখিলা সভায়॥
সরস সালঙ্কার শব্দ নিচয়। যাহার রসনা অগ্রে সতত স্ফূরয়॥
কবিতা বনিতা যারে করিলেন পতি। নরহরি কহে ধন্য কবি বিদ্যাপতি॥

তথাহি—বিদ্যাপতি কবিভূপ।

অগণিত গুণজন, রঞ্জন ভনবকি, সুখময় কি পিরীতি মূরতি রসকূপ॥
শিশু সময়াবধি, অধিক পরাক্রম, বিরচিল দেব চরিত বহু ভীতি॥
কোই কবল, উপদেশ পরম রস, উলসিত তাহে নিরত বহু মতি॥
শ্রীশিবসিংহ, নৃপতি লছিমা প্রিয়, অতুল মিলন যশ বিদিত হি ভেল॥
শ্যামর গৌর, কেলিমণি সম্পূটে, যতনে উগারি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক, গীত নব অমিয়, পিবিপিবি জীবই রসিক চকোর॥
নরহরি তাক, পরশ নাহি পাওল, বঝিব কি ও রস মঝু মতি ঘোর॥"

বিদ্যাপতির মহিমায় শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ৩টি পদ ও শ্রীগোবিন্দ দাস ২টি পদ রচনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি মৈথিলী ব্রাহ্মণ। তিনি মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। বিদ্যাপতির বংশধরগণ বংশানুক্রমে বহুদিন যাবৎ মিথিলার রাজমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন এবং ধনে, মানে, জ্ঞানে ও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারা মিথিলার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির ষষ্ঠ স্থানীয় পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মাদিত্য হইতে সকলেই রাজমন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাপতির প্রপিতামহ বীরেশ্বর একাধারে রাজমন্ত্রী ও মহাপণ্ডিত ছিলেন।

তিনি ধীরেশ্বর পদ্ধতি নামে দশকর্ম্ম পদ্ধতি রচনা করেন। অদ্যাপিও মিথিলার ব্রাহ্মণগণ এই পদ্ধতির নিয়মে দশকর্ম্ম কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। বিদ্যাপতির পিতামহ জয়দত্ত পণ্ডিত ও মহাধার্ম্মিক ছিলেন। লোকে তাঁহাকে যোগীশ্বর আখ্যা দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির পিতা গণপতি মহাপণ্ডিত ও তৎকালীন রাজা গণেশ্বরের পরম বন্ধু ছিলেন এবং রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। রাজা গণেশ্বরের মৃত্যুর পর গণপতি "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া পরলোকগত বন্ধুর নামে উৎসর্গ করেন। গণেশ্বরের পুত্র দেবসিংহের রাজত্বকালে গণপতি পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিদ্যাপতি মিথিলেশ্বর দেবসিংহের রাজমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। বিদ্যাপতির আত্মপরিচয় সম্পর্কে স্বরচিত পদ যথা—

"জনমাতা মোর গণপতি ঠাকুর ; মৈথিলী দেশে করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ, শিবসিংহ ভূপ, কৃপা করি লেউ নিজ পাশ॥
বিসফি গ্রাম, দান কৈল মুঝে, রহ তহি রাজ সন্নিধান।
লছিমা চরণ ধ্যানে, কবিতা নিকসয়ে, বিদ্যাপতি হই ভান॥"

রাজা শিবসিংহের সিংহাসন আরোহনকাল সম্পর্কে বিদ্যাপতির বর্ণন—

অনল রন্ধ্র কর লক্‌খন নয়বত্র, সক সমুদ্দকর আগণিসশী।
চৈতকারী ছঠি জেঠা মিলিওত্র, বার বেহপ্পই এ জাউলসী॥
দেবসিংহ জং পুহুধী ০ ০ উচ্ছবৈরৈরস বিসরি গাও॥

২৯৩ লক্ষণাব্দে অথবা ১৩২৭ শকাব্দে চৈত্রমাসে কৃষ্ণা ষষ্ঠী জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র যুক্ত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় রাজা দেবসিংহ পরলোক গমন করেন। পিতার মৃত্যুর পর শিবসিংহ মিথিলার রাজা হন। বিদ্যোৎসাহী রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে কাব্য রচনায় উৎসাহিত করেন এবং "বিসফী" নামে একটি গ্রাম দান করেন। এই দান পত্রের অনুলিপির তাম্রফলক মহারাজা দ্বারভাঙ্গার পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। বিদ্যাপতি বিসফী গ্রামে বাস ভবন নির্ম্মান করেন। উক্ত গ্রাম বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গা জেলার সীতামারী মহকুমার জারৈল পরগণার মধ্যে কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে বিদ্যাপতি প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ অদ্যাপিও বিরাজিত। অধুনা বিদ্যাপতির বংশধরগণ সোরাট নামক গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজা শিবসিংহ তিন বৎসর রাজত্ব করার পর পরলোক গমন করিলে রাণী লছিমা রাজপাটে উপবেশন করেন। রাণী

লছিমার সহিত বিদ্যাপতির প্রণয় ছিল। তাহাকে দেখিলেই বিদ্যাপতির কবিত্বের স্ফুরণ ঘটিত। পদে তাহার প্রকাশ আছে। "রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ। ভনয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥" স্বামীর ন্যায় লছিমা কবিকে স্নেহ যত্নের দ্বারা কবিতা রচনায় উৎসাহিত করেন। বিদ্যাপতি রাজানুগ্রহে উৎসাহিত ও পরিস্ফুট হইয়া লিখনাবলী, গঙ্গাবাক্যবলী, কীর্ত্তিলতা, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী, বিভাগসার, পুরুষ পরীক্ষা, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার গয়াপত্তন শৈষ সর্ব্বস্বসার, প্রভৃতি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যাপতি বহু দিন জীবিত ছিলেন। দেবসিংহ, শিবসিংহ, রাণী লছিমা, রাণী বিশ্বাসদেবী ভৈরবসিংহ প্রভৃতির রাজত্বকালে তিনি মন্ত্রীপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র সিংহাসনে বসিবার কিছুদিন পরে ১৫০৬ খ্রীঃ একশত ছয় বৎসর বয়সে বিদ্যাপতি দেহরক্ষা করেন। বিদ্যাপতির পত্নীর নাম মন্দাকিনী, কন্যার নাম দুল্লর্ভা। পুত্রের নাম হরিপতি। কথিত আছে—বিদ্যাপতি নিজের অন্তিমকাল আগত বুঝিয়া গঙ্গাভিমুখে রওনা হইলেন॥ বহুদূর আসিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখনও গঙ্গা দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তখন চলশক্তিবিহীন বিদ্যাপতি আকুলপ্রাণে মা গঙ্গাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তোমার জন্য এতদূর আসিলাম! তুমি কি আমার জন্য দুই ক্রোশ আসিতে পারিবে না। বিদ্যাপতির আকুল আহ্বানে 'মা গঙ্গা' সাড়া দিলেন। সেই রাত্রেই মা গঙ্গা তথায় আসিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি যে গ্রামে দেহরক্ষা করেন সেই গ্রামের নাম "সাহিত বাজিতপুর"। তাঁহার দেহরক্ষা কালীন তাহার রচিত পদ যথা—

"স্বপন দেখল হাম শিবসিংহ ভূপ। বতিস বরসপর পর সামর রূপ॥
বহু দেখল হাম গুরুজন প্রাচীন। আর ভেলহু হাম আয়ু বিহীন॥"

শিবসিংহ রাজার মৃত্যুর ৩২ পরে বিদ্যাপতি দেহত্যাগ করেন। শ্রীমদদ্বৈত প্রভু তীর্থ ভ্রমণকালে মিথিলায় গমন করিলে বিদ্যাপতির মিলন ঘটে। তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ—

"তবে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আইলা মিথিলায়। সীতার জন্মস্থান দেখি ধুলায় লোটায়॥
প্রেমাবিষ্ট হঞা করে নর্ত্তন কীর্ত্তন। হেনকালে শুন এক অপূর্ব্ব কথন॥
সুমধুর সুললিত কৃষ্ণগুণ গান। শুনি প্রভু সেইদিকে করিল পয়ান॥
বটবৃক্ষ তলে দেখ এক দ্বিজ রায়। গন্ধর্ব্বের সম কৃষ্ণ গুণামৃত গায়॥"

অত্যাশ্চর্য্য কৃষ্ণরূপ বর্ণনা গীত শ্রবণ করিয়া অদ্বৈত প্রভু প্রেমাবেশে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বিদ্যাপতি ও অদ্বৈতের বৈভব দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন অদ্বৈত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যাপতি বলিলেন। তথাহি—তত্রৈব।

"বিপ্র কহে মোর নাম দ্বিজ বিদ্যাপতি। রাজান্ন ভোজনে মোর বিষয়েতে মতি ॥
বাতুলতা করি মুঞি রচিনু এ গীত। গুণগ্রাহী সাধু তুহু তেঁই ইথে প্রীত ॥"

অদ্বৈত প্রভু বিদ্যাপতিসহ মিলন করতঃ শক্তি সঞ্চার করেন।

বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত বিদ্যাপতির পদাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনে বিদ্যাপতি বিষয়ক তথ্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

বিদ্যাপতি পদ রচনায় ৫টি উপাধি পরিলক্ষিত হয়। (১) কবি শেখর (২) দশাবধান (৩) কবি কণ্ঠহার (৪) পঞ্চানন (৫) অভিনব জয়দেব। তিনি রাজপণ্ডিতের কার্য্য করিলেও নিজ অর্থব্যায়ে বহু ছাত্রকে বিদ্যাদান করিতেন। একদা দিল্লীশ্বর মিথিলাধিপতি রাজা শিবসিংহকে রাজধানীতে লইয়া চিরকারারুদ্ধ করিবার মনস্থ করিলে কবি বিদ্যাপতি দিল্লীতে গমন পূর্ব্বক মোহকরী কবিতা আবৃত্তি করিয়া দিল্লীশ্বরকে বিমুগ্ধ করতঃ রাজা শিবসিংহকে মুক্ত করেন। বিদ্যাপতি বংশানুক্রমিক শিবভক্ত ছিলেন। মিথিলার কয়েক স্থানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির রহিয়াছে। দেবী বিশ্বেশ্বরীর মন্দির অন্তিমস্থান বাজিত পুরেও বাসভূমি বিসপীর উত্তর ভাগে ভেড়ষা নামক স্থানে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হর ও হরিতে অভেদ জ্ঞানে পদ রচনাযথা—

ভল হরি ভল হর ভলতুঅ কলা। ঘন পীতবসন খনহি বাঘছলা ॥
খনে পঞ্চানন খনে ভুজ চারি। খন শঙ্কর খন দেব মুরারী।
খন গোকুল ভত্র চরাবথি গায়। খন ভিখি মাগিয় ডমরু বজায় ॥

° ° ° °

এক শরীর লেল চই বাস। খনে বৈকুণ্ঠ খনে কৈলাস ॥
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত বাণী। ও নারায়ণ ও শূলপণী ॥

হরগৌরী সম্বন্ধেও পদ রচনা করেন :—

জয় জয় শঙ্কর জয় ত্রিপুরারি। জয় আধ পুরুষ জয় আধ নারী॥

০ ০ ০ ০

আধ চান্দ আধ সিন্দুর শোভা। আধ বিরূপ আধ জগ লোভা॥
ভনে কবি রঞ্জন বিধাতা জানে। তুই করি বাটল এক পরাণে॥

তাঁহার শিবভক্তি বিষয়ে বর্ণন যথা :—

তাঁহার উগনা নামে একটি ভৃত্য ছিল। একদা বিদ্যাপতি উগনা সহ স্থানান্তরে গমন করিলেন॥ পথে অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া উগনাকে জল আনিতে বলিলেন। উগনার মস্তকে জটা ছিল। উগনা গোপনে জটাজাল হইতে জল বাহির করিয়া বিদ্যাপতিকে প্রদান করিলেন। বিদ্যাপতি গঙ্গাজল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। পরে গঙ্গাজল প্রাপ্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন যে এখানে নিকটে গঙ্গা নাই, তুমি গঙ্গাজল কিভাবে আনিলে! সেই স্থানটি আমায় দেখাও। উগনা মহা সঙ্কটে পড়িয়া মৌন রহিলেন। বিদ্যাপতি বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিলে উগনা বলিতে লাগিলেন আমি শঙ্কর, তোমার ভক্তির গুণে তোমার ভৃত্যরূপে রহিয়াছি। একথা গোপন রাখিবে। কাহাকেও বলিলে আমি অন্তর্হিত হইব। বিদ্যাপতি তাঁর বাক্যে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া বহুমুখী স্তুতিবাদ করতঃ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদা বিদ্যাপতির স্ত্রী উগনাকে কোন দ্রব্য আনয়নের জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু উগনার ফিরিতে বহু বিলম্ব ঘটায় বিদ্যাপতির পত্নী তাহাকে যষ্টি লইয়া মারিতে উদ্যত হইলে দূর হইতে বিদ্যাপতি দেখিয়া তাহাকে বিরত করিলেন। এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া আবেগে বলিতে লাগিলেন। "ক্ষান্ত হও সাক্ষাত শিবের অঙ্গে আঘাত করিও না।" অমনি উগনা অন্তর্দ্ধান হইলেন।

বিদ্যাপতি রামচন্দ্র বিষয়েও পদ রচনা করিয়াছেন।

তাত বচনে বেকলে খেপল, জনম দুখহি দুখে গেলা।
স্ত্রীয়ক শোকে স্বামী সন্তাপল, বিরহে বিখিন তনু ভেলা॥
দশরথ নন্দন, দশশির খণ্ডন, ত্রিভুবনে কে নাহি জানে।
সীতাপতি পতি, রামচরণ গতি, কবি বিদ্যাপতি ভনে॥

সমগ্র পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ গ্রন্থে (শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তীকৃত) বিদ্যাপতি প্রসঙ্গে প্রভূত আলোচনা রহিয়াছে। তাহা হইতে কিছু তথ্য নিবেদিত হইল :—

"কবি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর রচনা, বিদ্যাপতির রচনা সম্পদ তিনটি ভাষায় বিস্তার লাভ করিয়াছে। তারমধ্যে সংস্কৃতেই সর্ব্বাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

(১) ভূপরিক্রমা (মহারাজ দেবসিংহের আজ্ঞায় রচিত)। (২) পুরুষ পরীক্ষা (মহারাজ শিব সিংহের আজ্ঞায় রচিত)। (৩) কীর্ত্তিলতা। (৪) কীর্ত্তি পতাকা। (৫) গোরক্ষ বিজয় (সম্ভবতঃ মাহারাজ শিব সিংহের আমলে)। (৬) লিখনাবলী (রাজা বনৌলীর রাজা পুরাদিত্যের আজ্ঞায়)। (৬) শৈবসর্ব্বস্বসার (৮) গঙ্গা বাক্যাবলী (মহারাজ পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞায়)। (৯) বিভাস সার (মহারাজ নরসিংহদেবের আমলে) (১০) দানবাক্যাবলী (নরসিংহদেবের পত্নী ধীরমতী দেবীর আজ্ঞায়)। ১১। দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী। ১২। গয়াপত্তলক। বর্ষকৃত্য। ১৪। মনিমঞ্জরী। ১৫। ব্যাড়ীভক্তি তরঙ্গিনী (সম্ভবতঃ চন্দ্রসিংহের আমলে) এছাড়া কয়েকটি পদে বিদ্যাপতি তাঁর পোষ্টাদের উল্লেখ করেছেন, কোন সময়ে এই গ্রন্থসমূহ রচিত হয়েছিল তা মিলবে পোষ্টা রাজাদের কাল নিরূপণে :—

বিদ্যাপতির বংশ পরিচয় যথা : বিষ্ণু ঠাকুর—হরাদিত্য ঠাকুর—কর্ম্মাদিত্য ঠাকুর (দেবাদিত্য ঠাকুর ও বাদিত্যভ ঠাকুর)—দেবাদিত্য ঠাকুর (বীরেশ্বর, ধীরেশ্বর, গণেশ্বর, জটেশ্বর, হরদত্ত, লক্ষ্মীদত্ত, শুভদত্ত) ধীরেশ্বর (জয়দত্ত, কীর্ত্তিদত্ত, রামদত্ত)। জয়দত্ত — (গৌরীপতি, গণপতি)। গণপতি— কবি বিদ্যাপতি (বাচস্পতি, হরপতি, নরপতি)।

বিদ্যাপতির কবিত্ব মৈথলী ও বাংলা ভাষায় থাকায় এক সন্ধিহানের সৃষ্টি হইয়াছে। এতদ্বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের অভিব্যক্তি যথা :—

বিদ্যাপতি মৈথলী কবি হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেনীর অন্যতম বলিতে চাই। যেহেতু তৎকালে মিথিলা ও বঙ্গদেশে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল। উভয় দেশের ছাত্রগণ উভয়দেশে বিদ্যার আদান

প্রদান করিতেন। প্রসিদ্ধ রঘুনাথ শিরোমনি এবং স্মার্ত্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও মিথিলা হইতে অধ্যয়ন করিয়া ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অনেকের মতে সেন বংশীয় রাজাদের আমলে উভয় রাজ্য অভিন্ন ছিল। সেন রাজারা বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গাকে (দ্বারভাঙ্গা বা বঙ্গদ্বার) বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার মনে করিতেন। তৎকালে ভাষাও প্রায় একরূপ ছিল। বঙ্গদেশের রাজা লক্ষ্মণ-সেন প্রবর্ত্তিত শক এদেশে প্রচলিত না হইলেও অদ্যাপি মিথিলায় "লসং" প্রচলিত আছে। অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে, তখন যে কবি বাঙ্গালার বিখ্যাত কবি জয়দেবের গীত গোবিন্দের অনুকরণে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন– সে সকল সঙ্গীত কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও সুগণ্ডীর গম্ভীরা লীলায় আস্বাদন করিয়া বিমোহিত হইতেন---যাহা বঙ্গদেশীয় কবিগন স্বকীয়বোধে বহুকাল ধরিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন--যাহাদের অনুকরণে বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ শত শত পদ রচনা করিয়া বঙ্গ ভাষা মাতৃকার সেবা করিয়াছেন আমরা সেই কবিকে বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া যাইতে দিব না। বস্তুতঃ তাঁহাকে আমরা বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি বলিব এবং তাঁহার রচনা বঙ্গদেশেরই আদিম রচনা বলিয়া বোধ করিব।

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ঃ ৩১--৩৪ পৃষ্ঠা)

—০—

কবি চণ্ডীদাস জীবনী

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত রাগমার্গীয় মধুর রসাশ্রয়ী বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাভাষে যাহারা প্রেমবৈচিত্রের ভিত্তি পত্তন করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কবি চণ্ডীদাস অন্যতম। তিনি সঙ্গীত রচনার মধ্য দিয়া যুগলকিশোরের পরম মধুময় ব্রজ প্রেমলীলা রহস্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। আর সেই সুমধুর সঙ্গীত আস্বাদনে শ্রীরাধাভাবকান্তিধারী শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ রামানন্দাদি অন্তরঙ্গ পার্ষদ সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ ভাবে বিভোর থাকিতেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্তে ১৭ পরিচ্ছেদে

'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ। ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥'

তথাহি—পদকল্পতরু— ১।১।১৪ পদ (শ্রীনরহরি দাস বিরচিত)

"শ্রীনন্দ নন্দন, নবদ্বীপ পতি, শ্রীগৌর আনন্দ হৈয়া।
যার গীতামৃত, আস্বাদে স্বরূপ, রায় রামানন্দ লঞা॥"

তথাহি—পদকল্পতরু — ১১।১।১৫ পদ

"জয় জয় চণ্ডীদাস গুনভূপ।
দ্বিজকুল কমলবন্ধু, কবি মণ্ডল মণ্ডিত,
মহী মাধুরী অপরূপ॥
স্বরূপ সরল হিয়া, প্রবল প্রেমময়,
বাশুলী দেবী দেওল উপদেশ।
নিরুপম গৌরী, শ্যামরস পিবইতে,
বাঢ়ল নিশিদিশি উল্লাস বিশেষ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ রস আস্বাদনের উপলক্ষ্যে এককালীন অষ্টাদশবর্ষ নীলাচলে গম্ভীরায় অবস্থান করে যে দিব্যভাবে বিভোর থাকিতেন সেইভাব উদ্দীপক তথ্যাবলীর মধ্যে চণ্ডীদাসের পদাবলী বিশেষ অবলম্বন ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে আস্বাদন করতঃ চণ্ডীদাসের মহিমত্বকে সকল ভক্তজন মানসে এক অভিনব স্থান প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই পরম মহিমান্বিত বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্মকাল বংশ পরিচয় জীবন আলেখ্য ও অন্তর্দ্ধানের সুযোগ রহস্য অদ্যাবধি প্রমাণ ভিত্তিক সুযোগ্য ভাবে আলোচিত হয় নাই। সাহিত্যিক গণ চণ্ডীদাদ ভনিতাযুক্ত পদাবলীর রস বিন্যাস, বর্ণন ক্রম পর্য্যালোচনা করিয়া কতিপয় চণ্ডীদাস আছেন বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু অনুমান

যথার্থতার সুযোগ্য মূল্যায়ণ ঘটে নাই। নান্নুরবাসী প্রচলিত রামী চণ্ডীদাস ভিন্ন দ্বিতীয় চণ্ডীদাসের স্বরূপনিরূপন সম্ভব হয় নাই। কেবল ভাষাবৈচিত্র্য রস বিন্যাস, চণ্ডীদাস, দ্বিজচণ্ডীদাস, দীনচণ্ডীদাস, বড়ুচণ্ডীদাস প্রমুখ ভনিতার অনুক্রমে অন্যান্য চণ্ডীদাস থাকা স্বাভাবিক বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের কিছুকাল পরে শুক্রাচার্য্য অবতার শ্রীরূপ কবিরাজের আবির্ভাবে ও তাঁহার উদ্দণ্ড প্রতাপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রভাবিত শুদ্ধ ব্রজানুগত্য ভক্তিধর্ম্ম চরম মালিন্য যুক্ত হইল। সেই প্রভাব অদ্যাবধি শুদ্ধ ভক্তিধর্মকে কুক্ষিগত করিয়া রাখিযাছে। চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত বহুপদ শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবানুগত্যে পরিদৃষ্ট হওয়ায় সংশয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে মহাপ্রভু কোন চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদনে ব্রজভাবে বিভাবিত থাকিতেন তাহা বিবেচ্য। বর্ত্তমানে বৈষ্ণব পদাবলী ও সাহিত্য পর্য্যালোচনায় এক চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী, ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া অনুমেত হয়।

তথাহি— শ্রীনরোত্তম বিলাসে—
"ধরু চৌধুরী আর শাখা চণ্ডীদাস॥"
তথাহি— শ্রীপ্রেমবিলাস—২০ বিলাস
"জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুনে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতিদীনে॥

নিম্নলিখিত পদদ্বয় তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমান করা হইতেছে যেহেতু পদদ্বয় শ্রীগৌরাঙ্গ ও ঠাকুরনরোত্তমের মহিমা মূলক।

গৌরপদতরঙ্গিনীর (মৃনালকান্তি ঘোষ) দ্বিতীয় সংস্করণে পদকর্ত্তাগনের জীবনী প্রসঙ্গে পদ (১৫৯ পৃঃ)

"জয় নরোত্তম গুনধাম।"
দীন দয়াময়, অধম দুর্গত, পতিতে করুনা বান॥
সখা রামচন্দ্র সনে, আলাপনে, নিশিদিশি রসভোর।
মো হেন পাতকী, তারন কারন, গুনে ভুবন উজোর॥
নবতাল মান, কীর্ত্তন সৃজন, প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।

অতুল ঐশ্চর্য্য, লোষ্টের সমান, ভজনে না সহে ব্যাজ ॥
নরোত্তমরে বাপরে, ডাকে শ্যামমনি, পুন প্রভুর আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস, কহে কতদিনে, পদযুগ হয়ে লাভ" ১ ॥

বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাস—গ্রন্থে
আজু কেগো মুরলী বাজায়। এতো কভু নহে শ্যামরায় ॥
ইহার গৌর বরনে করে আলো। চুড়াটি বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু। এতো নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর বেশ পাইল কতি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন দেশে ছিল ॥
কে বানাইল হেন রূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকন বরনী ॥
ইবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেনে দেখি বিপরীত। ইবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে ॥

চন্ডীদাস বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে দূর্গাদাস বাগচি নামক বারেন্দ্র শ্রেনী ব্রাহ্মন পুত্র রূপে আবির্ভূত হন। চন্ডীদাসের পিতা দূর্গাদাস নান্নুর গ্রামে দেবী বিশালাক্ষীর পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চন্ডীদাস ঐ বিশালাক্ষী দেবীর পুজারী নিযুক্ত হন। রামমনি নামে একটি রজক কন্যাও ঐ মন্দিরের পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত হন। কতদিতে বিশালাক্ষী দেবীর উপদেশে চন্ডীদাস ব্রজভাবে বিভাবিত হন। তৎসঙ্গে রামমনি সন্দর্শনে তাহার কবিত্ব ভাবের উন্মেষ ঘটে। চন্ডীদাসের মহিমা বর্ণনে বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাগনের অভিব্যাক্তি কিছু নিবেদন করিব। পদকর্ত্তা কানুদাসের বর্ণন —

কবিকুলে রবি, চন্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুক মণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গনি ॥
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন ॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুনেতে ভরা।

যেই পশে কানে, সেই লাগে প্রানে, শুনামাত্র আত্মহারা।
রামতারা ধনী, রাধা স্বরূপিণী, ইষ্ট বস্তু যার হয়।
যাঁহার দরশে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয়॥
হয় নাই হেন, না হইবে পুন, হেন রস পদ ভবে।
দীন কানু দাসে, রাখ পদ পাশে, নামের ঘোষণা হবে॥

—০—

এবার পদকর্ত্তা নরহরির অভিব্যাক্তি শ্রবণ করুন —

জয় জয় চন্‌ডীদাস, দয়াময় মন্‌ডিত, সকল গুণে।
অনুপম যাক, যশ রসায়ন, গাওত জগত জনে॥
নান্নুর গ্রামেতে, নিশা সময়েতে, বাশুলী প্রসন্ন হৈয়া।
রাই কানু দুহুঁ, নওল চরিত, কহয়ে নিকটে গিয়া॥
শুনি ভাবে মনে, জানি পুন দেবী, কহে কি চিন্তহ চিতে।
সুখময়ী তারা, ধুবলী দরশে, ফুরিবে বিবিধ মতে॥
ইহা শুনি নিশি, প্রভাতে চলিল, প্রণমি বাশুলী পায়।
ধুরলী দরশ, রস ঝুরে সব, কি দিব তুলনা তায়॥
চন্‌ডীদাস হিয়া, ধুইল ধুবলী, প্রেমেতে পড়িল বাঁধা।
রহি কানু গুণে, ঝুরে দিবানিশি, ঘুচিল সকল ধাঁধা॥
ধুবলী মহিমা, সীমা জানাইল, ধন্য সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে, পাইলে দুলহ, প্রেম চন্‌ডীদাস কবি॥

কিন্তু রামী-চন্‌ডীদাসের প্রেম বৈচিত্র নিয়ে বহু কিংবদন্তী. উভয়ের সম্বন্ধের অভিব্যক্তি নিয়ে বহুমুখী প্রবাদ চন্‌ডীদাসের মহিমত্বকে ক্ষুন্ন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সহজিয়া মতবাদের উদ্দন,ড প্রতাপে চনডীদাস ও রামী মধ্যে নিষ্কাম প্রেমের বৈচিত্রে সকাম প্রেমের প্রতিফলন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। অথচ বাশুলীর আদেশে রামীর সন্দর্শনে চন,ডীদাসের কবিত্বের প্রকাশ। যে কবিত্বের প্রকাশই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্রজ প্রেমরস আস্বাদনের সহায়ক। গৌর অনুগত বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতাগণ সেই রামী-চন,ডীদাসের স্তুতিগান করিয়াছেন বিভিন্ন পদের মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন রামী-চন,ডীদাসের মধ্যে প্রণয়ের অভিব্যক্তি কিদৃশ? যদি ব্যাভিচার দুষ্ট হইত তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু

তাহার পদাবলী এত মর্য্যাদা দিলেন কেন ? গৌর অনুগত বৈষ্ণবগণ কেনই বা তাদের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন ? আধ্যাত্মিক শুদ্ধ ভজনীয় প্রবৃত্তি নিয়ে নিরপেক্ষ বিচার বিবেচনা করে বর্ত্তমান যুগসন্ধিক্ষণে চন্‌ডীদাসকে উপলব্ধি করতে হবে।

রামী-চন্‌ডীদাসের মধ্যে কি জাতীয় প্রেমের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা কবি সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত পদদ্বয় ও সুযোগ্য বিচার বিবেচনার মধ্য দিয়া আস্বাদন করিতে হইবে।

তথাহি — শুন রজকিনী রামী

ও দুটি চরণ, শীতল বলিয়া, শরণ লইনু আমি ॥
তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি যে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার ভারা ॥
রজকিণী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়।
রজকিণী প্রেম, নিকসিত হেম, বড়ু চন্‌ডীদাস গায় ॥

রজকিণী পরম মহিয়সী রমণী ছিলেন। তাঁহারও কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি চন্‌ডীদাসকে কিরূপ ভালবাসিতেন তাহা সঙ্গীতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাহি —

তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥
ত্রুটি সমকাল, মানিয়া জঞ্জাল, যুগতুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রান ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়াছে কেবা ॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়া বিধাতারে ॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃদ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার ॥

উভয়ের সন্দর্শনে উভয়েই ব্রজলীলা রসের উদ্দীপনে বিভাবিত হইলেন।

উভয়ের ভাবোচ্ছাসের অভিব্যক্তি স্বরূপ অপ্রাকৃত কবিত্বরসের সৃষ্টি। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি উভয়ে সমসাময়িক। উভয়ের সঙ্গে মিলন ঘটিয়াছিল। তাহা পদকল্পতরু গ্রন্থে গীতাকারে বর্ণিত রহিয়াছে। তথাহি—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, দুহুজন পিরীতি, প্রেমমূরতি ময় কাতি।
যে করিল দুইজন, লীলাগুন বর্ণন, নিতি নিতি নব নব ভাতি॥
দুহু উৎকণ্ঠিত, দোঁহা দরশন লাগি।
দোঁহার রসিক পন, শুনি দুহুজন, দুহু গৃহে দুহু রহু জাগি॥
নিজ নিজ গীত লেখি, বহু ভেজল, তাহে অতি আরতি ভেল।
রাধা কানুক, প্রেমরস কৌতুক, তাহে মগন ভৈগেল॥
নিজ নিজ সহচর, রসিক ভকতবর, তা সঞে করত বিচার।
তাহে নিতি নবীন, পরম সুখ পাওত, আনন্দ প্রেম অপার॥
রূপ নারায়ণ, দ্বিজর নারায়ণ, বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মিলন ভাবি, দুহুক করু বর্ণন, তুছু পদ কমল ভৃঙ্গ॥ ১॥
চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তবে, চণ্ডীদাস গুন, দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহু উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই, চল লহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুজন, দুহুগুন গায়ত. দুহু হিয়ে দুহু রহু জাগি॥
দৈবহি বহুঁ দোঁহা দরশন পাওল, লেখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোঁহা নাম শ্রবনে তঁহি জানল রূপ নারায়ণ গোই॥ ২॥
সময় বসন্ত যাম দিন ঝামহি বটতলে সুরধনী তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলিল পুলক কলেবর থির॥
দুহুঁ জন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপ নারায়ণ কেবল দুহুক আশ প্রতিকার॥
ধৈরজ ধরি দুহু নিভৃতে আলাপই পুছত মধুর রসিক।
০ ০ ০ ০ ০
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে শুন তহি রূপ নারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহরস কারণ লছিমা পদ ধরি ধ্যান॥ ৩॥

চণ্ডীদাসের গুণাবলী শ্রবণ করিয়া মিথিলাধিপতি শিবসিংহ সভাপণ্ডিত বিদ্যাপতিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত মিলনের জন্য গৌড়দেশের নান্নুর অভিমুখে রওনা হইলেন। এদিকে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাহার সহিত মিলনের জন্য রাজধানী মঙ্গলকোট অভিমুখে রওনা হইলেন। ঘটনাচক্রে পথিমধ্যে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষ মূলে উভয়ের মিলন ঘটে। উভয়ের মিলনে উভয়ে বন্ধুত্ব পাশে আবদ্ধ হন।

শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনী (শ্রীমৃনালকান্তি ঘোষ) দ্বিতীয় সংস্করণের পদকর্ত্তাগণের জীবনী প্রসঙ্গে বর্নন—(১৫৭ পৃঃ) "মাসিক শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সপ্তম বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কোন অজ্ঞাত নামা লেখক একটি পদাংশ প্রকাশ করেন। তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলী কাল এবং রচিত পদের সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করা হইয়াছে যথা—

বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবান। নবহু নবহু রস গীত পরিমাণ ॥
পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে নিয়া। আদি বিশেষ রস চণ্ডীদাস কিবা ॥

অর্থ্যাৎ ১৩৫৫ শকে পদগুলি রচনা শেষ হইল এবং সমুদয় পদের সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র

চণ্ডীদাস বৃদ্ধবয়সে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। তথায়— এখন ও তাঁহার সমাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলী গ্রন্থের ভূমিকায় এবং সাহিত্য পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরুর ভূমিকায় চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা রহিয়াছে।

কবি চন্ডীদাস ১৪৭৭ খৃঃ ৬০ বৎসর বয়সে অন্তর্দ্ধান। তাঁহার রহস্য নিয়েও বহু কিংবদন্তী রহিয়াছে। কেহ বলেন শেষ বয়সে বৃন্দাবনে গিয়া অপ্রকট হন। বৃন্দাবনের কেশীঘাটে তাঁর সমাধি বিদ্যমান। প্রবাদ আছে নান্নুরের অদূরবর্ত্তী কির্ণাহার গ্রামে রামী সহ কীর্ত্তন কালে মন্দিরের নাটমন্দির ভগ্ন হইয়া তথায় সমাহিত হন। গৌড়েশ্বরের এক মহিষী চন্ডীদাসের কীর্ত্তনের পক্ষপাতিনী ছিলেন এবং গোপনে দু-একবার কীর্ত্তন শুনতে যাওয়ায় নবাব ক্ষুদ্ধ হয়ত কীর্ত্তন কত চন্ডীদাসের উপর কামানের গোলা বর্ষন করেন।

কামানের গোলায় নাটমন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া চন্ডীদাসের দেহাবসান ঘটে। কির্ণাহারের সন্নিহিত নাগড়িহী পল্লীতে চনডীদাসের সমাধি বিদ্যমান।

স্থানীয় প্রবাদ, চণ্ডীদাস বিশালাক্ষ্মী মন্দিরে পূজার্চ্চন কালে মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়ায় দেবমূর্ত্তি সহ চণ্ডীদাস ভগ্নস্তুপের নিম্নে সমাহিত হন। বহুদিন পরে ভগ্নস্তুপ খনন করিয়া দেবমূর্ত্তি উদ্ধার করা হইয়াছে। ফলে চণ্ডীদাসের জন্ম বংশপরিচয় জীবন আলেখ্য ও মৃত্যুর সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

চণ্ডীদাসের জীবন আলেখ্য বিষয়ে 'চণ্ডীদাস' নামক গ্রন্থের শেষাংশে 'চতুর্দ্দশ পদাবলী' নামক পদাবলীতে চণ্ডীদাসের জীবন চরিতের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। স্বামী চণ্ডীদাসের পিরীতির উপলক্ষে সমাজে নানা অপবাদ উঠিয়া সমাজে একঘরা করিলেন। ভ্রাতা নকুল চণ্ডীদাসকে বলিলে চণ্ডীদাস বলিলেন — শুনহে নকুল ভাই।

কুটুম্ব ভোজন, সব তুমি জান, সে সব তোমার ঠাঞি॥
আমার এ চিত্তে, খাইতে শুইতে, কেবল পিরীতি সার।
যা করে পিরীতি, তাহা মোর মতি, আপনে কি বল আর॥
তুমি একজন, বিজ্ঞ মহাজন, সকলে পূজিত বট।
ধোবিণী আশ্রয়, চণ্ডীদাস কহে, কে বলে পিরীতি ছোট॥

নকুল চণ্ডীদাসকে বলিলেন 'ভাই সংসারে প্রিয়জনকে নিয়েই বসবাস করতে হয় নচেৎ নানা বিপত্তি ঘটে। তারপর দুই ভায়ে বহু আলোচনা হল। চণ্ডীদাসের অভিব্যক্তি শুনিয়া নকুল বলিলেন —

শুনিয়া নকুল, হইল আকুল, ভিজিয়া নয়ন জলে।
তোমার চরিত, জগতে পবিত্র, উদ্ধারিবে যেন কুলে॥
তোমার কারণে, সকল চরণে, বসন বান্ধিব গলে।
দুয়ারে দুয়ারে, ফিরি ঘরে ঘরে, কে বা তাহে কিছু বলে॥
যে জন বলিব, সকল শুনিব, আমন্ত্রন আগে করি।
ধোবিণী আবেগে, কহে চণ্ডীদাসে, তোমার গুনেতে মরি॥

নকুল সমাজ বয়কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ সমাজের দ্বারে দ্বারে গেলে তাহা স্বসস্ত মে বলিতে লাগিল, তুমি একজন বিশেষ গণ্য মান্য ব্যাক্তি, তোমার পক্ষে ইহা শোভা পায় না। নকুল ব্রাহ্মণ আমন্ত্রন করিয়া চণ্ডীদাসের সমীপে আসিয়া বলিলেন। আয়োজন সুরু হইল। তারপর দুইজনে বকুল তলাতে গেলেন॥ তথাহি— ১০ পদ

"নকুল সঙ্গেতে, বকুল তলাতে, গমন করিল তায়।
বিরহে দুজনে, বসি একাসনে, কি ধন মাগিছ রায়॥
নকুল বলিছে, কিবা ধন আছে, সে বিনে পিরীতি ধনে।
যে ধন মাগিবে, সে ধন পাইবে, যদি দঢ়াইবে মনে॥"

তথাহি—১৩ পদে

ধোবিণী উঠিয়া, কুলীতে আনিয়া, বকুল তলাতে বসি।
পৃথিবী উপরে, লেখে দ্বিজবরে পিরীতি বলিয়া ফাঁসি॥
জিজ্ঞাসে নকুল, হইয়া আকুল, বসিয়া ধোবিনী পাশে।
বিকল হইয়া, ধোবিনী কান্দিয়া, কেবল নিশ্বাসে ভাসে॥
নকুল পায়েতে, ধরি দুটি হাতে, ধোবিণী কান্দিয়া বলে।
তুমি মহাজন, শুন হে ব্রাহ্মণ, পিরীতির কিবা মূলে॥

এই সকল পদের মাধ্যমে পিরীতিকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছে। এই পিরীতির ঐতিহ্যে চণ্ডীদাসের ভ্রাতা নকুল ব্রাহ্মণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতঃ সবার সঙ্গে মিলন ঘটাইলেন।

তথাহি— ১৫ পদ

পত্র দিয়া গেল, ব্রাহ্মণ বলিল, অন্ন আন চণ্ডীদাস।
তোমার অন্নেতে, বিদিত জগতে, পুরিল সবার আশ॥
দিয়া করতালি, হরি হরি বলি, অন্ন দিল সবার পাতে।

এইভাবে চণ্ডীদাস আত্মীয় স্বজন ও ব্রাহ্মণ সমাজের সংশয় ছেদন করিয়া আপনার দিব্যভাবে বিভাবিত হইলেন।

—০—

লীলাকীর্ত্তনে গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের পুরধা
শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জীবনী-

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নদীয়া লীলার আবাল্য সঙ্গী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশ পরিচয় সম্পর্কে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ১১ তরঙ্গের বর্নন যথা।

ভাগ্যবন্ত নারায়ণ দাসের নন্দন। মুকুন্দ মাধব নরহরি তিনজন ॥
মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর। ° ° °
রঘুনন্দনের পুত্র নাম শ্রীকানাই। অল্প বয়সে সৌন্দর্য্যের সীমা নাই।
তথাহি—ভক্তিরত্নাকরে—১৩ তরঙ্গ
কৈশোরে কানাইর ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়। শ্রীমদন আর বংশী ভক্তি রসময় ॥
তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—৩য় কোরক
জয় জয় শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি। জয় শ্রীরঘুনন্দন কন্দর্প মাধুরী ॥
জয় প্রভু কৃপাময় ঠাকুর কানাঞি। ত্রিভুবনে যার বংশে তুলনা দিতে নাঞি ॥
জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্ব গুণধাম ॥
তাঁর বংশে মোর ইষ্ট ঠাকুর রতিকান্ত।
তথাহি—শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী—৫ কোরক
জয় রতি পতি প্রভু পতিত পাবন। জয় ঠাকুর পুত্র নাম শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যম ঠাকুর পুত্র নাম শ্রীপ্রাণবল্লভ নাম। যাদবেন্দ্র ঠাকুর কনিষ্ঠ অনুপাম ॥
আমার প্রভুর অনুজ ঠাকুর ঘনশ্যাম। তাহার তনয় শ্রীপুরুষোত্তম নাম।

শ্রীখণ্ডবাসী নারায়ণ দাসের তিন পুত্র মুকুন্দ, মাধব, নরহরি। মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন। তাঁহান পুত্র ঠাকুর কানাই। তাঁহার পুত্রদ্বয় বংশী ও মদন। মদনের পাঁচ পুত্র। রতিপতি, ঘনশ্যাম প্রভৃতি। রতিপতির তিন পুত্র—শচীনন্দন, প্রাণবল্লভ, যাদবেন্দ্র ঠাকুর। রতিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘনশ্যামের পুত্র পুরুষোত্তম।

নরহরি সরকার ঠাকুরের পূর্ব্ব বংশ বিবরণ সম্পর্কে বর্ণন যথা—
আচার গুরুভক্তচিত্তো গোবিন্দ পাদার্চ্চন লুপ্ত পাপঃ।
° ° ° °
অপি দীক্ষিত বৈষ্ণব মন্ত্রেন পন্থ ঠকুরঃ।
বিপ্রদি সকলান্ বর্ণান্ লোকনুগ্রহ তৎপরঃ। (সঃ পঞ্জিকা)

পদ্মদাস শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ সেবা স্থাপন করেন। পদ্মদাসের দুই পুত্র নীলকণ্ঠ ও দেবলী দাস (বল্লাল সেনের সমসাময়িক)

দেবলীদাস-শূলপণি- ডোমন-হরি-ঈশান-নায়ক-বামন কার্ত্তিকের পুত্র নারায়ণ, তৎপুত্রই নরহরি সরকার ঠাকুর। ব্রজলীলার মধুমতী সখীই শ্রীখণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর নামে আবির্ভূত হন।

তহাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ে

বৃন্দাবনে প্রাণসখী নাম মধুমতী। অষ্ট সখী সঙ্গে বাসন্তী কুঞ্জে স্থিতি ॥
নীলবস্ত্র পরিধান গৌর কলেবর। রাধাকৃষ্ণ অভিমত সেবাতে তৎপর ॥
মধুপান পুষ্প যোগান চামর ব্যাজন। অঙ্গ মার্জ্জনাদি আর পাদ সম্বাহন ॥
সখী দূতী দাসী এই তিন অভিমান। গান্ধর্ব্বার অনুগাহন যূথের প্রবীন ॥
অষ্টকুঞ্জ মধ্যে কোণে উপকুঞ্জ হয়। প্রিয়সখী প্রাণসখী পৃথক আশ্রয় ॥

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপোক্তং :—

শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধা ঘনশ্যাময়ো।
রসোল্লাস রসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা ॥
সোহয়ং শ্রীসরকার ঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনাং প্রেমদঃ।
প্রেমানন্দ মহোদধি বিজয়তে শ্রীখণ্ডভূখণ্ডকে ॥

চৈতন্যের সঙ্গে প্রকট নরহরি দাস। তাহার সঙ্গে সখীগণ রহে আশপাশ ॥

নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসহ নদীয়া লীলায় সংকীর্ত্তন বিলাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব। এতদ্বিষয়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য শ্রীশেখর রায়ের বর্ণন যথা---

রঘুনন্দনের পিতা, মুকুন্দ যাহার ভ্রাতা, নাম তার নরহরি দাস।
রাঢ় বঙ্গে সুপ্রচার, পদবীতে সরকার, শ্রীখণ্ড গ্রামেতে বসবাস ॥
গৌরাঙ্গের জন্মের আগে, বিবিধ রাগিণী রাগে, ব্রজরস করিলেন গান।
হেন নরহরি সঙ্গ, পাত্রতা পহুঁ শ্রীগৌরাঙ্গ, বড় সুখে জুড়াইলা প্রাণ ॥
পহুঁর দক্ষিণে থাকি, চামর ঢুলায় সখী, মধুমতী রূপে নরহরি।
পাপিয়া শেখর কয়, তার পদে মতি রয়, এই ভিক্ষা দেও গৌরহরি ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর প্রতি বৎসর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সঙ্গে নীলাচলে

গমন করিয়া রথাগ্রে কীর্ত্তনাদি করতঃ চতুর্ম্মাস্য প্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। একদা প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীখণ্ডে গমন করিলে মধুবৎ জল পান করাইয়া ছিলেন। এ বিষয়ে পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের বর্ণন যথা —

এত শুনি নরহরি, নিকটে ডেঞ্জল ভরি, সেই জল ভাজনে ভরিয়া॥
আনিয়া ধরিল আগে, যন্থ স্নিগ্ধ মিষ্ট লাগে, গণসহ খায় নিত্যানন্দ।
যত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ॥
মধুমতী মধুদান, সপার্ষদে করি পান, উনমত অবধূত রায়।
হাসে কান্দে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, উদ্ধব দাস রস গায়॥

প্রভু নিত্যানন্দকে যে পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া পান করিতে দিয়াছিলেন সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি মধু পুষ্করিণী নামে বিদ্যমান, শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের পুর্ব্বে পঞ্চম বর্ষীয় বালক শ্রীনিবাস আচার্য্য গঙ্গা স্নান উপলক্ষ্যে শ্রীখণ্ডে আসিয়া শ্রীনরহরি সরকার ঠ্যকুর সহিত মিলিত হয়। তাঁহার নির্দ্দেশ মত শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নের জন্য নীলাচলে গমন করেন এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহারই নির্দ্দেশে বৃন্দাবন গমন করেন। নরহরি ঠাকুর শ্রীগৌর অন্তর্দ্ধানের পর বহুকাল প্রকট ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া গৌড়দেশে আসিলে সে সময়ও নরহরি ঠাকুর প্রকট ছিলেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশে শ্রীনিবাস আচার্য্য দ্বার পরিগ্রহ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য বৃন্দাবনে গমন করিলে, নরহরি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করেন। কার্ত্তিক মাসে গদাধর দাস অন্তর্দ্ধান করিলে বিরহে মৌন ব্রত ধারন করতঃ অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে নরহরি ঠাকুর অন্তর্দ্ধান করেন।

তথাহি—ভক্তিরত্নাকর—৯ তরঙ্গ

অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী সর্ব্বোপরি। যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি॥

শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রকট শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র প্রভু বীরচন্দ্র উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ প্রভুত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়া এক অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন। অদ্যাপি শ্রীখণ্ডে উক্ত অনুষ্ঠান মহাসমারোহে

ষ্ঠিত হয়। শ্রীনরহরি ঠাকুরের সময়েই শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। নরহরি ঠাকুরের শিষ্য কুলাইবাসী যাদব কবিরাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে নিম্বকাষ্ঠের দ্বারা তিনমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ নির্ম্মান করিয়া নরহরি ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয় —

কুলাই গ্রামেতে ছিলা যাদব কবিরাজ। দৈত্যারি কংসারি ঘোষ কায়স্থ এ সব॥
মহাপ্রভুর সেবা করি মানস করিলা। স্বপ্ন যোগে মহাপ্রভু তারে আজ্ঞা দিলা॥
এক নিম্ব বৃক্ষে বিগ্রহ করহ নির্ম্মান। মনুষ্যরূপে বিশ্বকর্ম্মা করিবে বিধান॥
ছোট বড় মধ্যম তিন ঠাকুর বানাইয়া। সেইকালে সরকারে বিগ্রহ সমর্পিলা॥
ছোট ঠাকুর আনিলেন খণ্ডের বাড়ীতে। মধ্যম পাঠাইলা গঙ্গানগর সেবাতে॥
বড় ঠাকুর বড় রূপ কাঁহা নাহি যায়। যার আকর্ষণে তিন ভুবনে ভুলায়॥

অদ্যাপি শ্রীপাট শ্রীখণ্ডে শ্রীগৌর গোপীনাথ বিরাজমান।

—০—

প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগনের পরিচয়

অ—

অকিঞ্চন দাস—অকিঞ্চন দাসের নাম শ্রীনরহরি দাসের নামামৃত সমুদ্র গ্রন্থের বর্ণনে পাওয়া যায়।

"অকিঞ্চন দাস! কৃপা করহ অশেষ। দেখি যেন শ্রীগৌরচন্দ্রের ভাবাবেশ ॥"

অকিঞ্চন দাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে শ্রীজগন্নাথ বল্লভ নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। অকিঞ্চন দাসের ভনিতা যুক্ত গৌর ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদ পাওয়া যায়।

অভিরাম দাস—ইনি পাট পর্য্যটন ও অভিরাম ঠাকুরের শাখা নির্ণয় ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন অভিরাম শাখা নির্ণয় তাঁর গুরু পরিচয় যথা—

"শ্রীরত্নেশ্বর পাদপদ্ম করি ধ্যান। সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম" ॥

শ্রীখণ্ডবাসী রাম গোপাল দাস ১৫৯৭ শকাব্দে শ্রীপাট নির্ণয় গ্রন্থ রচনা করিলে তাহা দেখিয়া চুম্বক সহ গ্রহন করতঃ পাট পর্য্যটন রচনা করেন।

"পাট নির্ণয় গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার ॥
পাট পর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস তাহা গ্রথিত করিল ॥"

পদমেরু ও পদরত্নাকর গ্রন্থে দ্বিজ অভিরাম ও অভিরাম দাস ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

গোবিন্দ বিজয় ও কৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থের রচয়িতা—
গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান (১১৫০ পৃষ্ঠা)

অনন্ত দাস—অনন্ত দাস বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের লেখক। পদকল্পতরু গ্রন্থে অনন্ত, অনন্ত দাস, অনন্ত আচার্য্য, অনন্ত রায় ভণিতা যুক্ত কতিপয় পদ দেখা যায়। সমস্ত পদগুলি গৌর নিত্যানন্দ মহিমা মূলক। তবে ইহাদের বিশেষ কোন পরিচিতি পাওয়া যায় না। চৈতন্য চরিতামৃতে অদ্বৈত শাখায় অনন্ত দাস বিষয়ক বর্ণন—

"অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ
অনন্ত আচার্য্য বিষয়ক—অদ্বৈত শাখায়
"চক্রপানি আচার্য্য আর অনন্ত আচার্য্য
অনন্ত আচার্য্য বিষয়ক— গদাধর শাখায়
"অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন ॥"

শ্রীযদুনাথ দাস কৃত শ্রীগদাধর শাখা নির্ণয়ে ৩ জন অনন্ত আচার্য্যের নাম পাওয় যায়। পদাবলী রচনা কাহার তাহা সুযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রভুণ্খ্যামানন্দের শিষ্য দামোদরের শিষ্য এক অনন্ত রায় পাওয়া যায়।

আত্মারাম দাস—আত্মারাম দাস প্রভুনিত্যানন্দের শিষ্য। শ্রীখণ্ডে তাঁহার শ্রীপাট। প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পিতা। তাঁহার স্ত্রীর নাম সৌদামিনী।

প্রেমবিলাস—২০ বিলাস

"মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস। অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥" পদকল্পতরু ও ক্ষণদাগীতচিন্তামণি গ্রন্থে আত্মারাম দাস ভণিতাযুক্ত পদ রহিয়াছে। পদ দুইটি নিত্যানন্দ মহিমা মূলক। একটি শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক প্রার্থনা পদ। কর্ণপুর কবিরাজ কৃত শ্রীনিবাসাচার্য্য গুণলেশ সূচকের ৮৬ শ্লোকে আত্মা দাসের নাম পাওয়া যায়। শ্রীনিবাসাচার্য্যের তিন জন আত্মারাম দাস শিষ্য ছিলেন। কে পদ কর্ত্তা তাহা বিচার্য্য।

আনন্দ চাঁদ—পদকল্পতরু গ্রন্থে আনন্দ চাঁদ ও আনন্দ দাস ভণিতা যুক্ত পদ রহিয়াছে। আনন্দ দাস শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের পঞ্চম অধস্তন। ইনি জগদীশ পণ্ডিতের অনুশিষ্য ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে 'জগদীশ চরিত্র বিজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আনন্দচাঁদ, আনন্দ দাস, উভয়ে এক কিনা বিচার্য্য। পদকল্পতরু গ্রন্থে আনন্দ চাঁদ, আনন্দ দাস ও আনন্দ ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

আগর ওয়ালি—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ব্রজ ভাষায় পদাবলী রচয়িতা। পদকল্পতরু ২০৩৪ সংখক পদটি ইহার রচনা— দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে ইত্যাদি (বৈষ্ণব জীবন)।

উ—

উদ্ধব দাস—মুর্শিদাবাদ জেলায় টেঁয়া গ্রামে খৃঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম হয়। ইহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি মালীহাটির শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশীয় শ্রীরাধামোহন ঠাকুর শিষ্যও পদকল্পতরু সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের (বৈষ্ণব দাস) বন্ধু ছিলেন। বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষায় বহু

পদ রচনা করেন। (বৈষ্ণব জীবন)। কৃষ্ণ কান্ত ভণিতা যুক্ত ও বহু পদ পাওয়া যায়। মহাপ্রভু, নরহরি, অভিরাম, বৃন্দাবন দাস, শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণ দাস, কবিরাজ, কবি কর্ণপুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির সূচক রচনা করেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তমে পার্ষদ বর্গের মহিমা বর্ণন যথা—
"শ্রীরাধা মোহন পদ, যার ধন সম্পদ, নাম গায় উদ্ধব দাস।" গদাধর শাখায় আর এক উদ্ধব দাসের নাম পাওয়া যায়। তাহার পদাবলী সাহিত্যে অবদান আছে কিনা জানা যায় না

উদয় আদিত্য—উদয় আদিত্যের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে উদয় আদিত্য ভণিতাযুক্ত আক্ষেপানুরাগের একটি পদ পাওয়া যায়।

ক—

কবিরঞ্জন—কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের বৈদ্যকুলে আবির্ভূত হন। তিনি শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন।

তথাহি—শ্রীরঘুনন্দন শাখা নির্ণয়েঃ—

কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিলা খণ্ডবাসী। যাঁহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়। প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দঢ়॥
গীতেষ বিদ্যাপতি বদ বিলাসঃ। শ্লোকেষ্ সাক্ষাৎ কবি কালিদাসঃ॥
রূপেষু নির্ভৎসিত পঞ্চবানঃ। শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব কলানিধানঃ॥
ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেযাতি। যাহার কবিতা গানে ঘুচায় দুর্গতি॥

পদকল্পতরু, রাধাকৃষ্ণ রস কল্পবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থে কবিরঞ্জন ভনিতা যুক্ত বহু পদ উল্লেখ রহিয়াছে।

কবিকণ্ঠহার—কবিকণ্ঠহারের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। পদরত্নাকর গ্রন্থের কয়েকটি কবিকণ্ঠহার ভনিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

কমলাকান্ত দাস—১২২৩ বঙ্গাব্দে "পদরত্নাকর" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাতে ৪৩ তরঙ্গে ১৩৫৮টি পদ সমাহৃত হইয়াছে (বৈষ্ণব জীবন)।

কানাই খুটিয়া—কানাই খুটিয়া উড়িষ্যাবাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবক। জন্মাষ্টমী দিনে মহাপ্রভু নন্দোৎসব করিলে কানাই খুটিয়া নন্দবেশ ধারন করতঃ নৃত্য করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্যে ১৫ পরিচ্ছেদ

কানাই খুটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি।

তাঁহার বংশ পরিচয় সম্পর্কে বৈষ্ণব বন্দনা বাক্য যথা—

"কানাই খুটিয়া বন্দো বিশ্ব পরিচার। জগন্নাথ বলরাম দুই পুত্র যার॥
বন্দো উড়িয়া বলরাম দাস মহাশয়। জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বন্দো সঙ্গীত পণ্ডিত। যার গান রসে জগন্নাথ বিমোহিত॥
কানাই খুটিয়া ভনিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

কান্ত—কান্ত ভনিতা যুক্ত দুইটি পদ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহার পরিচিতি বিষয়ক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

কানুরাম দাস—কানুরাম দাস শ্রীনিত্যানন্দ পার্ষদ ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশধর। ধনঞ্জয় পণ্ডিতের পুত্র যদু চৈতন্য ঠাকুর। তার চার পুত্র জয়রাম, রামকানাই পরশুরাম, গঙ্গারাম। রামকানাই কানুরাম নামে প্রসিদ্ধ। জলুন্দী গ্রামে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি জলুন্দী পাটে ধনঞ্জয় পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীরাধাবিনোদ সেবা স্থাপন প্রসঙ্গকে সূচকাকারে বর্ণন করেন।

তথাহি—সূচকে

কাঙ্গাল ভোগের সেবা শুন বাছাধন। জলুন্দীতে বিনোদ সেবা গায় সর্ব্বজন॥
পণ্ডিত ঠাকুরের আজ্ঞা পাইয়া চৈতন্য। কানুরাম গুন গায় নিজে মানি ধন্য॥
বৈষ্ণব সাহিত্যে আর এক কানুরাম দাসের নাম দেখা যায়। তিনি শ্রীনিবাসাচার্য্য কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—২ নির্য্যাস

"কানুরাম চক্রবর্ত্তী সেবক তাহার॥"

পদকল্পতরু গ্রন্থে কানুরাম কানুদাস ভনিতা যুক্ত পদাবলী দেখা যায়। কানু দাস, কানুরাম দাস এক কিনা বলা সুকঠিন। পদকল্পতরু গ্রন্থে কানুরাম দাস কৃত পদগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক আর কানুদাস কৃত পদগুলি গৌরনিত্যানন্দ

মহিমা বিষয়ক। অবশ্য একই পদকর্ত্তার গৌর-কৃষ্ণ উভয় বিষয়ক পদ পরিদৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব জীবন গ্রন্থে পদকর্ত্তা হিসাবে দুই কানুদাসের উল্লেখ রহিয়াছে।

১। রসিক মঙ্গল গ্রন্থ মতে রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য। মেদিনীপুরের ধারেন্দা গ্রামবাসী পদাবলী রচনা করিয়াছেন।

২। সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ঔরসে জাহ্নবাদেবীর গর্ভে কানু ঠাকুরের জন্ম হয়। শ্রীপাট সুখ সাগরে সদ্যজাত শিশু রাখিয়া জাহ্নবা দেবী অন্তর্দ্ধান করিলে দ্বাদশদিনের শিশু লইয়া প্রভু নিত্যানন্দ খড়দহে আগমন করেন। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবাদেবী তাহাকে পালন করেন। পুরুষোত্তমের পত্নীর সঙ্গে নিত্যানন্দ পত্নীর সখীভাব ছিল। কানু ঠাকুরের জন্ম সম্পর্কে এক রহস্য রহিয়াছে। একদা সুখসাগরে মৃত্তিকা খনন কালে কুম্ভকারগণ ভূগর্ভে এক সাধুর দর্শন পান। কোদালি তাহার স্কন্ধে লাগিয়া ছিল। ব্রজের উজ্জ্বল সখা এইস্থানে ভূগর্ভস্থ ছিলেন। কুম্ভকারগণ কর্ত্তৃক উত্থিত হইলে বাহ্যজ্ঞান হওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্বেগ হইল। তিনি খাদ্য গ্রহনের জন্য পুরুষোত্তম পণ্ডিতের গৃহে উপনীত হইলেন। পুরুষোত্তমের পত্নী সযতনে তাহাকে ভক্ষ্য প্রদান করিয়া পুত্ররূপ পরিগ্রহে তাহার ভবনে রহিতে বলিলেন। তখন তাহার কোন সন্তান ছিল না। সাধুবর বলিলেন, এদেহে থাকা সম্ভব নয়। আমি পুত্ররূপে তোমার গর্ভে জন্মগ্রহন করিব। চিহ্ন স্বরূপ স্কন্ধে কোদালীর দাগ দেখিতে পাইবে। তবে এবাক্য কাহাকেও বলিলে তখনই তোমার মৃত্যু ঘটিবে। তারপর কতদিন গত হইবার পর সেই সাধুবর পুত্ররূপে ভুমিষ্ঠ হইলে মাতা অধীর আগ্রহে স্কন্ধের দাগটি নিরক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। ধাত্রী হাস্যের কারন জানিতে চাহিলে তিনি পূর্ব্ব উপাখ্যান বলিলেন। এমনিই তৎক্ষনাৎ তাহার মৃত্যু ঘটিল। সদ্যজাত শিশুকে লইয়া পুরুষোত্তম মহাবিপাকে পড়িলেন। তখন ইষ্টদেব নিত্যানন্দ রামকে আকুল পানে স্মরন করিতেই প্রভু আসিয়া সেই পুত্রের পালনের ভার গ্রহন করিলেন। জাহ্নবার স্নেহে কানুঠাকুর বর্দ্ধিষ্ট হইতে লাগিলেন। কতদিন পরে জাহ্নবা সহ বৃন্দাবনে গমন করিয়া বংশীনাদ করেন। নৃত্যকালে তাহার দক্ষিন চরণের নুপুর খসিয়া যায়। বাহ্যস্মৃতি হইলে নুপুর না পাওয়ায় বলিলেন, এই নুপুর যেস্থানে পতিত হইয়া তথায় শ্রীপাট স্থাপন করিব।

সেই খুপুর যশোহরের বোধখানায় পতিত হইয়াছিল। ঠাকুর কানাই বৃন্দাবন হইতে বোধখানায় আসিয়া শ্রীপাট স্থাপন করেন। কতক কাল অবস্থানের পর স্ত্রীপুত্র পরিজনের অজ্ঞাতে কয়েক মূর্ত্তি শালগ্রাম শিলালইয়া তিনি সন্ন্যাসীরবেশে মেদিনীপুরের গড়বেতা নামক স্থানে অবস্থান করেন। একদা শিলাবতী স্নানকালে একমৃত বিপ্রসুতকে পাইয়া তাহাকে প্রানদান করতঃ রামচন্দ্র নাম রাখেন। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর অন্তর্দ্ধান হন। অদ্যাপি গড়বেতায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান। পদাবলী রচনায় ইহার কৃতিত্ব রহিয়াছে।

কামদেব দাস—বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই কামদেবের নাম পাওয়া যায়। এক কামদেব পণ্ডিত অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। ২য় কামদেব মণ্ডল শ্রীনিবাস আচার্য্য

তথাহি—কর্ণানন্দ—১ নির্য্যাস

"তবে প্রভু কামদেব মণ্ডলে কৃপা কৈল॥

নিগূঢ় তাঁহার ভাব কে কহিতে পারে। রাধাকৃষ্ণ লীলা স্ফুরে যাহার অন্তরে॥

তাঁহার দুই পুত্র রাধাবল্লভ দাস ও রমন দাস।

শ্রীরাধাবল্লভ দাস রমন দাস মহাশয়। কামদেব মণ্ডলের যুগল তনয়॥

কামদেব দাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

কিশোরী দাস—পদরত্নাকরাদি গ্রন্থে কিশোরী দাস ও কিশোর দাস ভণিতা যুক্ত পদ পাওয়া যায়।

কিশোরী দাস প্রভু শ্যামানন্দের শিষ্য। পিতা রসময়, খুল্লতাত বংশী ও মথুরা দাস। রসিক মঙ্গল প্রণেতা শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস কিশোরী দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

কুমুদানন্দ—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—১

কুমুদানন্দ ঠাকুরে প্রভু দয়া কৈল॥ প্রভু কৃপা পাইয়া যিঁহো কৃতার্থ হৈল॥

কুমুদানন্দ ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

কৃষ্ণকান্ত—পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসের নামান্তর (উদ্ধব দাস দ্রঃ) পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণকান্ত ভণিতা যুক্ত পদাবলীর উল্লেখ রহিয়াছে।

কৃষ্ণ দাস—পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণদাস নামে বহু পদ রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ মধ্যে বহু কৃষ্ণদাস রহিয়াছেন। লেখক হিসাবেও কয়েক জন আছেন। কোন পদটি কাহার বুঝা অসম্ভব ব্যাপার।

১। লেখক হিসাবে সর্ব্বজনাদৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামী। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কাটোয়ার নিকট ঝামটপুরে তাঁহার শ্রীপাট। তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। (গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের বর্ণনে তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস ১৪২৮ শকাব্দে কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। কৃষ্ণদাসের ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি দেহ রক্ষা করেন। এজন্য দুই ভ্রাতা পিতৃস্বসার গৃহে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল হইতেই ইহার প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়। এজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতার হস্তে সমুদয় বিষয় অর্পন করতঃ হরিনামে উন্মত্ত হয়েন। পরে বৃন্দাবনে গমন করেন।) এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আনুগত্যে রাধাকুণ্ডে অবস্থান করেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে শ্রীগোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচনা করায় তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও কাব্য প্রতিভার বিশেষ প্রকাশ পায়। তখন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ তাহাকে মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণনের জন্য অনুরোধ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৮পরিচ্ছেদ

"আর যত বৃন্দাবনে বৈসে ভক্তগণ। শেষলীলা শুনিতে সবার হৈল মন॥
মোরে আজ্ঞা করিল সবে করুণা করিয়া। তাঁ সবার বোলে লিখি নিলর্জ্জ হইয়া॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সূত্র, স্বরূপ দামোদরের কড়চা ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীমুখে মহাপ্রভুর শেষলীলা শ্রবন করিয়া ১৫০৩ শকাব্দে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" নামক গ্রন্থখানি রচনা করেন। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরীর সংবাদে দুঃখে রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দেন। পরে দাস গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর অপ্রকট হন।

২। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। ইনি বিশ্বনাথ কৃত চমৎকার চন্দ্রিকা, মাধুর্য্য কাদম্বিণী, রাগ বর্ত্ম চন্দ্রিকা ভাগবতামৃত কণা, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বিন্দু উজ্জ্বলের কিরণ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। তাহার বিশেষ কোন

পরিচিতি পাওয়া যায় না। তবে তিনি বৈরাগ্য লইয়া রাধাকুণ্ডে বাস করিয়া ছিলেন ও কানুদাসের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। তাহা চমৎকার চন্দ্রিকার তৃতীয় কুতূহলে বর্ণন করিয়াছেন।

"রাধাকুণ্ডে দিল বাস, তাহে নাহি বিশোয়াস, মন সদা দুষ্ট পথে ধায়॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, তাঁর কৃপা বলে স্ফূর্ত্তি, এ লীলা বর্ণনে হৈল আশ॥

কানুদাস সঙ্গ পায়া, সাহসে পূরিল হিয়া, কহে দীন হীন কৃষ্ণদাস॥

৩। কৃষ্ণদাস শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শাখাভুক্ত। নামান্তর লালদাস। তিনি নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি উপাসনাচন্দ্রামৃত নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে গুর্ব্বাদি বন্দনে নিজগুরু পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"শ্রীগোপালভট্ট শিষ্যাচার্য্য শ্রীনিবাস। ০ ০ ০ ০ ০

তাঁর প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী। বোরাকুলি গ্রাম পাট যাহার বসতি॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

গৌরাঙ্গ বল্লভাদেবী ঘরণী তাহার। ঠাকুরাণী মহাশয়া বলি খ্যাতি যার॥

পরাপর গুরু তেঁহ কৃপার আলয়। ভূমেতে পড়িয়া বন্দো তাঁর পদদ্বয়॥

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ঠাকুর কিশোরী। তাহার ঘরণী নাম শ্রীমতী মঞ্জরী॥

অতএব ছোট মাতা বলি তার নাম। আমার পরমগুরু করুণা নিদান॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

শ্রী গুরু চরণে ক'র অসংখ্য প্রণতি। শ্রীযুত ঠাকুর নয়নানন্দ চক্রবর্ত্তী॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণদাস, দীন কৃষ্ণদাস, ও দুঃখী কৃষ্ণদাস ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায় দুঃখী কৃষ্ণদাস প্রভু শ্যামানন্দের প্রথম জীবনের নাম। ফলে 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতাযুক্ত পদগুলি প্রভু শ্যামানন্দের কিনা বিচার্য্য। শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিতের ছোট ভাই কৃষ্ণদাসের পদাবলী রহিয়াছে। 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' গ্রন্থ প্রণেতা ও একজন কৃষ্ণদাস রহিয়াছেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ কৃষ্ণপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র গীতগোবিন্দের পুত্র ও শিষ্য।

তথাহি—কর্ণানন্দ—২ নির্য্যাস

শ্রীগতি প্রভুর শিষ্য প্রধান তনয়। শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ ঠাকুর গম্ভীর হৃদয়॥
শ্রীসুন্দরানন্দ আর শ্রীহরি ঠাকুর। তিন পুত্র শিষ্য তাঁর তিন ভক্ত শূর॥

ইনি একজন পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু গ্রন্থে কৃষ্ণপ্রসাদ ভণিতা যুক্ত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

কেশব ভারতি—শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গুরু। কাটোয়ায় তাঁহার শ্রীপাট। তিনি পূর্ব্ব অবতারে সান্দীপনি মুনি ছিলেন। তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন—

"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকালীনাথ আচার্য্য।
কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্ব্বগুনে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হয়া করিলা সন্ন্যাস।
কেশব ভারতী নামে জগতে প্রকাশ॥

পদকল্পতরু গ্রন্থে কেশব ভারতী ভণিতা যুক্ত পদ দেখা যায়।

শ্রীগদাধর ভট্ট—শ্রীগদাধর ভট্ট 'মোহিণী বাণী' গ্রন্থের রচয়িতা। ভক্তমালে ইহার ইতিবৃত্ত বর্ণিত রহিয়াছে। কথিত আছে শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার পদ রচনা শুনিয়া অধির আগ্রহে পত্র লিখিয়া দুইজন লোককে তাঁহার সমীপে পাঠাইলেন। পত্রের শ্লোক এই—

"অনারাধ্য রাধাপদাম্ভোজরেনুমনাশ্রিত্য বৃন্দাটবীং তৎপদাঙ্কাম,।
অসম্ভাষ্য তদ্ভাবগম্ভীর চিত্তান্ কুতঃ শ্যামসিন্ধোঃ রসস্যাবগাহঃ॥"

পত্রবাহকদ্বয় গদাধর ভট্টের গ্রামে পৌছিয়া তাঁহার সমীপে তাঁহার বাড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি প্রাতঃকৃত্যে ব্রতী ছিলেন। গদাধর ভট্ট আগত ব্যাক্তিদ্বয়ের বাস বৃন্দাবন নাম শ্রবন মাত্রেই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে পত্রবাহকদ্বয় তাহার নাম গদাধর ভট্ট জানিতে পারিয়া তাহার হস্তে পত্র প্রদান করেন। পত্র পাঠ মহানন্দে গদাধর ভট্ট তৎক্ষণাৎ বৃন্দাবনে যাত্রা করি.। শ্রীজীব গোস্বামীর সহিত মিলন করিলেন এবং রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর চরণে আত্ম সমর্পন করিলেন। কুসুম সরোবর বাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণদাসজি মহারাজ কর্তৃক প্রকাশিত ".মাহিনীবানী" তে পদগুলি এইভাবে সজ্জিত হইয়াছে। যোগপীঠ, উপদেশ, বিনয়, ব্রজজন সম্বন্ধে, বধাই জন্মলীলা নাম মাহাত্ম্য, যমুনা, বংশী, স্মরণ, বন্দনা, অনুরাগ,

রূপ মাধুরী, শ্রীরাধাবদন শোভা, মান, দান, রাস, বিবাহ, ভোজন, বসন্ত, শ্রীমহাপ্রভুর হোরীলীলা, শ্রীরাধা গোবিন্দের হোরী, বর্ষা ঝুলন, ইত্যাদি বিষয়ক পদাবলী।

শ্রীজীব গোস্বামীর আস্বাদিত পদ।—

"সখী হো শ্যামরঙ্গ রঙ্গী। দেখি বিকাই গয়ী বহ মূরতি সুরতি মাহিঁ পগী॥

সঙ্গহুতো অপনো সপনো সো সোজ রহীরস খোঙ্গ।
জাগেহু আগে দৃষ্টি পরৈ সখি, নেকু নন্যারী হোঙ্গ॥
একজু মেরী আঁখিয়নি সে নিসিদ্যোস রহ্যো করি মৌন।
গাই চরাবন জাত সুন্যো সখি, সোধৌ কন্হৈয়া কৌন॥
কাসো কহৌঁ কৌন পতি যাবৈ কৌন করে বকবাদ।
কেসে কৈ কহি জাত গদাধর, গূঁগে কো গুরুস্বাদ॥"

গদাধর দাস—ইনি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতার নাম কমলা কান্ত দাস। গদাধরের অপর ভ্রাতার নাম কৃষ্ণদাস। কমলাকান্ত দাস পুরীধামে বাস করিয়াছিলেন গদাধর দাসও ঐস্থ নে থাকিতেন (১৭৭০ শকাব্দে) পুরী জেলার মাখনপুর গ্রামে "পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য" (পরে ঐ গ্রন্থের নাম জগৎ মঙ্গল হয়) রচনা করেন। গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথমেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বন্দনা করিয়াছেন সুতরাং অনুমিত হয় যে গদাধর দাস গৌরভক্ত ছিলেন। ইহাঁর নিবাস অগ্রদ্বীপের সমীপে ইন্দ্রাণী গ্রামের নিকট গান সিংহ গ্রামে।

"ভাগীরথী তটে বাড়ী ইন্দ্রায়নি নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গনিসিংহ গ্রাম॥
অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ রায় পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥

জগৎ মঙ্গলের প্রথমেই গৌর অবতারের পৌরানিক প্রমান সংগ্রহ ও তাহার অনুবাদ করিয়া জগতের মঙ্গল করিয়াছেন। শেষে আছে—

শ্রীচৈতন্য অবতার কথা পুরাতন। ভক্তিভাব কার ইহা শুনে যেই জন॥
কোটি কোটি জন্ম পাপ ততক্ষণে দহে। অভক্ত যত তার নিকটে না রহে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তাঁরে দেন প্রেমদান। তুলনায় নাহিক দিতে তাঁহার সমান॥

সাদরে শুনহ নর হেলা না করিহ। ভবসিন্ধু তরিবারে তরণী বান্ধহ॥
বায়ু পুরানের কথা শুনহ শ্রবনে। চৈতন্য চরিত দীন গদাধর ভনে॥

গতি গোবিন্দ—গতি গোবিন্দ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। বৃন্দাবন আচার্য্য, রাধাকৃষ্ণ আচার্য্য ও গতি গোবিন্দ এই তিন পুত্র ও কন্যা হেমলতা ঠাকুরানী, কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী, কাঞ্চনলতিকা ঠাকুরানী এই তিন কন্যা। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্রের পরে গতি গোবিন্দের জন্ম হয়। একদা বিষ্ণুপুরে প্রভুর বীরচন্দ্র উপনীত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্রের বিয়োগ বিরহাক্রান্ত হইয়া প্রভুর সেবারক্ষায় এক পুত্র কামনায় প্রভুর পদে নিবেদন করেন।

তথাহি—শ্রীনিত্যানন্দ বংশ বিস্তার।—৯ম স্তবকে,—

"এক খঞ্জ অন্ধ কিংবা দেন মোরে। স্থাপন করি যে তবে সেবা করিবারে॥
আমি কৈনু অবশ্য সন্তান হবে তোর। তোমার পত্নীরে আন বিদ্যমান মোর॥
তবে তার পত্নী আসি প্রণমিল মোরে। চর্ব্বিত তাম্বুল ধর বলিনু তাহারে॥
তবে মহাভক্তি করি হস্ত যে পাতিল। অধর তাম্বুল আনি তার হস্তে দিল॥
কৃতার্থ মানিয়া সেই খাইল অধরামৃত। আমার প্রসাদে গর্ত্ত হইলা ত্বরিত॥
তাহাতে জন্মিল এই তাহার সন্তান। মোর অনুগ্রহ পাত্র কহিনু বিধান॥

এইভাবে গতি গোবিন্দের জন্ম হয়। কতদিন পরে প্রভু বীরচন্দ্র প্রেম প্রচার কার্য্যে রাঢ়দেশ ভ্রমন করিয়া এক চাক্রায় গমন পথে গঙ্গাতীরে গতিগোবিন্দের সহিত মিলন হয়। গতি গোবিন্দ সমাদরে প্রভুকে স্বভবনে আনিলেন। তখন গতি গোবিন্দের বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ। সে সময় প্রভু বীরচন্দ্রের আদেশে তৎপিতা শ্রীনিবাস আচার্য্য তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন শ্রীজাহ্নবা তত্ত্ব মর্ম্মার্থ গ্রন্থে শ্রীজাহ্নবা দেবীর ও বীররত্নাবলী গ্রন্থে বীরচন্দ্র প্রভু মহিমা বর্ণন করেন। পদকল্পতরু গ্রন্থে গতি গোবিন্দ নামে নিত্যানন্দ মহিমা মূলক পদ দৃষ্ট হয়।

গিরিধর দাস—শ্রীগিরিধর দাস "পরকীয়া রস স্থাপন সিদ্ধান্ত সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। রসকল্পবল্লী গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ রহিয়াছে। রামগোপাল দাসকে রসকল্পবল্লী গ্রন্থ সম্পাদনে যাহারা উপদেশাদি অর্পন করিয়াছিলেন, গিরিধর দাস তার মধ্যে একজন।

তথাহি—রসকল্পবল্লী—৭ম কোরক

"রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মোরে গ্রন্থ পড়াইলা। গিরিধর চক্রবর্ত্তী অনেক কহিলা"

অষ্টরস ব্যাখ্যায় গিরিধর দাসের রচিত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

ক্ষণদা গীত চিন্তামনি গ্রন্থেতে শ্রীগিরিধর দাস বিরচিত পদের উল্লেখ রহিয়াছে। ১৬৫৮ শকাব্দে 'গীত গোবিন্দ' শ্রীদাস গোস্বামী কৃত মনঃশিক্ষা ও স্মরণ মঙ্গল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন।

গোবিন্দ আচার্য্য—শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদি ৮ম পরিঃ—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য ভূগর্ভ গোসাঞি।
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাঞি॥
তাঁর শিষ্য গোবিন্দ পূজক চৈতন্য দাস।
মুকুন্দানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণ দাস॥"

তথাহি—শ্রীশাখা নির্ণয়ঃ—

"বন্দে গোবিন্দমাচার্য্য কৃষ্ণপ্রেম সুধাময়ম্।
গোবিন্দোল্লাস রসিকং মল্লদেশ নিবাসিনম॥
গোবিন্দ আচার্য্যের মল্লদেশে নিবাস ছিল।
তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী রচনা করেন॥"

তথাহি—শ্রীবৈষ্ণব বন্দনা।—

"গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুন শালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের চরিত্র ধামালী॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশ—

"পূর্ব্বেতে বড়াই যেমত করিলা ধামালী।
সেইমত গোবিন্দ আচার্য্যের গীতাবলী॥"

তথাহি—শ্রীচৈতন্য তত্ত্বসার—

পূর্ব্বে যেন বড়াই করিলা ধামালী।
সেইমত গোবিন্দ আচার্য্য গীতাবলী॥"

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—৪১ শ্লোক

পৌর্ণবাসী ব্রজে যাসীদেগাবিন্দানন্দ কারিণী।
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দ গীত পদ্যাদি কারকঃ॥

ব্রজলীলায় অবন্তী নগরবাসী সন্দিপনীর মুনির মাতা পৌর্ণমাসী যিনি ব্রজে বড়াই বলিয়া খ্যাত। তিনি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলাগীত রচনা স্বরতঃ শুক শারীর মাধ্যমে গান করাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখ প্রদান করিতেন। সেই বড়াই গৌরাঙ্গ লীলায় গোবিন্দ আচার্য্য নামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী গ্রন্থের একাদশ কোরকে ধামালী ধৃত পদের উল্লেখ রহিয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। বোরাকুলি গ্রামে তাহার শ্রীপাট। তিনি বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী মহুলা গ্রাম হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করেন। তিনি ভাবুক চক্রবর্ত্তী নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ॥

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১৫ তরঙ্গে

আচার্য্যের অতিপ্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী। গীত-বাদ্য-বিদ্যায় নিপুন, ভক্তিমূর্ত্তি॥
শ্রীগোবিন্দ যৈছে আচার্য্যের শিষ্য হৈলা।
মহুয়া হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা॥

তথাহি—শ্রীকর্ণানন্দে—১ম নির্য্যাস

প্রভু কৃপা হৈল গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নাম।
বাল্যকালেতে যিঁহো ভজন অনুরাগ॥
প্রেমমূর্ত্তি কলেবর বিখ্যাত যার নাম।
ভাবক চক্রবর্ত্তী খ্যাতি বোরাকুলি গ্রাম॥
তাহার ঘরনী সুচরিতা বুদ্ধিমন্তা।
শ্রীঈশ্বরীর কৃপাপাত্রী অতি সুচরিতা॥

০ ০ ০ ০ ০ ০

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজবল্লভ চক্রবর্ত্তী নাম।
তাঁর গুন কি কহিব অতি অনুপাম॥

তাহার চরিত্র কথা না পারি কহিতে। প্রভুপদ বিনা যার অন্য নাহি চিতে ॥
তার দুই পুত্র মাতার সেবক হইলা। রাধাবিনোদ কিশোরী দাস ভক্তি পরা ॥

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর তিন পুত্র—রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ ও কিশোরী দাস, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থের লেখক লালদাস (কৃষ্ণদাস) গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর শাখার শিষ্য। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বোরাকুলি গ্রামে শ্রীরাধাবিনোদের সেবা স্থাপন করেন। ঐ উপলক্ষ্যে যে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে প্রভু বীরচন্দ্রাদি তৎ সাময়িক প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সপার্ষদ শ্রীনিবাস আচার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তম উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সশিষ্যে বুধরি হইতে বোরাকুলি গ্রামে আগমন করতঃ উক্তকার্য্য সমাধান করেন এবং শ্রীবিগ্রহের নাম শ্রীরাধাবিনোদ রাখেন। রসকল্পবল্লীগ্রন্থে শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে পদ দৃষ্ট হয়।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বৈষ্ণবসঙ্গীত লেখকগনের অন্যতম, সঙ্গীত জগতে অফুরন্ত অবদানের জন্য তিনি পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস নামে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীখণ্ড নিবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীচিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও পদকর্ত্তা রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মাতা সুনন্দা, মাতামহ দামোদর মহাকবি, মাতামহী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহ এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য প্রখ্যাত অষ্ট কবিরাজের একজন। মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবান গোলা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী বুধরী গ্রামে তাঁহার শ্রীপট।

তথাহি—শ্রীভক্তিরত্নাকরে—১ম তরঙ্গে।—

"রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর। পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥
° ° ° °
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর। অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি। বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥

শ্রীখণ্ডে মাতামহ ভবনে গোবিন্দ কবিরাজের জন্মহয়। অল্পকালে পিতা পরলোক গমন করেন। মাতামহ শক্তি উপাসক ছিলেন। গোবিন্দ মাতামহ ভবনে পালিত হওয়ায় তিনি ও শক্তি উপাসক হন। শেষে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর করুনায় পরম বৈষ্ণব হন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র অগ্রে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহন করেন

ভ্রাতার অনুরোধ সত্বেও গোবিন্দ স্বমত ছাড়িলেন না। গোবিন্দ ভ্রাতার নির্দ্দেশে বুধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তথায় সহসা গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতপ্রায় হন। সেকালে আকুল প্রানে দেবীর চরণে কাতর আবেদন জানাইলে দেবী তাহাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া গোবিন্দ ভজনের উপদেশ প্রদান করেন। তখন গোবিন্দ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে সংবাদ দিয়া আচার্য্য প্রভুকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করতঃ তাঁহার পদোদক পান করিতেই ব্যাধি মুক্ত হইলেন এবং তাহার সমীপে দীক্ষাদি গ্রহণ করিলেন। তারপর একদিন পদ রচনার জন্য আচার্য্য চরণে নিবেদন করিলেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাস—১৪ বিলাস

এবে সে জানিনু পদ জীবন আমার। আজ্ঞা হয় কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিবার॥
গৌরাঙ্গের লীলা বর্ণি সাধ হয় মনে। সর্ব্বসিদ্ধি পরাৎপর যাহার বর্ণনে॥
প্রভু কহে, যে মাগিলে শুন কহি তায়। কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর আনন্দ হিয়ায়॥
গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়। নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুন চয়॥
স্বচ্ছন্দে বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ লীলা। আনন্দে মগন হৈয়া এই আজ্ঞা দিলা॥

এইভাবে আদেশ পাইয়া গোবিন্দ কবিরাজ সঙ্গীত রচনায় ব্রতী হইলেন। শেখর ভূমির রাজা হরি নারায়ণের আদেশে শ্রীরামচরিত গীত রচনা করেন। এবং ঠাকুর নরোত্তমের ভ্রাতা রাজা সন্তোষ রায়ের আদেশে তিনি সঙ্গীত মাধব নাটক রচনা করেন।

তথাহি শ্রীভক্তি রত্নাকরে ১ তরঙ্গে

হরি নারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা। শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা॥
ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিলা। সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিলা॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কৃপা প্রাপ্তির পর সম্ভবতঃ গোবিন্দ কবিরাজ ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।

তথাহি—প্রেমবিলাস—১৪ বিলাস

এতেক সাধন কৈল কতেক বর্ণন। এই রূপে ছত্রিশ বৎসর করিল যাপন॥

—•—

লীলাকীর্ত্তন গায়কগনের পরিচিতি

প্রভুপাদ রঘুনাথ গোস্বামী এম-এ কীর্ত্তন রত্ন

ঠিকানা— শ্রীরঘুনাথ মন্দির, ১৫০ দক্ষিণ দাড়ী রোড, পোঃ— শ্রীভূমি
কলিকাতা— ৪৮

সংস্থার নাম— নিত্যানন্দ নাম প্রচার সম্প্রদায়।

বয়স - ৩৮

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ =২৫ বৎসর, কীর্ত্তন শিক্ষাপ্রদান স্থান (উপরোক্ত ঠিকানা)





শ্রীতাপস কুমার গোস্বামী

লীলাকীর্ত্তন বিশারদ কীর্ত্তন কলানিধি।

ঠিকানা—

শ্রীপাট হারিট, গ্রাঃ+পোঃ—হারিট

পিন-৭১২৩০৫, জেল-হুগলী।

সংস্থার নাম—

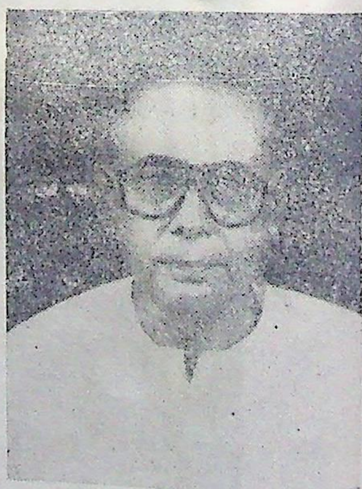
শ্রীরাধা গোপীনাথ লীলা কীর্ত্তন সম্প্রদায়,

বয়স—২৮ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১২ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—

(উপরোক্ত ঠিকানা)



শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র রায়

কীর্ত্তন কলানিধি

ঠিকানা—

হুগলী বালি,

কালিতলা, পোঃ+জেলা—হুগলী

বয়স—৭০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫০ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—

(উপরোক্ত ঠিকানা)

শ্রীতারাপদ কুণ্ডু

ঠিকানা— গ্রাঃ+পোঃ-ছোট সরসা,

জেলা-হুগলী। বয়স—৫৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১০ বৎসর



শ্রীশ্যামসুন্দর মণ্ডল

ঠিকানা—

গ্রাঃ—নায়াবসান,

পোঃ—ডিমারী হাট থানা—তমলুক

জেলা—মেদিনীপুর

সংস্থার নাম—

শ্রীশ্যাম সুন্দর সম্প্রদায়

বয়স—২৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৩ বৎসর

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ

ঠিকানা—

গ্রাঃ—ডহর চাকলই, পোঃ- মহিপালপুর,

জেলা-হুগলী

সংস্থার নাম—

রাধিকা রমন কীর্ত্তন সমাজ

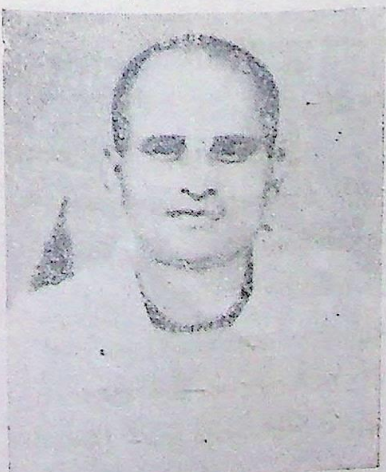
যোগাযোগ—

গ্রাঃ-ভেরকুঠী, পোঃ-মগরা, জেঃ-হুগলী

বয়স-৫৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-২০ বৎসর





শ্রীসদানন্দ দাস বাবাজী

ঠিকানা-

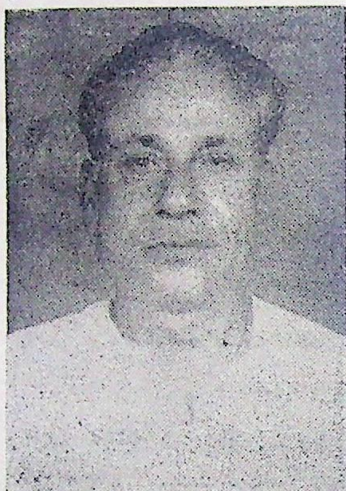
শ্রীচৈতন্য ভাগবত সেবাশ্রম

রাজার ঘাট, পোঃ-নবদ্বীপ জেঃ-নদীয়া

বয়স-৪৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-১৫ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান-- (উপরোক্ত ঠিকানা)



শ্রীদুর্গা দাস বিশ্বাস

সঙ্গীত বিশারদ

ঠিকানা—

গ্রাঃ+পোঃ=রামনগর

ভায়া—সাঁইথিয়া পিন—৭৩১২৩৪।

জেলা—বীরভূম

সংস্থার নাম—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৬১ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২৬ বৎসর

শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য

ঠিকানা—

গ্রাঃ+পোঃ—তেহট্ট, পিন—৭৪১১৬০

জেলা—নদীয়া

সংস্থার নাম—

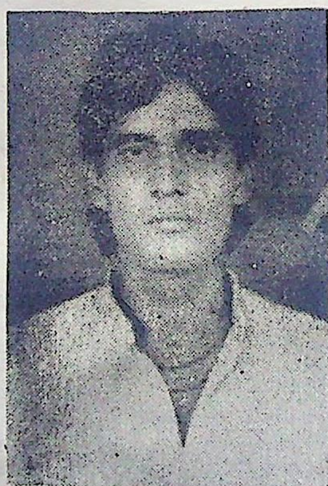
শ্রীনিত্যানন্দ লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়

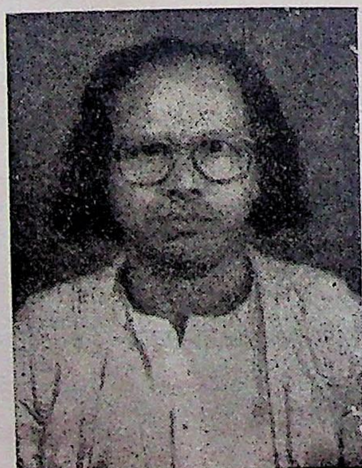
যোগাযোগকেন্দ্র—

তেহট্ট বাজার সুইট কর্ণার

বয়স—৩৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১২ বৎসর





শ্রীশ্যাম সুন্দর দাস

ঠিকানা—

১৭৫/১ শশিবাবু রোড, শহীদনগর

পোঃ—কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগনা (উঃ)

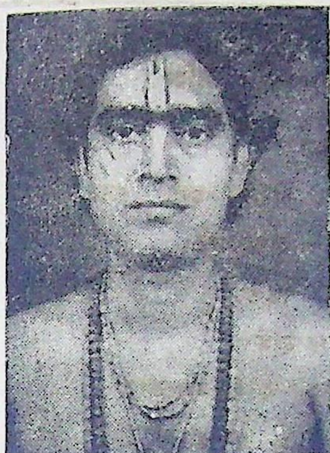
সংস্থার নাম—

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায়

বয়স—৬৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৪৫ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—(উপরোক্ত ঠিকানা)



শ্রীসঞ্জিত কুমার চক্রবর্ত্তী

ঠিকানা-

গ্রাঃ+পোঃ—নিতাড়া, নন্দীপাড়া

পিন—৭৪৩৩৬৮

থানা--ডায়মণ্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগণা।

সংস্থার নাম—

হরিভক্তি প্রদায়িনী সম্প্রদায়,

বয়স—৩৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৪ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—

সুধীর চক্রবর্ত্তীর বৈঠকখানা, নিতাড়া

নন্দীপাড়া, দঃ ২৪ পরগণা।

কুমারী রূপা ঘোষ

ঠিকানা—

১০/৯, অটল বিহারী সরকার রোড,

পোঃ নৈহাটী, ২৪ পরগণা (উঃ)

সংস্থার নাম—

মহানাম সম্প্রদায়

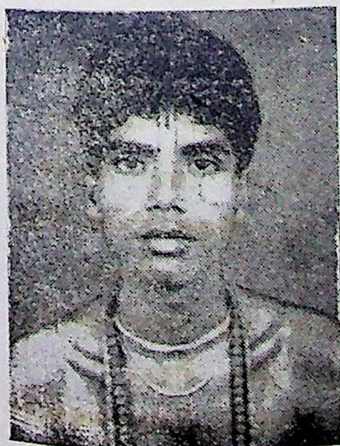
বয়স—[illegible]৩ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—

(উপরোক্ত ঠিকানা)





শ্রীকৃষ্ণ গোপাল বৈদ্য

ঠিকানা—

গ্রাঃ+পোঃ—কানপুর, কাকদ্বীপ রোড়

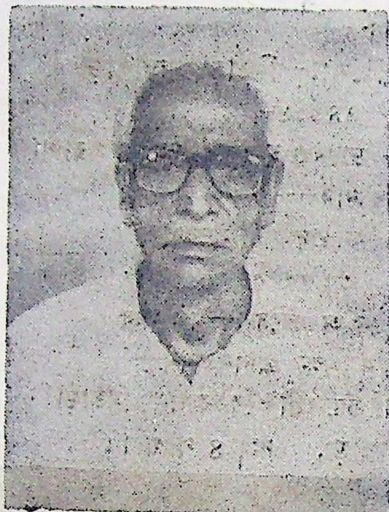
দঃ ২৪ পরগণা।

সংস্থার নাম—

নিতাই গৌরনাম সম্প্রদায়

বয়স—২৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩ বৎসর



শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাস

লীলাতত্ত্ব বিশারদ

ঠিকানা—

২৩ নং বাকার মহল, সদর বাজার

পোঃ—বারাকপুর

পিন্—৭৪৩১০১

সংস্থার নাম—

প্রাণকৃষ্ণ কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৬৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৩৫ বৎসর

শ্রীকৃষ্ণধন মণ্ডল

ঠিকানা—

গ্রাঃ+পোঃ—আইয়া

থানা— চণ্ডীতলা

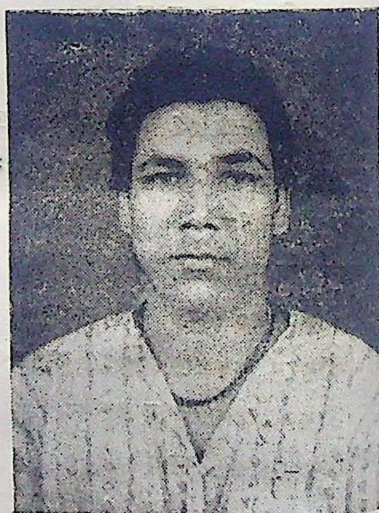
জেলা—হুগলী

সংস্থার নাম—

রঘুনাথ সম্প্রদায়

বয়স—৩২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১২ বৎসর



শ্রীগোপীপ্রসাদ দাস

সঙ্গীতভূষন

ঠিকানা—গ্রাঃ+পোঃ— গড়গড়িয়া

পিন—৭৩১১৪৩ জেলা—বীরভূম

সংস্থার নাম - শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়।

যোগাযোগ—গ্রাঃ+পোঃ—কুলকুড়ি বিষ্ণুপুর, জেলা—বীরভূম।

বয়স—৩৫ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ ১৬ বৎসর।





শ্রীকাঞ্চন চক্রবর্ত্তী

ঠিকানা –

গ্রাঃ + পোঃ – রামনগর

ভায়া সাঁইথিয়া পিন – ৭৩১২৩৪

সংস্থার নাম –

শ্রীরাধাকান্ত লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৩৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৭ বৎসর

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গোস্বামী

ঠিকানা—

গ্রঃ + পোঃ—আইয়া

থানা—চণ্ডীতলা

জেলা— হুগলী

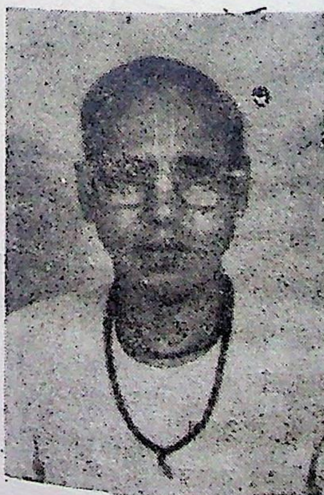
সংস্থার নাম—

রঘুনাথ সম্প্রদায়

বয়স— ২৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ— ৭ বৎসর





শ্রীমন্মথ নাথ সেন

ঠিকানা—

গ্রাঃ—পশ্চিমদাস পাড়া

পোঃ—সোনারপুর

পিন— ৭৪৩৩৬৯

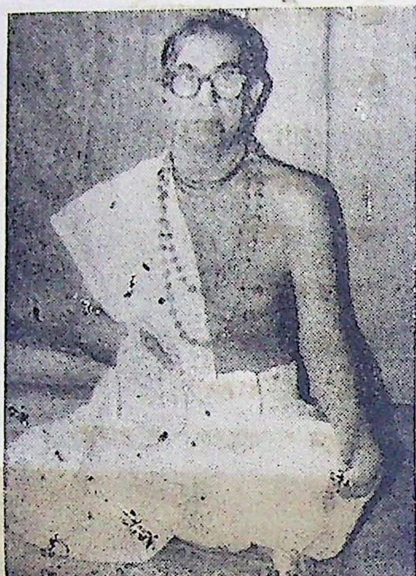
দক্ষিন ২৪ পরগণা

সংস্থার নাম—

নিতাই গৌর সম্প্রদায়

যোগযোগ—

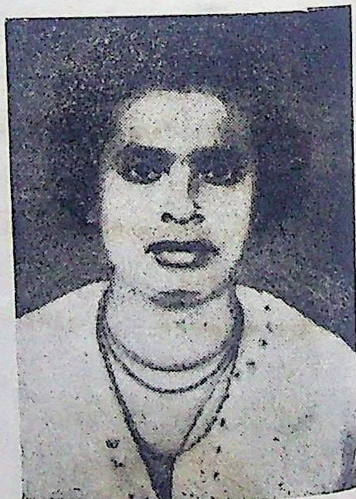
সোনারপুর ষ্টেশন নেমে রিক্সায় পশ্চিমপাড়া, বয়স—৫৮ বৎসর, কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ —৩৭ বৎসর, কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান উপরোক্ত ঠিকানা—

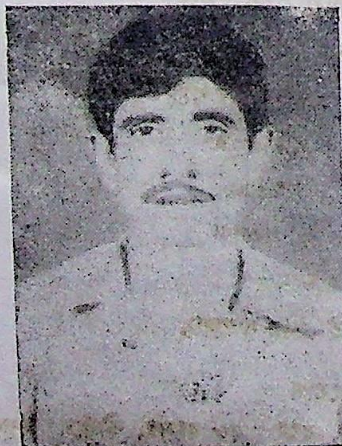


শ্রীকানাই লাল ঘোষ
কীর্ত্তন রত্ন

ঠিকানা—
আনন্দ মন্দির। পুর্ব্ব চাঁদমারী
(ফার্ষ্ট লেন)
পোঃ—সোনাচন্দন পুকুর,
বারাকপুর, পিন—৭৪৩১০২
২৪ পরগণা (উঃ)
সংস্থার নাম—কৃষ্ণ গোপাল সম্প্রদায়
বয়স—৭৭ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫৫ বৎসর

শ্রীরতন কুমার নন্দী
ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ—হালিশহর, চৌধুরীপাড়া
২৪ পরগণা (উঃ)
সংস্থার নাম—লক্ষ্মীনারায়ন সম্প্রদায়
বয়স—৩৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৬ বৎসর

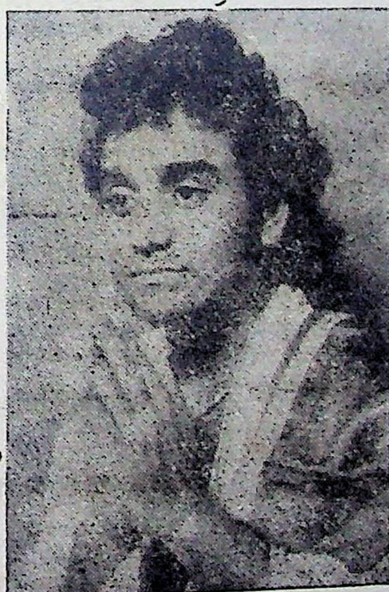




শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল
ঠিকানা—
গ্রাঃ—বুধুড়িয়া, পোঃ—শালিদহ
ভায়া—কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)
সংস্থার নাম—
মহানাম সম্প্রদায়
বয়স—৩৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৬ বৎসর

শ্রীজগত শেঠ বন্দোপাধ্যায়
ঠিকানা—
গ্রাঃ + পোঃ—পারুই
পিন-৭৩১১২১ জেলা-বীরভূম
সংস্থার নাম—
গুরু গোবিন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
যোগাযোগ কেন্দ্র—পারুই ঠাকুর
বাড়ী (শ্রীপাট পারুই)
বয়স—২৩ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৬ বৎসর





শ্রীকৃষ্ণ পাল
ঠিকানা—
৩৫ জি, এইচ, ৪ মুরারী
পুকুর রোড, উল্টাডাঙ্গা
কলিকাতা—৬৭
বয়স—২৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২ বৎসর

শ্রীনিমাই চন্দ্র দাস

ঠিকানা—
শ্রীবাসাঙ্গন ঘাট, পো—নবদ্বীপ
পিন—৭৪১৩০২, জেলা-নদীয়া
সংস্থার নাম—
শ্রীগুরু লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—৪২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২১ বৎসর

শ্রীতারাপদ গোস্বামী

ঠিকানা—
গ্রাঃ—বাসুদেবপুর, কালীতলা,
অশোকা সিনেমার সম্মুখে।
পোঃ—ত্রিবেনী জেলা—হুগলী
সংস্থার নাম—
শ্রীরাম গোপাল সম্প্রদায়।
বয়স—৫৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ ৪০ বৎসর

কুমারী কল্পনা দাস

ঠিকানা—
জয়গুরু বাদ্য ভাণ্ডার, ৪নং পোল
৫২০, আর, বি, সি, রোড
পোঃ-গরিফা জেলা-২৪ পরগণা (উঃ)
সংস্থার নাম—
শ্রীরাধা গোবিন্দ লীলা কীর্ত্তন
সম্প্রদায় বয়স—২৩ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১ বৎসর

শ্রীঅশ্বিনী কুমার দাস

কীর্ত্তন বিশারদ

ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ—গড় গড়িয়া
জেলা—বীরভূম পিন-৭৩১১৪৩
সংস্থার নাম—
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—৭৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫৫ বৎসর

শ্রীবীরেন নাটুয়া

ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ—চালুয়াড়ী
(পূর্ব্বপাড়া) ফতেপুর
দক্ষিন ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
নিত্যানন্দ কীর্ত্তন সমাজ
বয়স—৫০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৫ বৎসর

শ্রীনিতাই অধিকারী

ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ—রামানন্দপুর
থানা-কুলসী দক্ষিন ২৪ পরগণা
সংবেড়িয়া ৮৯/এ বাস ষ্ট্যাণ্ড
সংস্থার নাম—
শ্রীরাধা গোবিন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—৩২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৪ বৎসর

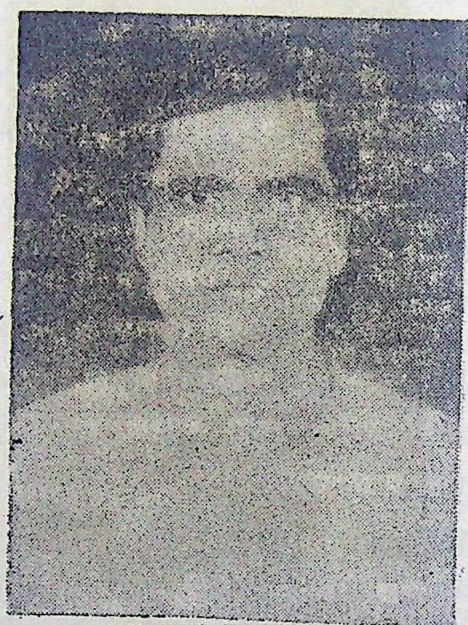


শ্রীতপন কুমার দেবনাথ
(কীর্ত্তন শ্রী)

ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ —চন্দননগর
পিন—৭৪১৫০৬
জেলা— নদীয়া
সংস্থার নাম—শ্রীগৌরাঙ্গ সম্প্রদায়
বয়স— ৪০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২৫ বৎসর

শ্রীমুকুন্দ বনিক

ঠিকানা—গ্রাঃ কয়াডাঙ্গা, ৩নং (উচু) পোঃ কল্যান গড়, জেলা ২৪ পরগণা (উঃ)
সংস্থার নাম--শ্রীশ্যামসুন্দর সম্প্রদায়
যোগাযোগ--কল্যান বাজার নাট মন্দির, সুভাষ দাস, কমল দত্ত বণিক
বয়স-৩৫ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ--২ বৎসর



শ্রীসন্তোষ মুখোপাধ্যায়

ঠিকানা—

গ্রাঃ—শ্রীপাট ময়নাডাল

পোঃ—রাণীপাথর

থানা—খয়রা পোল

জেলা—বীরভূম

পিন—৭৩১১৩৩

সংস্থার নাম—

ময়নাডাল কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স—৩৬ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—২০ বৎসর

কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান—

(উপরোক্ত ঠিকানা)



শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ভদ্র

ঠিকানা—

গ্রাম—২৪৪ নং সিরাজ মণ্ডল রোড

পোঃ — কাঁচড়া পাড়া

জেলা—২৪ পরগণা (উঃ)

সংস্থার নাম—অদ্বৈত সম্প্রদায়

বয়স—৩২ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১০ বৎসর

অর্চ্চনা দাস

ঠিকানা--নবদ্বীপ, রাণীর ঘাট, গঙ্গারধার পোঃ-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া

সংস্থার নাম-রাধাগোবিন্দ লীলাকীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স-২৮ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-১৬ বৎসর

শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী
ঠিকানা—
ডায়মণ্ড হারবার, রায়নগর
ডায়মণ্ড হারবার ষ্টেশনের নিকট
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
নিতাই গৌর সম্প্রদায়
বয়স—৪২ বৎসর
কীর্ত্তনে অপুপ্রবেশ—১০ বৎসর

শ্রীশচীন হালদার
ঠিকানা—
কেঁচারকুড়, গোপাল নগর
মন্দির বাজার দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
নিতাই গৌর কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—৩২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫ বৎসর
যোগাযোগ—মালতী কৃষি ভাণ্ডার
মল্লিকপুর, বটতলা

শ্রীউজ্বল মণ্ডল
ঠিকানা—
গ্রামঃ + পোয়ালী কাষ্টগোড়া
পোঃ—নোদাখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
গৌর গোবিন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—৪০ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৮ বৎসর

শ্রীচন্দ্রশেখর হালদার
ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ—ফতেপুর
থানা—ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
শ্রীগৌর গোবিন্দ সম্প্রদায়
বয়স—৪৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১০ বৎসর

শ্রীতপন মণ্ডল
ঠিকানা—
গ্রামঃ —রাজাপুর
পোঃ —বেড়ামারা দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
নিত্যানন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—২৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৭ বৎসর

শ্রীমতি লক্ষ্মীবালা দাসী
ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ —চাঁদপালা
থানা—ফলতা দক্ষিণ ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম—
নিত্যানন্দ প্রচার সম্প্রদায়
বয়স—৩৭ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—৫ বৎসর

শ্রীঅসিত বরণ দাস

ঠিকানা—

গ্রাঃ—নীলগঙ্গা

পোঃ—জালালপুর, ভায়া গঙ্গারামপুর

জেলা—দক্ষিণ দিনাজপুর

সংস্থার নাম—

শ্রীরাধাগোবিন্দ লীলাকীর্তন সম্প্রদায়

যোগাযোগ---

বৈদ্যপাড়া, মহাপ্রভু বস্ত্রালয়

বয়স---৩৫ বৎসর

কীর্তনে অনুপ্রবেশ---১৮ বৎসর

শ্রীসত্য সাধন বৈরাগ্য (কীর্ত্তনরাজ)

ঠিকানা—

গ্রাঃ+পোঃ - পলাশীপাড়া

জেলা—নদীয়া

সংস্থার নাম—

রাধাশ্যাম কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স - ৫৩ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ - ৩৫ বৎসর

শ্রীমুকুট দত্ত

ঠিকানা—

গ্রাঃ—বামুনগামা, পোঃ--তিনপাহাড়

পিন—৮১৫১১৫, জেলা-সাহেবগঞ্জ

যোগাযোগ—আনন্দধাম, নিমতিতা

বয়স-৩৫ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৫ বঃ

শ্রীরীতা ঘোষ (কীর্ত্তন সুধানিধি)

ঠিকানা—৮/২, কাকুড়গাছি রোড

কালকাতা—৭০০০৫৪

বয়স—৩৪ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১২ বৎসর

শ্রীমতী মঞ্জুরানী দাস

ঠিকানা— গ্রাঃ—মাইকেল পল্লী

পোঃ—শেওড়াপুলী, জেলা হুগলী

সংস্থার নাম—শ্রীগোপাল সম্প্রদায়

বয়স-৩৫ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১৭ বৎসর

শ্রীনদীয়াচাঁদ দাস বৈরাগ্য

ঠিকানা- গ্রাঃ-ঝিলেরা, পোঃ-শেহড়া

পিন-৭৩১২৩৪, জেলা-মুর্শিদাবাদ

স,স্থার নাম-শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন সম্প্রদায়

বয়স-২৬ বঃ কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৬ বঃ

শ্রীরাধরানী গোস্বামী

ঠিকানা- বালির ঘাট রোড,

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশন পোঃ-নবদ্বীপ,

জেলা-নদীয়া

সংস্থার নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশন

যোগাযোগ—উপরোক্ত ঠিকানা

ফোন-এস, টি, ভি,-০৩৪৭২-৪০৮১১

বয়স-৫০ বৎসর

কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ--৩২ বৎসর



শ্রীগোবিন্দ চরণ মহান্ত
(গোস্বামী)

ঠিকানা— গ্রাঃ—সুখ পুকুরিয়া
পোঃ — বামুন আড়া জেলা— বর্দ্ধমান
পিন— ৭১৩১২৮
সংস্থার নাম—
গোপীপদ কীর্ত্তন সম্প্রদায়
বয়স—২৭ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ—১০ বৎসর

শ্রীমিলন কান্তি বিশ্বাস

ঠিকানা-মিত্রপুর শম্ভুনগর প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ নবদ্বীপ জেলা-নদীয়া
সংস্থার নাম-নিত্যানন্দ সম্প্রদায় বয়স-৩৫ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-১৩ বৎসর

শ্রীহিরালাল সাহা

ঠিকানা গ্রাঃসহরী পোঃ-অর্জ্জুনপুর, ভায়া হিরনপুর লানারাঙ্গা জেলা-সাহেবগঞ্জ বিহার
সংস্থার নাম-নিত্যানন্দ সম্প্রদায় যোগাযোগ-পুষ্পা টেলার, দূর্গাপুর বিহার
বয়স-৩৩ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-১০ বৎসর

শ্রীমতী শিবানী কর (শর্ম্মা)
(সুধাকণ্ঠী)
ঠিকানা—শ্রীসন্তোষ শর্ম্মা বালিভাড়া
পোঃ-নবনগর, হালিশহর
পিন-৭৪৩১৩৬, ২৪ পরগণা (উত্তর)
সংস্থার নাম-শিবানী সম্প্রদায়
যোগাযোগ-শ্রীবাদ জুড়ন কর
ইষ্ট বরদাব্রীজ রোড, অরবিন্দপল্লী
পোঃ-নৈহাটী উত্তর ২৪ পরগণা
বয়স-২২ বৎসর কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৮ বঃ





শ্রীশেফালী মণ্ডল
ঠিকানা—
গ্রাঃ+পোঃ-মাদারপুর (নৈহাটী)
জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম-নিতাই গৌর সম্প্রদায়
বয়স-২৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-২ বৎসর



শ্রীমতী আলোদেবী (কীর্ত্তন বৈশারদী)
ঠিকানা—১২/২, ফোর্থ রাই লেন
এস, কে, দেব রোড পাতিপুকুর
কলিকাতা-৪৮ সংস্থার নাম-
আলোদেবী সম্প্রদায় বয়স-৪৬ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-২৫ বৎসর
কীর্ত্তন শিক্ষা প্রদান স্থান-
(উপরোক্ত ঠিকানা)

শ্রীসুমিতা সরকার
ঠিকানা—
গ্রামঃ-রাজেন্দ্রপুর
পোঃ-মামুদপুর, নৈহাটী উঃ ২৪ পরগণা
বয়স-২৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৩ বৎসর

কুমারী রীনা চক্রবর্ত্তী
ঠিকানা—
মল্লিক বাগ কলোনী
পোঃ-কাঁচড়াপাড়া
উত্তর ২৪ পরগণা
সংস্থার নাম-জয় রাধে সম্প্রদায়
যোগাযোগ কেন্দ্র-
শ্রীরসিক লাল চক্রবর্ত্তী
(উপরোক্ত ঠিকানা)
বয়স-২৫ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৬ বৎসর

কুমারী কানন কর্ম্মকার
ঠিকানা—
১৩৫, বি আর, এস, কলোনী
পোঃ নৈহাটী, উঃ ২৪ পরগণা।
বয়স-২২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৮ বৎসর
কীর্ত্তন শিক্ষাপ্রদান স্থান-
(উপরোক্ত ঠিকানা)

শ্রীমতী ভক্তিদাসী
ঠিকানা—
শ্রীচৈতন্য ভাগবত সেবাশ্রম
রাজার ঘাট, পোঃ-নবদ্বীপ
জেলা-নদীয়া
বয়স-৩৮ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-২৫ বৎসর

শ্রীমতী কামনা মজুমদার
ঠিকানা—
সরোজিনী মঠ, শঙ্করাচার্য্য রোড
পোঃ+জিলা-পুরী
পিন-৭৫২০০১ উড়িষ্যা।
যোগাযোগ কেন্দ্র-
প্রযত্নে : অলোক বন্দোপাধ্যায়,
বিনোদ নগর, কাঁচড়াপাড়া, পিন-
৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা।
বয়স-৫২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৪ , বৎসর

শ্রীনিমাই ভারতী কীর্ত্তন সাগর
ঠিকানা—
গৌরনগর, পোঃ-ধুবুলিয়া
পিন-৭৪১১৪০ জেলা-নদীয়া
সংস্থার নাম-নিত্যানন্দ প্রচার সঙ্ঘ
যোগাযোগ-১১২/২২, বেলেঘাটা মেন
রোড, (বেলেঘাটা পোষ্ট অফিস মোড়)
কলিকাতা-১০
বয়স-৫২ বৎসর
কীর্ত্তনে অনুপ্রবেশ-৩৫ বৎসর

॥ পরিশিষ্ট ॥

শ্রী প্রেমদাসের বিশেষ পরিচিতি

(রাঢ়ের পদাবলী : নবাবিষ্কৃত প্রেমদাস—ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, বিভাগীয় প্রধান : বাংলা বিভাগ : বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়)

'প্রেমদাস' ভণিতায় এপর্যন্ত বেশকিছু রচনাই মিলেছে। সবগুলিই পড়ছে বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবানুসঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে। সবগুলিরই রচনাকাল স্থির করা যাচ্ছে ১৭শ-১৮শ শতাব্দী। এগুলিকে আমরা ভাগ করতে পারি প্রধান ৩টি বিভাগে—বৈষ্ণব সাধনা নিবন্ধ, বৈষ্ণবমহান্ত জীবনী ও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদাবলী। এছাড়া কিছু পাওয়া গেছে সহজিয়াপদ।

১.০.। সাধনা নিবন্ধের প্রধান পুথি ৩টি- ভৃঙ্গরত্নাবলী, ভক্তিরস কৌমুদী ও রসোল্লাসতত্ত্ব। আর ৩টি পুথি—গৌরাঙ্গকড়চা, নিত্যানন্দকড়চা ও রঘুনাথদাসের সূচক। এগুলিকেও সাধনানিবন্ধের মধ্যে ধরেছেন ডঃ সুকুমার সেন। ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কুড়মিটার সারদাকুটিরে আছে প্রেমদাসের আরো ৬টি ছোট ছোট পুথি বা পুথির পাতড়া। সেগুলি হলো অমৃতরসাবলী, অমৃতরত্নাবলী, প্রেমরত্নাবলী, রাগরত্নাবলী, মুক্তাবলী ও লবঙ্গ চরিত। এই ১২টির মধ্যে ছাপা হয়েছে ৬টি- ভৃঙ্গরত্নাবলী, ভক্তিরস কৌমুদী রাসোল্লাসতত্ত্ব, অমৃতরসাবলী ও রাগরত্নাবলী। সবগুলিই বটতলার ছাপা। কিন্তু কোনটিতেই প্রকাশকাল নেই। এছাড়া 'আনন্দভৈরব' ছেপেছেন মনীন্দ্রমোহন বসু (১৯৩২)।

১.১.। পুথিগুলি সবই সহজসাধন বিষয়ক। ভৃঙ্গরত্নাবলীতে লেখক বলেছেন—"অমৃতের সার গ্রন্থ ভৃঙ্গরত্নাবলী। উপাসনার বস্তুরস রূপের মণ্ডলী। গায়ত্রীতত্ত্ব বীজতত্ত্ব আর দেহ নিরূপণ। রসতত্ত্ব রূপতত্ত্ব প্রেম নির্ঘণ্টন। রস রূপ রাগ প্রেম তার অনুগত। তাঁহার কৃপায় পাই এ সকল তত্ত্ব ॥ সেই নব বস্তু মোর সাধন ভজন। গোসাঞির শাখা ইহা করিল বর্ণন ॥ প্রেমদাস ব্রজবাসী পয়ার ভাঙ্গিলা। গোসাঞির কৃপায় গ্রন্থ বর্ণন করিলা।" অমৃতরসাবলীতে আছে : 'বাহ্যের সাধন / মনের করণ / সহজ বস্তু যেই লেখাইল।'

১.২.। কিন্তু কোন পুথিতেই প্রেমদাসের স্পষ্ট পরিচয় নেই। কোনো সহজ সাধন গ্রন্থকারেরই পূর্ণ পরিচয় আমরা পাইনি। ভৃঙ্গরত্নাবলীতে প্রেমদাস

নিজেকে ব্রজবাসী বলেছেন। বলেছেন, তিনি মুকুন্দদেবের সংস্কৃতে লেখা ভৃঙ্গরত্নাবলীকেই বাংলা পয়ারবন্ধ করেছেন। মুকুন্দদেব কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য। সংস্কৃতে তাঁর গ্রন্থ আছে ভৃঙ্গরত্নাবলী ছাড়াও আরো ৬টি—অমৃতরসাবলী, অমৃতরত্নাবলী, প্রেমরত্নাবলী, রাগরত্নাবলী, মুক্তাবলী ও লবঙ্গচরিত। দেখছি, এগুলিরই বাংলা অনুবাদ আছে প্রেমদাসের। সেজন্যে মনে হচ্ছে, এই প্রেমদাস ছিলেন মুকুন্দদেবের শিষ্য। তিনি ভৃঙ্গরত্নাবলীর প্রারম্ভেই কবিরাজকে 'ইষ্টপ্রভু' বা পরমগুরু বলে উল্লেখ করেছেন : 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভু মোর ইষ্ট।'

কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের মতো বিশুদ্ধ বৈষ্ণবদর্শনের স্রষ্টা। তাঁর এক শিষ্য মুকুন্দদাস। মুকুন্দের শ্রেষ্ঠ রচনা সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় ও অর্থারত্নাল্পদীপিকা। তিনিও সহজিয়া পথের লোক নন। অপরপক্ষে ভৃঙ্গরত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত নিবন্ধের কবি মুকুন্দ সহজিয়া। সেই মুকুন্দেরই শিষ্য সহজ-নিবন্ধকার এই প্রেমদাস।

কিন্তু তাঁর পরিচয়ও রহস্যাবৃত। নিত্যানন্দকড়চায় প্রেমদাস নিজেকে নিত্যানন্দের শিষ্য বলেছেন। রাসোল্লাসতত্ত্বে বলেছেন, তিনি রূপ গোস্বামীর নির্দেশে এ গ্রন্থ লিখছেন। এবং গ্রন্থ মধ্যে রূপ ছাড়াও কবিরাজ গোঁসাই মুকুন্দদাস ও মথুরাদাস প্রমুখ ব্রজবাসীদের প্রশংসা করেছেন। এই সব বিচিত্র উল্লেখ থেকে মনে হয়, সহজিয়া প্রেমদাসও একাধিক ছিলেন। যাঁদের একজন হয়তো ক্ষুদ্র পদ রচনায় ছিলেন সিদ্ধ হস্ত। অবশ্য সে রকম কিছু পদ নেই মনীন্দ্রমোহন বসুর 'সহজিয়া সাহিত্য' সংকলনে।

ডঃ সুকুমার সেন এই সব সহজিয়া প্রেমদাসের ১৭শ শতকের প্রথম দিকের ব্যাক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত: সকল সহজ-রচনাই ১৭শ শতকের সৃষ্টি। এবং রঘুনাথদাসের শোচক রচয়িতা প্রেমদাদ যে ১৭শ শতকের শেষ দিকের কবি,তাতে সন্দেহ নেই এজন্যে যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য রাধাবল্লভদাস প্রথম শোচক পদ রচনা করেছিলেন। তিনি ১৭শ শতকেরই ব্যাক্তি।

কোনো সহজিয়া কবির নামে এ পর্য্যন্ত কোনো বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদ মেলেনি। এবং কোনো বিশুদ্ধ পদাবলীকার সহজিয়াপদ লিখেছেন বলেও প্রমাণ নেই। সুতরাং এই প্রেমদাসের দল যে মধুর পদ রচনা করেন নি এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

২০. বৈষ্ণব-মহান্ত-জীবনীর প্রখ্যাত প্রেমদাস একজনই ছিলেন। তাঁর সমুল্লেখ্য রচনা দুটি— চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী ও বংশীশিক্ষা। প্রথমটি কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বাংলা পদ্যানুবাদ, এর রচনাকাল ১৭১২-১৩ খৃঃ। দ্বিতীয়টি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাধক বংশীবদনের জীবনী, যেখানে মুখ্য বিষয় শ্রীচৈতন্যকর্তৃক বংশীবদনকে রাগানুগাতত্ত্বের শিক্ষাদান। এর রচনাকাল ১৭১৬-১৭ খৃঃ। দুটি গ্রন্থেই যেমন রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোক আছে তেমনি আছে কবির আত্মবিবরণী। তা থেকে জানা যায়, প্রেমদাসের সংসার জীবনে পিতৃপ্রদত্ত নাম ছিল পুরুষোত্তম মিশ্র। এঁর প্রপিতামহ নদীয়ার গোকুলনগরনিবাসী চৈতন্যসমসাময়িক জগন্নাথ মিশ্র। এঁরা কাশ্যককুলোদ্ভব। জগন্নাথের পুত্র মুকুন্দানন্দ, পৌত্র গঙ্গাদাস। গঙ্গাদাসের ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ প্রেমদাস পুরুষোত্তম। ইনি বাঘনাপাড়ার গোস্বামীদের শিষ্য। ষোল বছর বয়সেই ইনি বৃন্দাবনে পালিয়ে যান। এক সময় তিনি গোবিন্দ মন্দিরে গোবিন্দের ভোগরান্নার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সাধারণ পয়ারে বদ্ধ বংশীশিক্ষা মোটামুটি বংশীর জীবন কাহিনীর বর্ণনাত্মক কাব্য। এতে কবির মাত্র ৩টি পদ আছে—(১) নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে, (২) ব্রহ্মআত্মা ভগবান, (৩) শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসম। তন্মধ্যে ১ম ও ৩য়টি বংশীবদন ও ২য়টি শ্রীচৈতন্য সম্পর্কে লেখা। অনুমান করতে বাধা নেই যে, তিনি আরো কিছু পদ লিখতে পারেন। কিন্তু নিশ্চতরূপেই তাঁর নামে নেওয়া যায়, এমন কোনোপদ বিশেষজ্ঞরা পান নি। এবং এই তিনটি পদও মিশে গেছ অন্য এক প্রেমদাসের পদের সঙ্গে. অন্তত একালে সেভাবেই ছাপা হয়েছে।

৩০. বিশুদ্ধ বৈষ্ণবপদাবলীর কবি প্রেমদাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি বর্তমান ছিলেন। এখনো এঁর বংশধরেরা নবদ্বীপে, বাঁকুড়ার নীলজাড়া-মটগোদা-তেঁতুলডাঙ্গা-ফুলকুসমা, মেদিনীপুর শহরে ও কেশিয়াড়িতে বসবাস করছেন। কবির অধঃস্তন সপ্তম পুরুষ ৺নারায়ণ চৌধুরী কামিল্যার বাড়ীতে প্রেমদাস-পদাবলীর একটি আদ্যন্ত খণ্ডিত পুথি আছে তেলেসিন্দুরে পুষ্পচন্দনে ধূপধুনোয় আচ্ছন্ন হয়ে। এই পুথির পেটিকায় আছে প্রেমদাসের অধঃস্তন ৪র্থ পুরুষ, শ্যামসুন্দর গড়ের রাজসভাকবি ভরতদাসের পুথি।

১৯৩৮ খৃঃ ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামশশী কর্মকার, প্রমুখ একটি পণ্ডিতের দল প্রাচীন পুথির সন্ধানে নীলজোড়ায় কবি বংশধরদের কাছে যান। এবং দু বস্তা পুথি নিয়ে আসেন। কিন্তু নিত্যপূজিত প্রেমদাসের পুঁথিটি তাদের দেওয়া হয় নি। ডঃ মুখোপাধ্যায় তা থেকে ১০১ টি পদ লিখে নিয়ে আসেন। এবং তারই কিছুপদ পরবর্ত্তীকালে (১৯৬১) প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত 'বৈষ্ণবপদাবলী' গ্রন্থে। আরো পরবর্ত্তীকালে (১৯৬৭) এই পুথির আরো কিছু পদ আমি তাঁকে লিখে দিই। এঁর পদ আছে অসংখ্য। প্রতিটি পদই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব পদ। আমরা একেই বলছি 'পদাবলীর প্রেমদাস'।

৩.১. এই প্রেমদাসের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী মেলে। এ বিষয়ে এঁর অধঃস্তন বংশধরেরাই যথেষ্ট। যে কোনো গবেষকই তাঁদের কাছে এ তথ্য পেতে পারবেন। আমি এ বংশেরই সন্তান। বাল্যবধি তাঁর সম্পর্কে বহু কাহিনীই শুনে আসছি। সারা অঞ্চল জুড়েই ছড়িয়ে আছে তাঁর কথা। (খ) প্রেমদাস সম্পর্কে একটি সূচক পদ লিখেছিলেন প্রেমদাসের অধঃস্তন ৪র্থ পুরুষ ভরতদাস। সেও প্রায় দেড়শো বছর আগেকার লেখা। ভরত জীবিত ছিলেন উনবিংশ শতকের শেষ পাদেও। বাঁকুড়ার মটগোদাবাসী ৺আশুতোষ দত্ত তাঁর 'রাইপুর পাঁচালী' পুস্তিকায় প্রেমদাস ও তাঁর বংশধরদের একটি দীর্ঘ গৌরব গাথা লিখে গেছেন। তা থেকেও এই কবি সম্পর্কে অনেক তথ্য মিলছে। আমার পিতৃদেব ৺নারায়ণ চৌধুরী কামিল্যাও ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে 'প্রেমদাসের পরিচিতি' নামে একটি বড় প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন। যা এখনো রক্ষিত আছে কুড়মিটার শ্রীযুক্ত দেবগোপাল মুখোপাধ্যায় এর বাড়িতে। এসব মিলিয়ে আমরা কবির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রস্তুত করতে পারি।

৩.২. প্রেমদাসের পিতা ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিনারায়ণ দাস। এঁদের গোত্র কাশ্যপ। কেউ কেউ বলেন, প্রেমদাস জন্মেছিলেন নবদ্বীপে। নবদ্বীপেই এঁদের আদি নিবাস ছিল। এখনো সেখানে জ্ঞাতি-বংশীয়রা বর্ত্তমান। আবার নীলজোড়াবাসীরা দাবী করেছেন, প্রেমদাস নীলজোড়াতেই ভূমিষ্ঠ হন। মেদিনীপুর বড়বাজার নিবাসী কবির অধঃস্তন ৭ম পুরুষ শ্রীবিজয়ভূষণ চৌধুরী (৯৭) বলেন, হরিনারায়ণেরা নবদ্বীপেই থাকতেন। সেখানেই জন্মেছিলেন

প্রেমদাস। তারপর বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরসিংহ হরিনারায়ণকে এনেছিলেন সুকণ্ঠী কীর্তনগায়ক ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত জেনে। তারপর বিষ্ণুপুর থেকে তিনি প্রেরিত হন তুঙ্গভূমির আত্মীয় রাজার আবেদনে, শ্যামসুন্দরগড়ে। প্রবাদ যে, একঘর গোস্বামী (বর্তমান সেরগাড়ি গ্রামের গোস্বামীরা), এক ঘর ময়রা (বর্তমান মটগোদার ময়রারা), একঘর নাপিত (বর্তমান তড়ুক-তুপার নাপিতেরা) একঘর ভক্ত (বর্তমান নীলজোড়াদির কামিল্যারা) আনা হয় শ্যামসুন্দর গড়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে। এঁরা একই স্থানে থেকে ভোগ করতে থাকেন উল্লিসিত চার মৌজা। এই ভক্তই হলেন হরিনারায়ণ। প্রবাদ থেকে জানা যায়, প্রেমদাস খোল বাজাতে পারতেন এমন বয়সে 'ব্যাপের পিঠ উপরি' হয়ে এদেশে এসেছিলেন। নীলজোড়ার একটি বিরাট উঁচু ভূমি তার একদিকে এক অতিপ্রাচীন টিপি, যার তিনদিকে একটি খাল বেষ্টন করে আছে, লোকে বলে, সেখানেই ছিল প্রেমদাসের কুটির। এই টিপিরই নাম 'প্রেমদাসের ভিটে'। এখন তা পড়েছে মটগোদা মৌজার মধ্যে, নীলজোড়া মৌজার সর্বদক্ষিণাংশে। টিপিটা দেখিয়ে লোকে আরো বলে 'ঠ্যাঙ্গাড়ে চুয়ারের দেশে প্রেম দিব হেঁসে হেঁসে'। সম্ভবত সেকালের ঠাঙ্গাড়ে দেশ তুঙ্গভূমিতে বৈষ্ণব আখড়া প্রতিষ্ঠার কারণেই ঐ চার ঘরকে এদেশে আনার ব্যবস্থা। কালক্রমে শ্যামসুন্দরগড় এলাকা হরিনাম চর্চার অন্যতম প্রধান পীঠ বলেও সম্মানিত হয়েছিল। নীলজোড়ার ভরতদাসের স্বাক্ষরিত ৩৫টি চৈতন্যচরিতামৃতের পুথি মিলেছে। এ গ্রামের শ্রীকণ্ঠ নকল করেছিলেন ১০১টি নরোত্তমের প্রার্থনা পুথি। সেরগাড়ির সুন্দরানন্দ নকল করেছিলেন ২১টি চমৎকারচন্দ্রিকা। এ সবই হয়েছিল শ্যামসুন্দররাজের নির্দেশে। রাজা এ ভাবে পুথি নকল করিয়ে গ্রামে গ্রামে সরবরাহ করতেন। মূল পাঠককে বছরে বছরে দিতেন বৃত্তি ছাড়াও সম্মানীয় 'পাটের জোড়' ও 'মনিপুরী চামর'। প্রেমদাস সম্পর্কে ভরতদাসের দীর্ঘ সূচকটি হলো :

কবিনৃপ প্রেমদাস সতত কৃষ্ণের আশ তাঁর গুন জানে ত্রিভুবনে।
নির্মল উদার চিত্ত রাধাকৃষ্ণ তাঁর বৃত্ত গাহেনাম সাধনে ভজনে ॥
বয়সে বৈরাগী হৈলা আর দেশে না ফিরিলা পদাবলী লেখে সহস্রেক।
রাধাকুণ্ডতীরে বাস গোপালের সদা আশ ভকতে ভকতি পরতেক ॥

বালগোপাল নিত্যপূজা ক্ষীরভোগ দিয়া ভূজা ত্রিসন্ধ্যা করিলা আরাধন ।
ধূপ দীপ গন্ধ আনি পত্র পুষ্প রম্য মানি পদ গাহি হৈত সমাপন ॥
কীর্তনেতে দশা হয় সকল ভকত রয় ধরে তারে আড়কুলি করি ।
প্রভুর করুণা বলে বাচা ফুটে ক্ষণকালে দেহে ঝরে স্বেদ কম্প বারি ॥
গোপালে নূপুর দিলা সেহ যবে চুরি হৈলা প্রেমদাস পড়ে চরণেতে ।
তিনরাত্রি স্বপন হয় নদীতীরে তাহা রয় রাত্রিশেষে পাইল যাইতে ॥
সেহো দুঃখে মাথে করি গোপালের হোর হেরি অভিমানী গেলা বৃন্দাবন ।
মাধব তাহার পুত্র শ্রীকিশোর হয় মাত্র আর নাহি দেখয়ে সুজন ॥
শ্রীনীলজোড়ামহাস্থান হরিনারায়ণ পুণ্যবান তাঁর পুত্র রূপেতে উদয় ।
পিতাপুত্রে সাধুবৃত্ত দেখয়ে রাজার চিত্ত ডাকি রাজা মান্য করি কয় ॥
তোমার পিতারে আনি বসাইলা ধর্ম মানি জমি ভূমি দিয়াছি সকল ।
পালিয়া পিতার ধর্ম প্রচারহ প্রভু কর্ম রচগান সহস্র একল ॥
মহারাজের আদেশ পাঞা পদাবলী লেখে ধায়া রাজার সভায় পড়ে লোক ।
ধন্য ধন্য সভে মানে মহাকবি কহে নামে ভুল্যা যায় সুখ দুঃখ ভোক ॥
জমিজমা গৃহ ছাড়ি তীর্থে তীর্থে বাড়িবাড়ি দিবানিশি কাটে প্রেমদাস ।
দক্ষিণেতে যবে গেলা আর তত্ত্ব না আসিলা দেশবাসী কান্দে তিনমাস ॥
মহারাজা ডাকি কয় এ কার্য উচিত নয় তুমি বৈস শিরোমনিপুরে ।
পালহ সংসার ধর্ম গুরুর আদেশ মর্ম শুনি প্রভু দিবানিশি ঘুরে ॥
নদীয়ায় গতাগতি করয়ে সতত অতি সেইখানে কৃষ্ণজন্মদিনে ।
বালকগোপাল পান মাথে ধরি দেশে যান দিবানিশি করয়ে পূজনে ॥
লেখে পদ কতকত পুথি লেখে অবিরত শুনি রাজা ধন্যধন্য মানে ।
দিঞা ধুতি অলংকার সম্মান করিলা তার বৈষ্ণব কান্দিয়া অভিমানে ॥
বছরে মাঘের শেষে ভকত ডাকিয়া দেশে নামগান করে মাসাবধি ।
কীর্তনে কীর্তনে দেশ পুরিল কীর্তবেশ সে গুনের নাহিক অবধি ॥
গোপালের নূপুর গেলা তাহে দুঃখ বড় পাইলা পুত্রবরে পুছিলা বিরলে ।
বৃন্দাবনে চলি গেলা আর কভু না ফিরিলা বহু ভাগ্যে আসিলা একলে ॥
হৈল মাঘ যবে পূর্ণ মাধবের পুত্র রত্ন জনমিলা আনন্দ অপার ।
দেশে নবকুঞ্জ মাঝে কৃঃ কৃষ্ণ ধ্বনি বাজে করিলেন প্রেম অবতার ॥

শ্রীবৈষ্ণব প্রেমদাস প্রবেশিলা নিজ বাস সুতগৃহে হেরি অঙ্গকান্তি।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি নাচে প্রেম কুতূহলি এতদিনে প্রভু দিলা শান্তি ॥
জাতকের জোর করি কক্ষে লইয়া সাধ ভরি করাইলা কুঞ্জে কুঞ্জে বাস।
কান্দে শিশু উভরায় কভু হাসে কভু চায় প্রেম কহে ইহো কৃষ্ণদাস ॥
শ্রীকৃষ্ণকিংকর নাম দিলা কানে কৃষ্ণ নাম তিলক আঁকিয়া কুঞ্জ ধূলে।
জগতে গাহিবে নাম কৃষ্ণ কথা অবিরাম তার দাস নামিলা ভূতলে ॥
গোপীনাথধবল নাম অম্বিকানগরে ধাম রূপেগুনে মহাবিদ্যাবন্ত।
কিংকরের শুনি গান ঝুরে সভে অবিরাম দিলা নাম শ্রীকোকিলকণ্ঠ ॥
সারা দেশে চাহি চাহি পালা পালা গাহি গাহি বিপুল খেয়াতি হৈল তায়।
ভরতদাসেতে কয় সেহো বংশে জন্ম হয় ইহো ভাগ্য কহনে না যায় ॥

এ থেকেই জানা গেল প্রেমদাস ও তাঁর পৌত্র কোকিলকণ্ঠ উপাধির কীর্তনীয়া কৃষ্ণকিংকরের জীবন ইতিহাস। তবে জানা গেল না প্রেমদাসের গুরুর নাম। কিন্তু এঁর বংশজরা নিত্যানন্দ গণভুক্ত।

প্রেমদাসের বংশতালিকা মিলছে। ঠিক সূত্র ধরে তা এইরূপ : হরিনারায়ণ পুত্র প্রেমদাস পুত্র যাদব (যাদব ও মাধব) পুত্র রাধাশ্যাম ও শ্রীকণ্ঠ। মাধব পুত্র কৃষ্ণকিংকর (কৃষ্ণকিঙ্কর, হরিকিঙ্কর, বিষ্ণুকিঙ্কর) পুত্র লক্ষ্মীকান্ত (তরণীকান্ত, বংশীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত) পুত্র ভরত (গোলোক মোহন রাম, ভরত) পুত্র রাধাবল্লভ (রাধাদাস) পুত্র গোবিন্দমোহন (ব্রজমোহন, গোবিন্দমোহন, কেনারাম) পুত্র সদানন্দ, চন্দ্রমোহন, শ্রীধর, মথুরা, শিবানন্দ। কেনারাম পুত্র চণ্ডী। ব্রজমোহন পুত্র সতীশ (সতীশ, নারায়ণ) পুত্র দূর্গা। নারায়ণ (১৩১৫) পুত্র মিহির কামিল্যা। তৎপুত্র সুমন্ত ও সুদীপ্ত।

১। লতিকায় দেখা যাচ্ছে, কবির অধঃস্তন ৭ম পুরুষ নারায়ণের জন্মসাল বাংলা ১৩১৫ বা ১৯০৮ খৃঃ। পণ্ডিতেরা সাধারণত ২৫ বছরে ১ পুরুষ (প্রথম পুত্র জন্ম) ধরে থাকেন। কিন্তু পুত্র যদি ৩য় বা ৪র্থ হন, তখন পুরুষ ধরা উচিত, সেকালের নিরিখে, উর্দ্ধপক্ষে ৩০ বছর। প্রেমদাসের বংশলতায় তাই আমরা ৩০ বছরে পুরুষ ধরছি। সে হিসেবে তাঁর জন্মকাল হয় নারায়ণ থেকে ৩০×৭=২১০ বছর আগে অর্থাৎ ১৯০৮−২১০=১৬৯৮ খৃঃ বা তার নিকটবর্তী সময়। ২। কবির বংশধর ভরতদাসের সূচকে পাচ্ছি

পৌত্র কৃষ্ণকিংকরের জন্মকালে কবি বৃন্দাবন থেকে স্বগৃহে এসেছিলেন। সুতরাং তখন তাঁর এমন শক্তি সামর্থ্য ছিল, যাতে সুদূর বৃন্দাবন থেকে রাঢ়ে এসে পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তখন তাঁর বয়স ৫০-এর কাছাকাছি হবে, এবং স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর আরো ২০। ২৫ বছর জীবিত থাকার কথা। এ হিসেবে প্রেমদাস জীবিত থাকতে পারেন ১৬৯৮+৫০ +২০ (২৫)=১৭৬৮ (১৭৭৩) খৃঃ (প্রেমদাসের ২য় পুত্র মাধব, মাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকিংকর—এদিক দিয়ে প্রেমদাসের ৫০ বছর বয়সের কাছাকাছি নাতি জন্ম সম্ভব)। সুতরাং এমন সিদ্ধান্ত করতে পারি প্রেমদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

৩.৪. কবি ভরতদাস লিখেছেন প্রেমদাস 'পদাবলী লেখে সহস্রেক' বা রাজা কবিকে 'সহস্র একল পদ' লিখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ দুটি বাক্যাংশের অর্থ যদি 'সহস্র এক'=১০০১ হয়, তাহলে তো পদাবলীর গবেষক দের নতুন করে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতেই হবে। কবির বংশধরেরা এক সময় জ্ঞাতি বিরোধে এমন মেতেছিলেন যে, প্রেমদাসের পুথিগুলিও নানা ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এখন মাত্র ২৭টি বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা পড়ে আছে তাঁর বংশধর হিসেবে আমাদের ভাগে। তাও পূজাআজ্ঞায় মৃত্যুদশাগ্রস্ত ছিল। আমি বড় হয়ে তার পাঠোদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলাম। এতে ১০৭টি পদ আছে। কিছু পড়া যায়, কিছু পড়াই যায় না। ১৯৭০-৭২ সালে এ পুথির আলোকচিত্র আমি ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখকে দিয়েছিলাম। পরে 'আজকাল' পত্রিকায় এ বিষয়ে জনগণের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছিলাম পুথির ছবি দিয়ে।

প্রাপ্ত পুথির পদসজ্জা দেখে মনে হয় পালাবদ্ধ রসকীর্তন হিসেবে কবি তাঁর পদগুলিকে সাজান নি। যখন যা লিখেছিলেন, তখন তা-ই লিখে রেখেছিলেন। শুনেছি রাধাকুণ্ডতীরের পুথিশালায় তাঁর সম্পূর্ণ পুথি আছে। তা নাকি রসকীর্তন অনুসারে সাজানো। বর্তমান পুথির পদগুলি প্রধানত বন্দনা, প্রার্থনা, বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা, রূপবর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে। সেই তুলনায় রসোদগার, মান, আক্ষেপানুরাগ, মিলন, প্রবাস নিয়ে লেখা কম।

পদকল্পতরু, পদরসসার, পদকল্পলতিকায় বা গৌরপদতরঙ্গিনী বা

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বৈষ্ণবপদাবলী', বা পদামৃতমাধুরীতে বা অন্যত্র প্রেমদাসের ভণিতায় কিছু কিছু পদ আছে। তন্মধ্যে পুরুষোত্তম-প্রেমদাসের পূর্বোক্ত ৩টি পদও আছে, বর্তমান পুঁথির কিছু পদও আছে।

—০—

কীর্তনীয়া কৃষ্ণকিংকর ঃ 'রাঢ়ের কোকিল'

অধ্যাপক ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা এম. এ. পি এইচ. ডি
বিভাগীয় প্রধান ঃ বাংলা বিভাগ ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

রাঢ়বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়া কৃষ্ণকিংকর। রাজপ্রদত্ত তাঁর উপাধি 'কোকিল কিংকর'। লোকে তাঁকে জানে 'রাঢ়ের কোকিল' বলে। লোকে আরো বলে, শুধু কীর্তনের জন্যই তাঁর জন্ম। শুধু কীর্তন গাইবার জন্যই তিনি বৈষ্ণবকবি প্রেমদাসের বংশে জন্মেছিলেন। সুঠাম দেহ, সুকেশিনীর মতো পিঠভর্তি চুল, সুমিষ্ট গলা, অভাবণীয় আখর আর অপরূপ পরিবেশনায় কীর্তনীয়া হিসেবে তাঁর জুড়ি ছিল না। "তাঁহার কীর্তনে শ্রোতা মাত্রই অভিভূত হইত। কীর্তনরস পিপাসু জনগণ তাঁহার কীর্তন শুনিয়া মত্ততা অনুভব করিতেন। কীর্তনগানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য বিশ্লেষনে তাঁহার যোগ্যতা ও দক্ষতা অবিসংবাদিত ছিল। কৃষ্ণকিংকর নর্তকও ছিলেন। নাচ গান তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিত। একবার আরম্ভ করিলে কোথায় কোন পদে শেষ হইবে, তাহা তিনি ভুলিয়া যাইতেন।"

সেবার কৃষ্ণকিংকরের গন্ধর্বকিন্নরনিন্দিত কণ্ঠ অম্বিকানগরের বুকে দামাল হয়ে উঠেছিল। মৃদঙ্গ মন্দিরা খোল করতালের শ্রবণ বিলাস সুর লহরীর সঙ্গে কৃষ্ণকিংকরের সেই ভূবনবিজয়ী কণ্ঠস্বর সমগ্র অম্বিকা সাম্রাজ্যের আকাশ বাতাস জলস্থল অন্তরীক্ষ একাকার করে স্পন্দিত হচ্ছিল। চলছিল র.ধারাণীর কাছ থেকে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাবার পালা। রাধারানীর কণ্ঠে তখন শুধু কান্না—"কৈছনে যাওব যমুনাতীর। কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটীর॥" রাধারাণীর মতোই তাঁর গায়ক আর তাঁর বিশাল শ্রোতৃ সমাজে তখন অশ্রুর অথৈ জোয়ার। অম্বিকানগররাজ গোপীনাথ ধবলদেব চোখ মুছলেন। চোখ মুছলেন রাণী শিরোমণি দেবী। অকস্মাৎ উদ্বেল হলেন রাজা। আসন ছেড়ে তিনি নেমে এলেন আসরে।

জড়িয়ে ধরলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ, কীর্তণীয়া চূড়ামণি কৃষ্ণকিংকরকে। 'রাজ কণ্ঠের মণিমালা' পরিয়ে দিলেন তাঁর ফুলমালা শোভিত গলদেশে। আবেগমন্ত্রিত কণ্ঠে বললেন : "বলিহারি কৃষ্ণকিংকর তুমি আজি হৈতে।

কোকিল কণ্ঠ কৃষ্ণকিংকর হৈলে ধরণীতে ॥

রাজার গলার হার তব পুরস্কার।

নব নব তব গান মোর অলংকার ॥"

সেই থেকেই কৃষ্ণকিংকর 'কোকিলকিংকর' নামে পরিচিত। পশ্চিম রাঢ়বাসীরা তাঁকে ডেকেছেন 'রাঢ়ের কোকিল' বলে।

সেই কোকিল কণ্ঠী কৃষ্ণকিংকরের আসর বসেছিল রাঢ়বঙ্গের ও বাংলাদেশের অজস্র স্থানে। অম্বিকানগর, খাতড়া, সুপুর, সিমলাপাল, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর, ফুলকুসমা, রসপাল, শিলদা, নাড়াজোল, লালগড় রামগড়, গড়বেতা, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, কেঁশিয়াড়ি গোপীবল্লভপুর, বিষ্ণুপুর কুচিয়াকোল, জয়পুর, শিহড়, ময়নাপুর বর্ধমান কুলীনগ্রাম, কালনা, কাটোয়া কুলাই, কোটরা, খানাকুল, কৃষ্ণনগর, গোঘাট, গোপালনগর, গৌরাঙ্গপুর, গৌরহাটি, মঙ্গলডিহি, একচক্রা, নবদ্বীপ, সাতগাছিয়া, শ্রীখণ্ড, মঙ্গলকোট— এমনি নগনিত গ্রামে তিনি এক বা একাধিকবার কীর্তন গেয়েছিলেন। এছাড়া কৃষ্ণকিংকরের আসর বসেছিল বৃন্দাবনে, পুরুষোত্তমে।

অথচ এ শতাব্দীর কয়েকটি পত্রপত্রিকা এবং দুচারজন প্রবীন গবেষক ভিন্ন এই স্বনামধন্য কীর্তণীয়াকে আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। একদিন যিনি শুধু কীর্তনগণের মাধ্যমে গৌড়বঙ্গের মানুষকে ভালোবাসার শাশ্বত নিকেতনে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যাঁর কীর্তন শোনার জন্য তাবৎ রাজা মহারাজা জমিদার ও ধনাঢ্যরা নিরবচ্ছিন্ন সাদর আহ্বান জানিয়ে রাখতেন, অম্বিকানগরের রাজ-প্রাসাদ চত্বরে যাঁর গান শুনে তরুণ মুখোপাধ্যায় নীলকণ্ঠ বিহ্বল হয়ে পদধূলি গ্রহন করে ধন্য হয়েছিলেন, কীর্তণীয়া নিমাই চক্রবর্ত্তী যাঁকে পিতার মতো সম্মান দিয়ে চলতেন—রাঢ়বঙ্গের ইতিহাস সেই স্মরণীয় ব্যাক্তিত্বও আজ বিস্মৃতপ্রায়।

প্রত্যন্ত রায়ের নীলজোড়া গ্রামে কৃষ্ণকিংকরের জন্ম। বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি প্রেমদাসের বংশে তাঁর জন্ম। প্রেমদাসের নামে অগনিত পদ

মিলেছে। তাঁর বহুপদ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে ভরতদাস রচিত একটি সূচকে আছে :

"কবিনৃপ প্রেমদাস সতত কৃষ্ণের আশ তাঁর গুন জানে ত্রিভুবনে।
নির্মল উদার চিত্ত রাধাকৃষ্ণ তাঁর বিত্ত গাহে নাম সাধনে ভজনে॥
মহারাজের আদেশ পাঞা পদাবলী লেখে ধায়্যা রাজার সভায় পড়ে শ্লোক।
ধন্য ধন্য সবে মানে মহাকবি কহে নামে ভুল্যা যায় সুখ দুঃখ শোক॥

—এই প্রেমদাসের দ্বিতীয় পুত্র মাধব দাস। মাধবের তিন পুত্র—কৃষ্ণকিংকর হরিকিংকর ও বিষ্ণুকিংকর। অর্থাৎ কৃষ্ণকিংকরের পিতার নাম মাধব দাস। এঁদের বংশধরেরা এখন নানা স্থানে ছড়িয়ে আছেন। বাঁকুড়া জেলার অম্বিকা নগর-খাতড়া, শ্যামসুন্দরপুর-নীলজোড়া-তেঁতুলডাঙ্গা-মটগোদা-ফুলকুসমা-বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ঝাড়গ্রাম মেদিনীপুর, হুগলীর আরামবাগ, বর্ধমান ও নবদ্বীপের কোনো কোনো মহল্লায় এঁদের বংশধরদের বসবাস। এখনকার কৌলিক পদবী চৌধুরী, কামিল্যা, চৌধুরী-কামিল্যা, দাসমহন্ত, দাস অধিকারী প্রভৃতি। কৃষ্ণকিংকরের অধঃস্তন পঞ্চম পুরুষ বাঁকুড়ার শ্যামসুন্দর গড়ের অন্তর্গত নীলজোড়া গ্রামের অধিবাসী সতীশচন্দ্র কামিল্যা ১৯৮০ সালের জানুয়ারী মাসে প্রায় ৬৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেছেন। আজ পর্যন্ত তাঁর বংশ লতিকাটি নিম্নরূপ :

প্রেমদাস পুত্র যাদব (যাদব ও মাধব) পুত্র রাধাশ্যাম ও শ্রীকণ্ঠ। মাধব পুত্র কৃষ্ণকিংকর (কৃষ্ণকিংকর, হরিকিঙ্কর, বিষ্ণুকিঙ্কর) পুত্র লক্ষ্মীকান্ত (তরণীকান্ত, বংশীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত) পুত্র ভরত (গোলোক মোহন রাম, ভরত) পুত্র রাধাবল্লভ (রাধাদাস) পুত্র গোবিন্দমোহন (ব্রজমোহন, গোবিন্দমোহন, কেনারাম) পুত্র সদানন্দ, চন্দ্রমোহন, শ্রীধর, মথুরা, শিবানন্দ কেনারাম পুত্র চণ্ডী। ব্রজমোহন পুত্র সতীশ (সতীশ, নারায়ণ) পুত্র দুর্গা। নারায়ণ (১৩১৫) পুত্র মিহির কামিল্যা। তৎপুত্র সুমন্ত ও সুদীপ্ত।

লতিকা থেকে কৃষ্ণকিংকরের জন্ম সালের নিকটবর্তী সময় দাঁড়ায়—১৩১৫ বঙ্গাব্দ—২৫ বা ৩০ × ৫ পুরুষ = ১১৯০ বা ১১৬৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭৭৮—১৭৮৩ খৃঃ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ। (২৫-৩০ বছরে পুরুষ ধরার চলিত রীতি)। অনুমান করতে পারি, কৃষ্ণকিংকর দীর্ঘজীবী ছিলেন।

তরুণ গায়ক নীলকণ্ঠের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফলে তিনি আর ৬০-৭০ বছর জীবিত থাকলে তাঁর মৃত্যুকাল দাঁড়ায়—১৭৭৮+৬০ (৭০) =১৮৩৮ (১৮৪৮) খৃঃ বা ১৭৮৩+৬০ (৭০) = ১৮৪৩ (১৮৫৩) খৃঃ অর্থাৎ উনিশ শতকের মধ্যকাল পর্যন্ত কৃষ্ণকিংকর জীবিত থাকতে পারেন।

কৃষ্ণকিংকর নবদ্বীপে বৈষ্ণব পরিবেশে বৃদ্ধপিতার তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছিলেন। অত্যন্ত কম বয়সেই তিনি খোল করতালে ওস্তাদ হয়ে ওঠেন। নিতান্ত কৈশোরে কীর্তনের আসরে আখর যোজনায় তাঁর খুব নাম ছিল। বড় হয়ে তিনি নিজেই কীর্তনের দল গঠন করেন। শোনা যায় কীর্তন গাইতে গাইতে তিনি দশাপ্রাপ্ত হতেন। নিজে যেমন পদগ্রন্থনা করতেন, তেমনি নতুন নতুন পদ গাইতেও উৎসাহিত ছিলেন।

অম্বিকানগরের রাজানুকুল্যেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। তবে তাঁর মৃত্যু ঘটে শ্রীধাম বৃন্দাবনে॥

—০—

প্রয়াত কীর্ত্তণীয়াগণের স্মৃতি চারণ

(শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস প্রভুপাদ শ্রীমৎ রঘুনাথ (গোস্বামী প্রদত্ত)

রথীন ঘোষ– রথীন ঘোষ এই নামটি কীর্ত্তন জগতে কে না জানে। যেমন তার তাল, সুর, লয় জ্ঞান ছিল। তেমনি ছিল তার ভাষার জ্ঞান। একটি অক্ষর অন্যটির সঙ্গে তিনি মিলিয়ে আখর দিতেন। তার কীর্ত্তনের ঘরানাটা ছিল একটু আলাদা। সহশিল্পীদের প্রতি ছিল তার তীব্র নজর অর্থাৎ তার সুর ও তালের সঙ্গে যদি সঙ্গত না হোত তবে চোখের চাহনি দিয়ে শাসন করতেন। এবার রথীনদার সঙ্গে আমার প্রথম মিলন দিয়ে তর্পন শুরু করি। কলিকাতার পরেশনাথ মন্দিরের পাশে একটি শ্রাদ্ধ বাসরে তিনি মাথুর পালা গাইছেন। আমি তার কণ্ঠ মাধুর্য্যের স্রোতে ভেসে গেলাম ঐ আসরে। পরিচিতি হল গানের পর। পরস্পর প্রণাম আলাপ হল। এরপরই অনেক আসরে রথীনদাকে পেলাম। আকাশবাণী ও রেকর্ড শিল্পী হয়ে তিনি কৃষ্ণকালী ও দশাবতার স্তোত্র, কৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম ইত্যাদি প্রকাশ

করলেন। কীর্ত্তনরস সাগর উপাধি পেলেন তিনি। শেষ দেখা হল গড়িয়াহাট নার্সিংহোমে যখন শ্রীকানাই বন্দোপাধ্যায় পা ভেঙ্গে পড়ে আছেন। তার মাথার কাছে রথীনদা বসে আছেন। সান্তনা দিচ্ছেন। আমি ঐসময় রাধাবল্লভের শ্রীচরণ তুলসী দিতে গেছি। দুইজন দিক্‌পাল কীর্ত্তণীয়ার মাঝে বসলাম। কত মধুর কথা হল ২৫মিঃ মতো। তারপর কানাইদা সুস্থ হলেন কিছুদিন পর, আর রথীনদা চলে গেলেন ব্রজলোকে॥

শ্রীরাধারমন কর্ম্মকার (কীর্ত্তনরস সিন্ধু)—শ্রীরাধারমন কর্ম্মকার এই নামের মধ্যে এত বৈষ্ণবোচিত ভাব ছিল। যেটা তাকে না দেখলে বোঝা যেত না। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হল নবদ্বীপে। এলেন কলিকাতায় কীর্ত্তন করছেন যেন মুক্তা ঝরছে। পদাবলীর মাধুর্য্যে তিনি মঞ্জরী ভাবে বিভোর। সাধক বৈষ্ণবগণ তার সামনে বসে কীর্ত্তন শুনতেন। একদিন লেকটাউনে গুরুধাম মন্দিরে সকালে এলেন তিনি খুব কালো চেহারা হলেও তিনি যে ভজনানন্দী ছিলেন এটা তার চোখে মুখে ছাপ ছিল। সর্বদা জপ মালা হাতে থাকত। আমাদের প্রভুপাদের বিরহ উৎসবে তিনি যেচে এসে মাথুরলীলা গান করলেন। তারপর কিছুদিন বাদে নিত্যলীলায় চলে গেলেন।

শ্রীকানাই বন্দোপাধ্যায় (কীর্ত্তনরস সাগর)—ইনি স্বনাম ধন্য। কীর্ত্তন জগতে গৌরলীলা ও কৃষ্ণলীলার যুগ্ম গায়ক। নদীয়া লীলাতে তার অগাধ প্রসার ছিল। নাট্য ভাবের প্রকাশ করলেন চৈতন্যলীলা। যেটি মহাজাতি সদনে বহুদিন যাবৎ পরিবেশিত হয়েছিল। কাকমাল্য মান্ ও রূপানুরাগ ও বিরহমূলক পদাবলীতে তার বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। আমি খুব ছোট থেকে তার সঙ্গ করতাম। গানে যেতাম দেখা হতো। গানের মধ্যে মধ্যে তত্ত্ব বলতেন তিনি আর তার ক্ষোভের কণ্ঠে বলতেন আমি চলে গেলে এসব গান আর শুনতে পাবে না। যা পার এখন আদায় করে নাও। কানাইদা আমাদের ঘরের লোক ছিলেন। তার মর্যাদা বোধ ছিল। অসংখ্য ছাত্র ছিল তার। একটা বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল যদি কেউ গানের মাঝখানে উঠে যেত তাকে মধুরভাবে বাক্যের দ্বারা বশীভূত করে বসিয়ে দিতেন। একবার গানে যেতে গিয়ে দুর্ঘটনায় ১টি পা হারান, ঐ অবস্থায় তিনি চেয়ারে বসেই

গান করতেন। এরপর কিছুদিন বাদে অসুস্থ হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ব্রজেন সেন (কীর্ত্তন রত্ন)—শ্রীব্রজেন্দ্র সেন এই নাম মনে হলেই তার মুখটা আমার বেশী করে মনে পড়ে। সব সময় মুখে পান থাকতো। কলকাতায় প্রায় শ্রাদ্ধ বাসরেই তার রাই উন্মাদিনী, মাথুর, বিরহলীলা গান শুনতাম। ব্রজেনদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারের পিছনে একটি বিরাট হলের মধ্যে সঙ্গীত পরীক্ষায় তিনি পরিক্ষক ছিলেন। কত কথা হল তার সঙ্গে। এরপর আকাশবাণী দূরদর্শনের শিল্পী হয়ে গান করলেন। পরিণত বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

শ্রীঅমিয়গোপাল দাস (কীর্ত্তন গীতরত্ন)—চৈতন্য মঙ্গল ছিল তার প্রান। সুরে কথায়, লীলায়, তার দক্ষতা ছিল। ছাত্রদের শিক্ষাকেন্দ্র করেছিলেন। তার সঙ্গে আমার খুব বাল্যকাল থেকে পরিচয় ঘটে। তার বাড়ীতে যাই। আলাপ করি নতুন ভাবে গৌরলীল কে সাজাতে হবে। গীতি আলেখ্যরূপে আনলেন সাক্ষী গোপাল, ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, নীলাচলে মহাপ্রভু ইত্যাদি লীলা। তার সঙ্গে একই আসরে গান করতে পেরে আমি ধন্য। শ্রীখণ্ডের কাটোয়া, নবদ্বীপে, পুরীধামে, বিরাটীতে ও পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও গেছি আমরা দু নে। তার শরীর সুস্থ ছিল না। শ্বাসকষ্ট ছিল। মধুর বাণী বর্ষন করতেন তিনি। সাধু বৈষ্ণব গোস্বামী সন্তানদের সম্মান করতেন। তার অপ্রকটে চৈতন্য মঙ্গল গায়ককে আমরা হারালাম।

আর যে সকল কীর্ত্তণীয়াগণ প্রয়াত হয়েছেন তাদের জন্য শ্রীগৌর নিত্যানন্দ চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি যথা—

যামিনী মুখার্জ্জি, হরিদাস কর, ব্রজেন্দ্র নাথ পাঠক, গৌরগুনানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঘোষ, সন্তোষ বৈদ্য, কানু রায়, বড়রসিক দাস, নবগোপাল মিত্র ঠাকুর, অনিল বিশ্বাস ও মেঘনাথ বসাক। কমলা ঝরিয়া, রাধারাণী দেবী ও শোভনা চৌধুরী।

বিঃ দ্রঃ — স্মৃতি চারণে উল্লেখিত গায়কগণের বিস্তারিত জীবনী ও ফটো পাইলে পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রকাশ করিব।

কীর্ত্তণীয়া স্বর্গীয় সুধীর কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনপঞ্জী

(কীর্ত্তণীয়া গোবিন্দচরণ মোহান্ত গোস্বামী কর্তৃক প্রেরিত)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন ও পদাবলী কীর্ত্তন গায়ক স্বর্গীয় সুধীর কৃষ্ণ গোস্বামী ১৩২০ বঙ্গাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 'মনসা মঙ্গল কাব্যে'র কবি লোচন দাসের পবিত্র ভূমি মঙ্গলকোট থানার অধীন আড়গ্রাম নামক গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা পুলীন বিহারী গোস্বামী ছিলেন প্রেমানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের একনিষ্ঠ পৈত্রিক এক সেবাইত ও কীর্ত্তন রসস্রষ্টা। মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ খণ্ড নিবাসী লীলাকীর্ত্তন ও পদাবলী কীর্ত্তনের সুর সাধক রসিক দাস ছিলেন তার সুরের গুরু। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর যাবৎ রসিক দাসের নিকট কীর্ত্তন গানের তালিম নেন এবং একজন বলিষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া রূপে খ্যাতি লাভ করেন।

সুধীর কৃষ্ণগোস্বামী একদিকে পৈত্রিক সূত্রে রাধামাধবের সেবাইত হওয়ার সুবাদে ও অপরদিকে পিতার কীর্ত্তন গানের সুর ও ভাবমণ্ডলে বড় হয়ে ওঠায়, স্বাভাবিক ভাবেই কীর্ত্তনগানের মধুর সুর ও ভাবরসের দ্বারা তার ভাব জগত বিশেষ ভাব প্রভাবিত হয়। ফলস্বরূপ আকৃষ্ট হন কীর্ত্তনগানে। পিতাই হলেন তার কীর্ত্তনগানের গুরু। কালক্রমে তিনি হলেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাকীর্ত্তন ও পদাবলী কীর্ত্তনগানের একজন প্রথম সারির নিষ্ঠাবান সাধক শিল্পী। সুধা কণ্ঠের অধিকারী সুধীর কৃষ্ণের আবেগপ্লুত গায়কী ঢং ভক্ত-শ্রোতাদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করত। তার এই হৃদয় মথিত, মধুর কণ্ঠের কীর্ত্তনগান বৃন্দাবন পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর অংশ থেকে পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বেশ কয়েকটি আসরে স্থায়ীভাবে কীর্ত্তনগান পরিবেশন করতেন। তার মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য বৃন্দাবন, বর্ধমান জেলাস্থ সরগ্রাম দশদিন; বিল্বগ্রাম, তকিপুর সাতদিন; ভৈটা তিনদিন ও নিজ বাসস্থান আড়গ্রামে চারদিন ব্যাপী কীর্ত্তনগান পরিবেশন করতেন। নদীয়ার নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর ও হুগলীর হারিটে চারদিন, এছাড়া দীপা, শেওড়াফুলি, নবগ্রাম, সিঙ্গুর, পরমানন্দপুর প্রভৃতি স্থানে স্থায়ীভাবে কীর্ত্তনের আসর নির্দিষ্ট ছিল। বীরভূমের বোলপুর, মুলুক ও মালদহের কালিয়াচকের সেলামপুর স্থায়ী কীর্ত্তন আসর গুলির অন্যতম।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন ও পদাবলী কীর্ত্তন গানের সুর ও ভাবের সাগরে সারাজীবন অবগাহন করেছেন। কীর্ত্তনগানকে তিনি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে গ্রহন করেছিলেন। জীবিত কালের মধ্যে তৈরী করেছেন বহু যোগ্য উত্তরাধিকারী ও অসংখ্য গুণ মুগ্ধকারী ভক্ত-শ্রোতা। ১৩৯২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা চৈত্র সকাল ৭টায় কালের অমোঘ নিয়তির টানে তার ভক্তশিষ্য ও কীর্ত্তনগান রসাস্বাদনকারী অগণিত শ্রোতাদের বঞ্চিত করে রাধারাণীর ভাবসাগরে ডুব দিলেন। অবসান হলো কীর্ত্তন গানের জগতের এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বের।

—০—

কীর্ত্তণীয়া অদ্বৈত দাস (পণ্ডিত বাবাজী)

শ্রীঅদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী বর্ত্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অনতি দূরে চড়িয়াগ্রামে ১২৪৮ সালে বারেন্দ্র কায়স্থ কুলে জন্ম গ্রহন করেন। পূর্ব্বাশ্রমের নাম ভীমকিশোর রক্ষিত (মতান্তরে বাল্য নাম ব্রজকিশোর রক্ষিত, পিতা ভীমকিশোর রক্ষিত, বেশাশ্রয়ের নাম অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী ও পত্নীর নাম ব্রজ সুন্দরী)। অল্পবয়সে পিতামাতার দেহত্যাগ ঘটায় বিধবা ভগ্নীর আশ্রমে পালিত হন। (মতান্তরে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা) বাল্যে বিশেষ লেখাপড়া শিখা সম্ভব হয় নাই। সামান্য আমনের কার্য্য শিখিয়া সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সলপ গ্রামের জমিদার সান্যাল গোষ্ঠীর দেওয়ান পদ্মলোচন নাগ মহাশয়ের অধীনে জমিদারীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। এবং তাঁহার সঙ্গ লাভে গৌর পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করেন। নাগ মহাশয়ের সন্তানাদি না থাকায় তাহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তথায় এক অদ্বৈত সন্তান সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। তারপর নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে এক নিত্যানন্দ সন্তানের আগমনে ইষ্টগোষ্ঠীতে বিভোর হইয়া তাহার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। তথায় লঘু হরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। ২৭ বৎসর বয়সে পরম বৈরাগ্য উদয়ে গৃহে যুবতী ভার্য্যা ও ভাগ্নেকে ছাড়িয়া বেশাশ্রয় গ্রহন করিলেন। নবদ্বীপ, পুরীধাম হইয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ রাধাকুণ্ডে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত সমাপে শ্রীহরি নামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ণ করেন। বহু ছাত্র আগমনে অধ্যয়নের অসুবিধায় শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈত বংশ্য শ্রীরাম শিরোমনি

সমীপে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। এখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া পুনরায়
রাধাকুণ্ডে গমন করতঃ শ্রীজগদানন্দ দাসজির নিকট অধ্যয়ণ করিয়া সমগ্র শ্রীহরি
নামামৃত ব্যাকরণ আয়ত্ত করেন। তখন বয়স ৩৬ বৎসর। রাধাকুণ্ডে কীর্ত্তণীয়া
শ্রীগোপীদাসজীর সমীপে কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। তারপর রাঢ়দেশীয়
পাঁচথুপীর কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র মহাশয়ের নিকট আসিয়া বিবিধ গান শিখেন এবং বহুস্থানে
গিয়া সুগায়ক সমীপে কীর্ত্তন গান শিক্ষা করেন। প্রভুপাদ নিলমণি গোস্বামীর
সমীপে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ণ করেন। তাঁর লীলা কীর্ত্তনে প্রবল অনুরাগ জানিয়া
নীলমণি প্রভু গাড়ীভারা দিয়া রাঢ়দেশে পাঠাইলেন। মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপি গ্রামে
কীর্ত্তনাচার্য্য কৃষ্ণদয়াল চন্দ্র সমীপে কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। কান্দীর কীর্ত্তনাচার্য্য
দামোদর কুণ্ডু ও ময়নাডালের সুধাকৃষ্ণ মিত্র ক্রমে নবদ্বীপ ব্রজবাসী রায় বাহাদুর
খগেন মিত্র, গদাধরদাস বাবাজী ভক্তিচরণ দাস বাবাজী সমীপে কীর্ত্তন শিক্ষা করেন।
কীর্ত্তন শিক্ষার মধ্যে মধ্যে বৃন্দাবন গিয়া তাঁহার শিক্ষার গান গুলি নীলমণি প্রভুকে
শিখাইতেন। রাঢ় হইতে একবার পুরীধামে গমন করেন। কীর্ত্তন শিক্ষা অন্তে
কাটোয়ায় আসিয়া শ্রীগুরু দর্শন ও মহাপ্রভুর মন্দিরের কীর্ত্তন কালে পত্নীর সাক্ষাৎ
ঘটে, তাঁহার পত্নী ব্রজসুন্দরী নিজ মাতা ও ভ্রাতা রামলাল গুনকে সঙ্গে লইয়া পতির
অনুসন্ধানে রাঢ়দেশ হইতে বৃন্দাবন ভ্রমিয়া কাটোয়ায় তাঁহার দর্শন পান, গুরুর আদেশ
ও বৈষ্ণব মণ্ডলীর অনুরোধে অদ্বৈত দাস পত্নীসহ কাটোয়া হইতে নবদ্বীপে আসিয়া
গোরাচাঁদের আখড়ায় বাস করেন বৃন্দাবনে "পণ্ডিত বাবাজী" নামে সর্ব্বজন
পরিচিত ছিলেন। এখানেও গুনমুগ্ধ ভক্তগণ একখানি বাড়ি খরিদ করিয়া দিলেন।
অদ্বৈত দাস পত্নী ও কয়েক মাসের জাত কন্যাকে লইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন।
নবদ্বীপে থাকিয়া কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। নয় বৎসরের কন্যা কৃষ্ণপ্রিয়াকে বিবাহ
দিয়া কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কীর্ত্তন টোলের অধ্যাপক
নিযুক্ত হন। কয়েক বৎসর পরে তাড়াসের জমিদার রাজর্ষি বনমালী বাহাদুরের
অনুরোধে বৃন্দাবনে গিয়া স্বস্ত্রীক বাস করেন। তথায় রাজর্ষির কুঞ্জে নিয়মিত কীর্ত্তন
গান ও শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। ১৩২০ সালে পত্নী ও ১৩২৮ সালে কন্যার
মৃত্যু হয়। পত্নীর দেহান্তে তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য ৮৫ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে

কন্যার নিকট বাস করিতেন কন্যার মৃত্যুর পর পুনঃ বৃন্দাবনে গমন করেন। ১৩ সালে স্বনামধন্য পণ্ডিত ও রসজ্ঞ গায়ক শ্রীঅদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজী নিত্য লী প্রবীষ্ট হন। বহু ছাত্র তাহার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছেন। প্রখ্যা সাহিত্যিক ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তাঁহার দৌহিত্র।

—০—

কীর্ত্তণীয়া রসিক দাস

কীর্ত্তণীয়া রসিক দাস মুর্শিদাবাদ জেলার যজান গ্রামে চৈতন্য মঙ্গল গায়ক চৈতন্যদাসের পুত্র অনুরাগীদাসের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহন করেন। অনুরাগী দাস মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। পদ্মাপারে কীর্ত্তন করিতে গিয়া মূল গায়কের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় গ্রামে গিয়া কীর্ত্তন শিক্ষা করতঃ কীর্ত্তনে অশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। দক্ষিণখণ্ডে ক্ষুদুমণি দাসীকে বিবাহ করিলে রসিক দাস ও দুই কন্যার জন্ম হয়। ক্ষুদুমণির মৃত্যুর পর অনুরাগী দাস যজানে আসিয়া দ্বিতীয় বিবাহ করিলে রতন দাস ও গৌর দাসের জন্ম হয়। রতন দাস রসিকের শির দোহার ও দলের কর্ত্তা ছিলেন। গৌর



দাস কলিকাতায় বাস করিয়া বিখ্যাত কীর্ত্তণীয়া হন। রসিকের অন্তর্দ্ধানে সম্প্রদায় সহ দক্ষিণ খণ্ডে গান করেন। রসিক দক্ষিণ খণ্ডে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। পিতা অনুরাগী দাস তাহাকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। ছাত্রগণকে শিখাইলেও তাহাকে তাড়াইয়া দিতেন। শ্রুতিধর রসিক দূর হইতে শুনিয়া কীর্ত্তন করতঃ পিতাকে সেই গান শুনাইতেন। পিতা ক্রুদ্ধ হইতেন। মাতুল রসিককে দক্ষিণ খণ্ডে আনিয়া

সোনারুন্দীর রাজবাড়ীর কীর্ত্তন গায়কের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করান। অল্পদিনের মধ্যে কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া নিজে দল গঠন করেন। সেসময় তাহার বয়স চৌদ্দ পনের বৎসর। কাঁদরার মঙ্গল ঠাকুরের উৎসবে বহু স্বনামধন্য কীর্ত্তণীয়ার আগমন ঘটিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে রসিক কীর্ত্তন করিতেছে। পিতা অনুরাগী দাস আড়ালে থাকিয়া পুত্রের কীর্ত্তন শ্রবনে অভিভূত হইয়া পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুদিনের ব্যবধান দূর হইল। পিতা পুত্রের মিলন ঘটিল। কালে রসিক তৎসাময়িক বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক রূপে পরিচিত হইলেন। দীর্ঘ দেহ উচ্চ মধুর ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং বড় তালের কীর্ত্তনে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তাঁর সমস্ত গুন, গানের পরিবেশন ভঙ্গী, আখরের পারিপাট্যই তাঁহাকে "বড় মূল গায়েন" নামে পরিচিত করিয়াছিল। কীর্ত্তনের 'কাটাধরা' তাল রসিকেরই সৃষ্টি। রসিক স্থায়ীভাবে দক্ষিণ খণ্ডে বাস করিতেন। নন্দদাস ও রাধাশ্যাম দাস রসিকের দুই পুত্রও কীর্ত্তনে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিল। ১৩২০ সালের ১০ চৈত্র মহাবারুনীর দিন রসিক দাস নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। দুর্গোৎসবের পর শুক্লা একাদশীতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোধান তিথিতে ঝামটপুরে উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন। উক্ত উৎসবে যতদিন জীবিত ছিলেন প্রতি বৎসর কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার অনুপ্রেরনায় অদ্যাবধি বহু কীর্ত্তণীয়া উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

—০—

অখিল দাস

বীরভূম জেলার কান্দর কুলো গ্রামে সূত্রধর কুলে ১২৬০ সালে রাজারামের পুত্ররূপে অখিল দাস জন্ম গ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে মাতা পরলোক গমন করিলে গ্রামবাসী বিহারী মণ্ডলের মাতা তাহাকে প্রতিপালন করেন। সাত বৎসর বয়সে পিতা মারা যান। বিহারী ও অখিল সমবয়সী। দুইজনে দশ বার বৎসর বয়সে ঝেলেরা গ্রামবাসী কীর্ত্তণীয়া বহু বল্লভের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। অখিল খোল বাজানাও শিক্ষা করেন। বহু বল্লভের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা শেষ করিয়া দক্ষিণ খণ্ডে রসিক দাসের নিকট কীর্ত্তনশিক্ষা করতঃ গুরুদেবের আদেশ মত কান্দরকুলো গ্রামে আসিয়া কীর্ত্তনের দল তৈরী করেন। ভূষণ চক্রবর্ত্তী ডাহিনের মৃদঙ্গ বাদক ও তৎবন্ধু বিহারী মণ্ডল ডাহিনে দোহার। ভূষণ চক্রবর্ত্তীর ছাত্র দত্তবকতোড় নিবাসী হরেকৃষ্ণ দাস পরবর্ত্তীকালে অখিল দাসের মৃদঙ্গ বাদক হন। অল্পদিনের মধ্যে অখিল দাস স্বনামধন্য গায়করূপে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ হন। ১৩৩৩ সালের ৬ আষাঢ় তিনি নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিতাই পদ একজন বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক ও কনিষ্ঠ পুত্র হরিপদ দাস কলিকাতা বাগবাজারের মদনমোহন মন্দিরের কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন।

যদুনন্দন দাস

কীর্ত্তণীয়া যদুনন্দন দাস বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বিরাহিমপুর কায়স্থ পরিবারে ১২৭৯ সালের ৪ঠা মাঘ জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মাতার নাম চিন্তামণি দাসী। কৈশোরে গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার হাতে খড়ি হয়। যদুনন্দনের পিতা বড় তালের গান জানিতেন। তাই পাঠ্যাবস্থাতেই পিতার নিকট এবং গ্রামের সুজন মৌলিক ও নিতাই সুন্দর মজুমদারের নিকট মনোহর সাহী সুরের কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। তাহাদের অন্তর্দ্ধানে দক্ষিণ খণ্ডের সুবিখ্যাত কীর্ত্তণীয়া রসিকদাসের সঙ্গে প্রায় সাত বৎসর দোহারি করেন। তারপর ঘরে ফিরিয়া

একটি সম্প্রদাস গঠন করতঃ মূল গায়করূপে গান করিতে থাকেন। বিরহিম-পুরের শ্রীমহাপ্রভুর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুকে গান শুনাইয়া ছিলেন। তারপর বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণদাস, বলরামদাস ও প্রেমদাস প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব গায়কগণকে লইয়া কীর্ত্তণের দল গঠন করতঃ মন্দিরে, কুঞ্জে এবং নানা স্থানে গান করিতে লাগিলেন। এইভাবে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। কান্দির রাজকুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ বৃন্দাবনে লালবাবুর কুঞ্জে যদুনন্দনকে আনাইয়া রাস গান শুনেন। গানে সন্তুষ্ট হইয়া যদুনন্দনকে কলিকাতায় আনয়ণ করতঃ কাশীপুর রাজবাড়ীর শ্রীগোপাল বিগ্রহের গায়ক নিযুক্ত করেন। একজন মৃদঙ্গ বাদক ও দুইজন দোহার সঙ্গে থাকিত। মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় গোপালজিউকে গান শুনাইতেন। গুনগ্রাহী রাজকুমার নিজ ব্যায়ে যদুনন্দনের বিবাহ দিয়া ব্যায় নির্ব্বাহের জন্য কিছু ধানের জমি কিনে দেন। প্রায় ছয় বৎসর কাশীপুরে বাস করিয়া রাজকুমারের দেহত্যাগের পর বিরাহিম পুরে আসিয়া দল গঠন করেন। তাঁহার সুদর্শন চেহারা, মধুর কণ্ঠধ্বনিতে অল্পদিনের মধ্যে কীর্ত্তনে সবার মন জয় করিয়া ছিলেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, ১৩৭৩ সালের ২০শে চৈত্র নিজধামে গমন করেন।

শ্রীরাধারমন দাস

কীর্ত্তণীয়া রাধারমন দাস বর্দ্ধমান জেলায় অজয় নদের তীরবর্ত্তী লাখুরিয়া গ্রামে ১২৯০ সালের আশ্বিন মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী দিনে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা রসিক দাস জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ ও একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল. রাধারমন প্রথম যৌবনে বর্দ্ধমান জেলার নিরোল গ্রামের রামনন্দ ও হৃষীকেশ (দুই ভাই) নামক দুইজন কীর্ত্তনীয়ার নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। পরে নিজ দল তৈরী করিয়া আশপাশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁর কিছু ধানের জমি ছিল। বাবা জ্যেঠার সঙ্গে বর্ষাকালে চাষ করিতেন। একদিন চাষ করে গায়ে কাদা মাখা অবস্থায় ফিরিতেছেন। তাহা দেখিয়া এক ভদ্র লোক বলিলেন মূল গায়েনের গায়ে কাদা। তাতে রাধারমনের লজ্জা বোধ হইল। তিনি গ্রাম ছেড়ে কলিকাতায়

পলাইয়া আসিলেন। কিন্তু কলিকাতায় গায়ক কোথায় ? মুর্শিদাবাদের খর গ্রামের বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক অখিল দাস গোয়াবাগানে বাসা করিয়া রহিয়াছেন, তিনি কীর্ত্তন জানিতেন। রাধারমন তাঁর নিকট কীর্ত্তনশিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কোন উপার্জ্জন নেই। পিতা দরিদ্র, ঘরে বিবাহিত স্ত্রী রহিয়াছেন। পিতার নিকট হইতে কোন সাহার্য্য নাই, আর্থিক কারণে পিতা পুত্রের মনমালিন্য ঘটিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্মরণ করে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। পাবনার তারাসের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় বৃন্দাবনে কীর্ত্তন শিক্ষা দানের চতুষ্পাটি খুলিয়াছেন। কীর্ত্তন টোলের অধ্যাপক কীর্ত্তণীয়া পণ্ডিত অদ্বৈত দাসজির সমীপে কীর্ত্তন শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিত বাবাজী কিছুদিন পরে রাধারমনকে গৃহে পাঠাইয়া তাহার পত্নীকে বৃন্দাবনে আনাইলেন। রাধারমন পণ্ডিত বাবাজীর নিকট হরিনামামৃত ব্যাকরণ ও কীর্ত্তন শিক্ষা এবং শ্রীনীলমনি প্রভুর নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা রহস্যের মর্ম্ম অবগত হইতে লাগিলেন। এইভাবে দীর্ঘ আঠার বৎসর শিক্ষা লাভের পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কলিকাতায় আসিয়া রায় বাহাদুর রসময় মিত্রের মাধ্যমে রাজা প্রফুল্ল নাথ ঠাকুরের গৃহ দেবতা শ্রীরাধাকান্ত জীউর গায়করূপে নিযুক্ত হন। মুর্শিদাবাদের কয়শ নিবাসী কোপা হরিদাস, তাহার দেহান্তে কান্দীর গোষ্ঠ দাস তাহার সহিত সঙ্গত করিতেন। পাথুরিয়া ঘাটার রাজবাড়ীর বাঁধা গায়ক থাকায় অন্য কোথাও গাইবার সুযোগ পান নাই। ফলে বাংলার পল্লীতে তাহাকে কেহ জানিতে পারে নাই। পাথুরিয়া ঘাটার ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষের মাধ্যমে একাধিবার নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন কীর্ত্তন করেন। ১৩৫৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে সঙ্গীত সম্মেলনে ও ১৩৬০ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে কীর্ত্তন করিয়া ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৩৬৩ সালের ১১ চৈত্র তিনি দেহত্যাগ করেন। এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই দেহত্যাগ করেন।

অবধৌত দাস

কীর্ত্তণীয়া অবধৌত দাস বীরভূম জেলার কীর্ণাহারের নিকট মধুডাঙ্গা গ্রামে ১২৬৬ সালে জন্মগ্রহন করেন. পিতা নীলকমল দাস, ইহাদের পুরুষানু

ক্রমে মৃদঙ্গ বাদন ও চৈতন্যমঙ্গল কীর্ত্তনের চর্চ্চা ছিল। প্রথম যৌবনেই ময়নাডালে গিয়া নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুরের নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন শিক্ষা সমাপ্তির পর গায়ক রসিক দাস পরে রাধিকা প্রসাদ সরকারের দলে মৃদঙ্গ সঙ্গত করিয়া অশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। বয়স ত্রিশবৎসর অতীত হইয়াছে। সহসা দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হইয়া মরনোন্মুখ হইলে নিকট-বর্ত্তী জুকুটিয়া গ্রামে জল্পেশ্বর শিবের মন্দিরে ধরণা দিলেন। সপ্তদিনান্তে রাত্রি শেষে স্বপ্নে শঙ্কর বলিলেন "গৃহে গিয়া চৈতন্যমঙ্গল গান শিক্ষা কর, গৌর গুন গানই তোমার এই ব্যাধির মহৌষধ। গানই তোমার জীবিকা হবে এবং এতেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।" তদবধি অবধৌত শিববাক্য পালনে ব্রতী হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তন বাংলার স্বনামধন্য কীর্ত্তনীয়াগণ ও প্রীত হইয়াছে। একদা ময়নাডালে মহাপ্রভুর সন্মুখে মহাপ্রভুর বিবাহোৎসব কীর্ত্তনকালে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছিল এবং বিগ্রহের উত্তরীয় সিক্ত হইয়াছিল। শ্রীধাম নবদ্বীপ, কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থে তাহার সমাদর ছিল। ১৩৪৯ সালে গোষ্ঠাষ্টমীর চারিদিন পূর্ব্বে সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। গোপালপুরের শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রের প্রাঙ্গনে গান করিয়া ফিরিবার কালে ক্ষ্যাপা কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া জ্বরে শয্যাশায়ী হন। এইভাবে তিনদিন থাকিয়া দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণ দয়াল চন্দ

কীর্ত্তনীয়া কৃষ্ণদয়াল চন্দ ১২০১ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি গ্রামে সুবর্ণ বণিক কুলে দীনবন্ধু চন্দের পুত্ররূপ জন্ম গ্রহন করেন। তিনি সর্ব্বজন সমীপে চন্দজী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

পাঁচথুপির পাঠশালাতে হাতেখড়ি হয়। কৈশোরে মুনিয়া ডিহির পণ্ডিত রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের চতুস্পাটীতে ভর্ত্তি হয়। তথায় ব্যকরণ কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ণ করতঃ পাণ্ডিত্য প্রভাবে রাঢ়ের পণ্ডিত সমাজে সুপরিচিত হন। বীরভূমে তুনোবড়া গ্রামের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রামসুন্দর তর্কবাগীশ কৃষ্ণদয়ালের পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহন করেন। পাঁচথুপির কৃষ্ণহরির নিকট মনোহর

সাহি সুরের কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। ক্রমে মনোহর সাহী সুরের একজন প্রখ্যাত কীর্ত্তণীয়া রূপে সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ হন। বৃন্দাবনবাসী নীলমণি প্রভু অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাকে কীর্ত্তন শিখবার জন্য কৃষ্ণদয়ালের নিকট প্রেরণ করেন। একবার বৃন্দাবনে গমন করিয়া নীলমণি প্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কালে কৃষ্ণদয়াল আত্মপরিচয় দিলে প্রভু ব্যাসাসনকে উঠিয়াই আলিঙ্গন করেন। তৎপরে শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন মন্দিরে পাঠ ও লীলা কীর্ত্তন শুনাইয়া ছিলেন। তাহার নিকট বহু ছাত্র কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, তার মধ্যে পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী অন্যতম। ১২৮৮ সালে তিনি অপ্রকট হন।

কীর্ত্তণীয়া মনোহর চক্রবর্ত্তী

বীরভূম জেলার ইলামবাজার লাগাও পশ্চিমে পায়ের গ্রামে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য কাশীশ্বর পরিবারভুক্ত গোস্বামীগণের বড় বাড়ির পরমানন্দ গোস্বামীর দৌহিত্র নিমাই চক্রবর্ত্তী দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া ইসলাম বাজারের একটি পাড়া ভগবতী বাজারে শ্বশুরের সম্পত্তির পাইয়া বসবাস করেন। নিমাই চক্রবর্ত্তীর প্রথমা পত্নীর পুত্র দীনদয়াল। মনোহর চক্রবর্ত্তী দীনদয়ালের পুত্ররূপে ১২২৫ সালে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করিয়া কান্দরায় ঠাকুর বাড়িতে শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। বাংলার তৎসাময়িক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গ বাদক জটেকুঞ্জ মনোহর চক্রবর্ত্তীর ডাহিনের বাদক ছিলেন। কীর্ত্তণীয়া গণেশ দাস কৈশোরে তাঁহার কীর্ত্তন শুনেন। মনোহর দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন রূপার নির্ম্মিত করতালে পাঁচরংএর রেশমের থোপনা ঝুলিত। উত্তরীয় চাদরখানি বক্ষের উপর ঢেঁড়ার চিহ্ন আঁকিয়া দুই স্কন্ধ বাহিয়া পৃষ্ঠের দিকে ঝুলিয়া থাকিত। মেরেলা কোঙার পুরের হারাধন সূত্রধর, রসিক দাস বেণীদাস প্রভৃতি কীর্ত্তণীয়াগণ তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। মনোহরের সন্তানাদি ছিল না। দীনদয়ালের সহোদর ভ্রাতা আনন্দচাঁদ, বেণীমাধব। বৈমাত্রেয় ভাই উদয়চাঁদ, উদয়চাঁদের পুত্র অখিল, তৎপুত্র নবীন, তৎপুত্র গৌর ও কেশব, ইহারা সকলে গায়ক। ইহারা পুরুষানুক্রমে জয়দেব কেন্দুবিল্বের মেলায় পৌষসংক্রান্তিতে তিন দিন লীলাকীর্ত্তন করিতেন।

শ্রীশচীনন্দন দাস

১২৬৩ সালে কীর্ত্তণীয়া শচীনন্দন দাস জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম বনমালী দাস। পদকর্ত্তা শ্রীগৌরসুন্দর দাসের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণসুন্দরের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। বনমালী দাস বাছরা গ্রামের কীর্ত্তণীয়া দীনবন্ধু দাসের মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। তিনি পুত্রকেও মৃদঙ্গ শিক্ষা প্রদান করেন। শচীনন্দন প্রথমে



ভগিনীপতি বাছরা গ্রামবাসী কীর্ত্তণীয়া রাধাবল্লভের মৃদঙ্গ বাদক হন। এক কীর্ত্তন আসরে শ্রোতার একটাকা পুরস্কার কে কেন্দ্র করে গায়কের পিতার কটূক্তি কারণে শচীনন্দনের পিতা বনমালী দাস কীর্ত্তন আসরে খোল ভাঙ্গিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পুত্র জীবনে খোল ধরিবে না। উহাকে সুযোগ্য কীর্ত্তণীয়া করিতে না পারিলে কোনদিন কীর্ত্তন আসরে আসিবে না। ঘরে আসিয়া পুত্র শচীনন্দনকে মানিক্য হারের শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ঠাকুরের সমীপে কীর্ত্তন শিক্ষায় নিযুক্ত করেন। শচীনন্দন তথায় সুযোগ্য শিক্ষা গ্রহন করিয়া ফিরিলে পিতা তাঁহার মৃদঙ্গ বাদক হইয়া তাঁহার কীর্ত্তণের সহায়তা করত: কীর্ত্তণের দল তৈরী করিলেন। বহুদিন বনমালী দাস পুত্রের মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তণীয়া নন্দকিশোর দাসের পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস শচীনন্দনের মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। ১৩৩৩ সালে বৈশাখ মাসে ষট্ পঞ্চমীর দিন শচীনন্দন দেহত্যাগ করেন।

শ্রীগণেশ দাস

কীর্ত্তনীয়া গণেশ দাস ১২৬৭ সালে ৬ই অগ্রহায়ণ নদীয়া জেলার বারুই পাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহন করেন। ইহার পূর্ব্বপুরুষ মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে হইতে মণ্ডল উপাধি প্রাপ্ত হন। ধাওয়া পাড়া বাসী নয়নানন্দ দাসের পুত্র: পুত্র আনন্দ রাম পুত্র শালগ্রাম বাল্যে দুর্দ্দান্ত ছিলেন। তাহার গান শুনিয়া এক সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্রমে লইয়া কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। কীর্ত্তন শিক্ষান্তে ঘরে ফিরিয়া কীর্ত্তনের দল

তৈরী করেন। বারুইপাড়া বাসী শালগ্রাম বিশ্বাসের পিতৃ শ্রাদ্ধে কীর্ত্তন করিতে আসিয়া একই নামের কারনে উভয়ে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন। কিছুদিন পরে জ্ঞাতি বিরোধে শালগ্রামের পিতা বারুইপাড়া গ্রামে পুত্রের বন্ধুর নিকট গিয়া বাসস্থান



নির্ম্মান করেন। শালগ্রামের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ কানাই কীর্ত্তন শিখিয়া গায়ক,তৃতীয় শ্রীদাম শির দোহার ও চতুর্থ সুবল মৃদঙ্গ বাদক হইয়া কীর্ত্তনের দ'ল তৈরী করেন। সুবলের পুত্র মহেশ বাজানা শিখিয়া পরে কীর্ত্তন শিক্ষা করত গায়ক হন। মহে-শের পুত্রই কীর্ত্তনীয়া গণেশ দাস সাত-আট বৎসর বয়সে যাত্রাগান শিক্ষা করেন পরে পিতা দু একটি কীর্ত্তনের গান শিক্ষাদেন। প্রথমে বাছরা গ্রামের দীনবন্ধু দাসের দোহারি ছিলেন। পরে বনমালী দাসের পুত্র কীর্ত্তনীয়া শচীনন্দন দাসের দোহারি হন। ১২৭৯ সালে ১০ই চৈত্র গণেশের মাতা পরলোক গমন করেন। ১২৮১ সালে বনমালী দাসের দেহাব সলি হইলে গণেশ বাড়ি ফিরিয়া কীর্ত্তনে দল গঠন করেন। গণেশ কীর্ত্তন গুনে নবদ্বীপের বড় আখড়ার স্থায়ী কীর্ত্তনীয়া হইলেন। নবদ্বীপেই রসিক দাস গনেশকে ধর্ম্মপুত্র রূপে গ্রহন করেন। গনেশের উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতৃ বিয়োগের পর নবদ্বীপে কীর্ত্তনে আসিলে বেনীদাস তঁাহার কীর্ত্তনীয়া ডাকাইয়া বলিলেন যে রসিক দাসের সহিত গনেশের ধর্ম্ম পিতা পুত্র সম্বন্ধ জানিয়া বেনী দাস তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। গনেশ নিজ পিতার মৃত্যুতে কীর্ত্তন শিক্ষার কাজ বন্ধ থাকায় দল ভাঙ্গিয়া কীর্ত্তন করিব বলায় বেনীদাস নিষেধ করেন। গনেশ বেনীদাসের কীর্ত্তন আসরে গিয়া কীর্ত্তন শিখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রসিকদাসের বাড়ীগিয়া গান শিখতেন। কিছুদিন পণ্ডিত বাবাজীর নিকট শিক্ষা গ্রহন করেন। বৃন্দাবন, গয়া, কাশী,

প্রয়াগ, পুরী, মনিপুর প্রভৃতি দেশেগিয়া গনেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। অগনিত নরনারী তাহার কীর্ত্তন শ্রবনে মুগ্ধ। কীর্ত্তন গানের মাধ্যমে প্রভুপাদ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হন। প্রভুপাদের তিরোভাব উৎসবে কীর্ত্তন করেন। মনীষী বিপিন চন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেই উৎসবে কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রসা রোডের বাড়ীতে লইয়া প্রায় একমাস কীর্ত্তন শুনেন। চিত্তরঞ্জনের ন্যায় বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার ও আই, সি, এস গন কীর্ত্তন গান ও পদাবলী সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। গনেশ কীর্ত্তন গানকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৩৪৪ সালে ৩১ শে আশ্বিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় গনেশ কীর্ত্তনীয়া নিত্য ধামে প্রস্থান করেন।

অবধূত বন্দোপাধ্যায়

কীর্ত্তনীয়া অবধূত বন্দোপাধ্যায় ১২৭১ সালে বীরভূম জেলার বোলপুরের তিন ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে বরা-ডোংরা গ্রামে রামলাল বন্দোপাধ্যায়ের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল এবং কীর্ত্তন গান করিতেন। অবধূত বন্দোপাধ্যায়ের জন্ম বৎসরে পিতার মৃত্যুঘটায় চাকটা গ্রামবাসী মাতুল বিপিন বিহারী ঠাকুর মহাশয়ের স্নেহে লালিত পালিত হন। দশ বৎসর বয়সে কান্দীর রাজবাটীতে নটবর গোস্বামীর চতুষ্পাঠিতে ভর্ত্তি হন। সে সময় মনোহর সাহী সুরের কীর্ত্তনীয়া দামোদর কুণ্ডুর নিকট কীর্ত্তনশিক্ষা করেন। রাজবাটীতে শ্রীরাধাবল্লভ বিগ্রহের প্রসাদ ও বিনা বেতনে কীর্ত্তন শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন। অবসর সময়ে মাতুল বিপিন বিহারীর নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। ছয় বৎসর কীর্ত্তন শিক্ষার পর

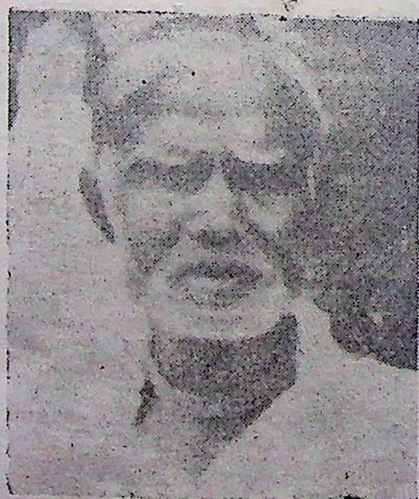


১২৮৮ সালে মাঘ মাসে সর্বপ্রথম নবদ্বীপে গান করিতে আসেন। তিনি পণ্ডিত্যে রসজ্ঞতা, সুরতালের সহজাত মাত্রা বোধ নবদ্বীপের বৈষ্ণব ও পণ্ডিত

সমাজের হৃদয় জয় করেন। অবধূত বন্দোপাধ্যায় রসিক দাসের নিকটেও কীর্ত্তন শিখেন। তাঁহার কীর্ত্তনে রসমাধুর্য্য বিশেষ প্রকাশ ঘটিত। বহু বৈষ্ণব, পণ্ডিত, নরনারী তাহার একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তিনি চাকটা ত্যাগ করিয়া শক্তিপুরে গঙ্গাতীরে অবস্থান করেন। শক্তিপুরে বহু ছাত্র তাহার সমীপে কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। স্বনামধন্য গায়ক নন্দকিশোর দাস তাহার সুযোগ্য ছাত্র। তিনি তাঁহার কীর্ত্তণের ধারা অব্যাহত রাখিয়াছিল। ১৩৫১ সালে ২৩শে বৈশাখ শ্রীনৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিনে নিত্যলীলায় প্রবীষ্ট হন।

শ্রীফটিক চৌধুরী

কীর্ত্তনীয়া ফটিক চৌধুরী ১২৭৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা দিবসে মুর্শিদাবাদ জেলার হাসনপুর গ্রামে (পোষ্ট দৌলতাবাদ) মাহিষ্য কুলে জন্ম গ্রহন করেন। পিতার নাম বিহারী লাল চৌধুরী, জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা বিপিন বন্ধু ও জগবন্ধু। পিতৃ দত্ত নাম কৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী। শৈশবে মাতৃগীন হইলে পিসী মাতা রাজসাহী জেলার ব্যাঙ্গারী গ্রামে নিজের বাড়ীতে লইয়া আসেন। তিনি তাহাকে ফটিক বলিয়া ডাকিতেন। সেই ফটিকই পরবর্ত্তীকালে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তণীয়া ফটিক চৌধুরী। ফটিক চৌধুরীর রাজসাহীতে পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ হয়। ছাত্রবৃত্তি পর্যান্ত পাড়িয়া এক ওস্তাদের নিকট সঙ্গীতে হাতে খড়ি হয়। পিতা ছোটখাট জমিদার। রাসসাহী হইতে আঠার বৎসর বয়সে বাড়িতে আসেন। উনিশ বৎসর বয়সে বগুড়া জেলার পার্ব্বতীপুরের জমিদার বাড়ীতে বিবাহ হয়। মুর্শিদাবাদ বরোঁয়া থানার কুঁকড়োজোল নিবাসী কথক ও কীর্ত্তণীয়া জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় উলাসপুরে শ্রীমদ্ভাগবত কাথতকার জন্য এক মাস থাকেন। ফটিক সংবাদ পাইয়া তাহার সমীপে উপনীত



হন এবং কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। চট্টোপাধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ফটিক গৃহে আসিয়া দুই চারিদিন পরে পত্নীর হাতের সোনার নারিকেল ফুল এগার টাকায় বন্ধক দিয়া গৃহত্যাগ করেন। ভোরে উঠিয়া একদিনে বাইশ ক্রোশ হাঁটিয়া কুঁকড়াহোলে উপস্থিত হইলেন। জীবনকৃষ্ণ মহাশয় ফটিকের আগ্রহ দেখিয়া সস্নেহে স্বগৃহে রাখিলেন। ফটিক গোচরণ করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করতঃ শিক্ষা করেন। এদিকে পিতা ভুলিয়া করতঃ একবর্ষ পরে পুত্রকে গৃহে আনয়ণ করেন। ফটিক কিছুদিন পরে পিতার সম্মতি লইয়া ময়নাডালে সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর সমীপে আসিয়া কীর্ত্তন শিক্ষা করেন তৎপরে বাড়ী ফিরিয়া কীর্ত্তনের দল করেন। পিতা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে ফটিক মুর্শিদাবাদ শ্রীরামপুরের ভক্তপ্রবর দেবকীনন্দন সেনের নি.র্দ্দেশে কীর্ত্তন কেই উপজীবিকারূপে গ্রহন করেন। প্রথমে গান করেন গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছুটিপুরে হরিমণ্ডলের বাড়ীতে গান শুনিয়া সকলে বহু প্রশংসা করিল। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গিতে কীর্ত্তন করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিলেন। তখন ডাহিনের বাদক ফণী মণ্ডল, আর বামের বাদক চণ্ডীচরণ নান ও লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ডাহিনের দোহার রজনীকান্ত বান্নু ও বিজয়কৃষ্ণ দাস বামে হরিদাস বাবাজী। শ্রীখণ্ডের তার গানের অদ্ভুত মহিমা শুনিয়া তাহার দুইবর্ষ পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যৈষ্ঠা কন্যা অর্পনাদেবী ফটিককে কীর্ত্তন করিতে কলিকাতায় আনয়ণ করেন। সে সময় মাসাবধি কলিকাতায় থাকিয়া সুধীভক্তগণকে বিভাবিত করেন। তার গানে আখর কম। বাক্যলাপে, সুরমূর্চ্ছণায়, আবৃত্তির মাধুর্য্যে ও পাণ্ডিত্যের মাধুর্য্যে আসর মাতাইয়া রাখিতেন। তাঁর গানের ধারা মনোহর সাহীর সঙ্গে রেনেটির সংমিশ্রণ অর্পনাদেবী ও নন্দকিশোর গান শিক্ষা করেন। ১৩৪৪ সালের ৫ই ফাল্গুন খাগড়ায় গঙ্গাতীরে আপনার জামাতার গৃহে রাত্রি বারটা ত্রিশ মিনিটে অপ্রকট হন।

যামিনী মুখোপাধ্যায়

কীর্ত্তনীয়া যামিনী মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদ জেলার দাক্ষিন খণ্ডে ১২৯৪ সালের ১৮ বৈশাখ নৃসিংহ নন্দন মুখোপাধ্যায়ের পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হন। প্রথমে দক্ষিণ খণ্ডের বড় রসিক দাসের দোহার রূপে ছয় বৎসর পরে অবধূত বন্দোপাধ্যায়ের দলে যোগদান করেন। ১৩২৮ সালে স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া বনওয়ারী বাদ রাজ বাড়ীতে প্রথম গান করেন। তিনি জনপ্রিয় কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। ১৩৭২ সালে ১১ই আশ্বিন তাঁহার তিরোধান ঘটে।

শচীনন্দন দাস

স্বর্ণহাটীর শচীনন্দন দাস প্রখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন। শ্রীখণ্ডের কীর্ত্তনাচার্য্য গৌরগুনানন্দ ঠাকুরের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। শ্রীখণ্ডের বড়ডাঙ্গির উৎসবে তাঁহার বাঁধা আসর ছিল। শচীনন্দের পুত্র কমলাকান্ত দাস প্রখ্যাত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

অন্যান্য কর্ত্তনীয়া

কাটোয়ার নিকট মেরেলা কোঙার পুরের হারাধন সূত্রধর, বর্দ্ধমানের মানকরের নন্দদাস, বীরভূম তাঁতিপাড়ার নন্দদাস ও নিতাই দাস দক্ষিন খণ্ডের বনওয়ারী দাস, লাহা পাড়ার বিষ্ণুদাস, গঙ্গানাপিত, কালহৃদয়, জানাই হৃদয়, কালা গৌর দাস, নকুড় দাস, বীরভূমের মহানন্দ দাস, আখুরে হরিদাস, তাঁরপুত্র গোপাল দাস। ইহাদের পরিচয় অজ্ঞাত।

শিবনাথ সাহা

ঠাকুর জমিদারীর নদীয়া জেলার কমলাপুর গ্রামে বিখ্যাত গঞ্জ জানিপুরের (খোকসা ষ্টেশন) পূর্ব্বে গোবাই নদীর তীরে অবস্থিত। এককালে মনোহর সাহী কীর্ত্তনে দেশ মাতিয়ে দিয়ে ছিলেন। যৌবনে রবীন্দ্র নাথ জানিপুরে শিবু সাহা কীর্ত্তন শুনিয়া বিমুগ্ধ হন। জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্র নাথ শিবু সাহাকে ডাকিয়ে কীর্ত্তন শুনতেন। শিলাইদহ কাছারিতে প্রতি বৎসর অনুষ্ঠানে শিবুসাহার কীর্ত্তন হত। শিবু সাহাকে রবীন্দ্র নাথ অনেক জমি বন্দোবস্ত দেন। গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মাতৃবিয়োগে রবীন্দ্রনাথ শিবু সাহাকে ঠাকুর ভবনে লইয়া যান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মহারাজা মনীন্দ্র নন্দী, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুর গৃহে, নটোর ও পাইক পাড়ার রাজবাড়ীতে শিবু সাহা কীর্ত্তন করিতেন। সমস্ত বঙ্গদেশ তার কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া উঠে।

নবদ্বীপ ব্রজবাসী

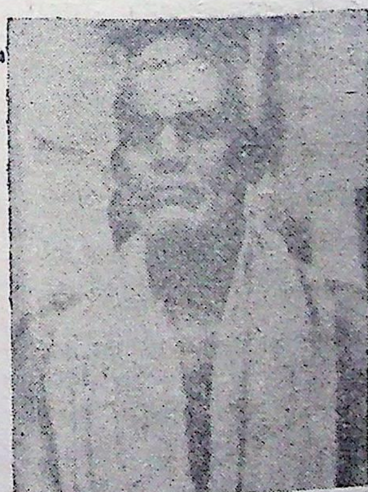
নবদ্বীপ ব্রজবাসী ১৯২৫ সংবতে বৃন্দাবন ধামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা কীর্ত্তনগায়ক কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী। পিতৃদত্ত নাম পুরনচন্দ্র ব্রজবাসী। ৭ বৎসর বয়সে পিতার নিকট খোল বাজনা শিক্ষা আরম্ভ করেন। কৈশোরে প্রভু জগদ্বন্ধু

তাঁহার কাঁধে খোল তুলিয়া দিয়াছিলেন। অদ্বৈত পণ্ডিত বাবাজীর নিকট গরানহাটী ও মনোহর সাহী কীর্ত্তন অভ্যাস করেন। প্রেমানন্দ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহন করেন। ১৩২০ সালে কলিকাতায় আসিলে তাঁহার গীতবাদ্যে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহন করতঃ শিক্ষিত সমাজে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন। ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজে প্রতিষ্ঠিত কীর্ত্তন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠা কন্যা অর্পনা দেবী তাঁহার নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন।

প্রেমদাস

১২৫০ সালে ফাল্গুন মাসে সিজ্ঞ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পিতা নিতাই দাস মালিহাটীতে বিবাহ করিয়া সেখানে বাস করেন। তিনি ভেকাশ্রিত বৈষ্ণব। ১৩২৪ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে নিত্যধামে গমন করেন।

সুরেন্দ্র নাথ আচার্য্য



মুর্শিদাবাদ জেলার বরোয়া গ্রামে ১২৭৮ সালের ১২ অগ্রহায়ণ প্রিয়নাথ আচার্য্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করেন। কণ্ঠস্বর উচ্চ, তীব্র অথচ সুরেলা। সুগায়ক হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। ১৩৪৫ সালে ১৯চৈত্র নিত্যধামে গমন করেন। গোপীরমন আচার্য্য ঐবংশের কীর্ত্তণীয়া।

রথীন ঘোষ

রথীন ঘোষ ১৩২৮ সালের ১৫ আশ্বিন মহালয়ার দিনে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, মাতা শ্রীমতী বিনাপানী। বাড়ীতে শ্রীরাধারমন বিগ্রহের সম্মুখে বিভিন্ন পর্বদিনে কীর্ত্তন হইত। রথীন্দ্র নাথ আগ্রহ ভরে শুনিতেন।

মন্তাবাবুর নিকট তাঁহার কীর্ত্তনে হাতে খড়ি হয়। নয় দশ বৎসর বয়সে মন্তাবাবুর গান শুনে হারমোনিয়ামে অভ্যাস করিতেন। চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সমীপে খেয়াল ঠুংরী টপ্পা ও তবলা শিখিতে লাগিলেন পরে পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য সমীপে তবলা ও পাখোয়াজ শিক্ষা করেন। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সে ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁর নিকট তবলা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে নবদ্বীপে আসিলে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক পশুপতির জ্যেষ্ঠপুত্র রামকৃষ্ণ মিশ্র রথীনকে একবর্ষকাল কীর্ত্তন শিক্ষা দেন। ইহার কিছুদিন পরে মধুপুরে পিতৃ বিয়োগ ঘটিলে সপরিবারে দার্জ্জিলিং গিয়া



পিতার পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করেন। দার্জ্জিলিঙে দিন কাটছে না। পিতৃশোক ভুলিবার জন্য তবলা বাজাইবার নেশায় প্রমত্ত হইলেন। বন্ধুরা চাঁদা তুলিয়া পশুপতির কনিষ্ঠপুত্র বিষ্ণুমিশ্র, সুখেন্দু গোস্বামী ও ওস্তাদ মোস্তাক আলি খাঁকে দার্জ্জিলিঙে উপস্থিত করতঃ পালা করিয়া এক একদিন এক এক জনের বাড়ীতে সঙ্গীতের বৈঠক বসিতে লাগিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী মায়াবসুর অনুরোধে রথীন্দ্র দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে কীর্ত্তনীয়া রেনুপদ অধিকারীর আগমনে তাঁর সমীপে তিনদিনে নৌকাবিলাস ও মাথুর পালা শিক্ষা করেন। দার্জ্জিলিঙে বহু বৈঠকে এই দুই পালা গান করিয়াছেন। তারপর কলিকাতায় ফিরিয়া রেনুপদ অধিকারী ও সুখেন্দু গোস্বামীর নিকট মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৩৫৮ সালে কীর্ত্তনীয়া নন্দকিশোর দাস কলিকাতায় কীর্ত্তনে আসিলে তাহার কীর্ত্তন শুনিয়া তাহাকে কীর্ত্তন শিক্ষার গুরুপদে বরণ করেন। বৃন্দাবনের প্রভুপাদ গৌরগোপাল গোস্বামী

হাওড়ায় বাস করিলে তাহার নিকট কীর্ত্তনীয়া হৃষী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, যামিনী মুখোপাধ্যায়ের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। অবধূত বন্দোপাধ্যায়ের ছাত্র পঞ্চানন দাস প্রায় দুই বৎসর নিজ বাড়ীতে রাখিয়া কীর্ত্তনের বহু পদ শিক্ষা প্রদান করেন। কীর্ত্তন গান করিতে গিয়া বহুস্থান হইতে বহু উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাধেশ্যাম দাস



কীর্ত্তনীয়া রাধেশ্যাম দাস ১২৮৮ সালে ৩০শে আশ্বিন প্রখ্যাত কীর্ত্তনীয়া রসিকদাসের পুত্ররূপে জন্মগ্রহন করিয়া পিতার সুনাম রক্ষা করেন। রাধেশ্যাম ছুতার কাজ, কামারের কাজ, সোনার কাজ ও রাজমিস্ত্রীর কাজ ভালই জানিতেন। খোল, সেতার, এস্রাজ বেহালা, তবলা আদি বাজনায় সুদক্ষ ছিলেন। ভালভাবেই ধ্রুপদ ও খেয়াল গান জানিতেন। ১৩৬২ সালে ২রা চৈত্র নিত্যধামে গমন করেন। রসিকদাসের বৈমাত্রেয় ভাই রতন, গৌরদাস, দুইজনেই কীর্ত্তনীয়া। রসিকের কনিষ্ঠা কন্যা হেমলতার স্বামী নিত্যানন্দ দাস কাব্যতীর্থ। নিত্যানন্দের পুত্র রাধেশ্যামের ভাগিনেয় যশোদানন্দন দক্ষিণ খণ্ডে বাস করিতেন। যশোদানন্দন রসিকদাস ও রাধেশ্যামের ধারায় একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া।

দুর্গারানী সাহা

পূর্ব বাংলার ঢাকা জেলায় এক বৈষ্ণব পরিবারে দুর্গারাণী সাহার জন্ম হয়, ছোটবেলা থেকেই তিনি গোবিন্দের প্রসাদভোজী এবং গোবিন্দ সেবায় নিযুক্ত হন। পারিবারিক সূত্রেই সঙ্গীত তার প্রিয়, পাঁচ বৎসর বয়স থেকে সঙ্গীত চর্চ্চা করেন। পারিণীত বয়সে মৃদঙ্গ সম্রাট ওস্তাদ ৺সনাতন সাহার সহিত পরিণয়ে আবদ্ধ হন। যেন সোনায় সোহাগা, শ্বশুর কুলে এসে জোর কদমে শুরু হল পদাবলী কীর্ত্তন শিক্ষা



তৎকালীন প্রসিদ্ধ গায়ক ৺নন্দ কিশোর, রাধা রমন কর্ম্মকার, গোপাল দাস বাবাজী প্রভৃতি কীর্ত্তনীয়াদের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন এবং নিজ স্বামীর নিকট তাল এবং বাদ্যের তালিম নেন। তারপর আরম্ভ হল বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন এবং কীর্ত্তন সংগীত প্রচার ও পরিবেশন।

তিনি স্বামীর সংগে দলগত ভাবে নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, শ্রীখণ্ডে কীর্ত্তনগান পরিবেশন করে ভক্তগনের প্রীতি ভাজন হন তার সুধাকণ্ঠের গান এবং ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা শ্রোতাদের হৃদয় প্রান আপ্লুত করে। তিনি মহাজনদের রচিত পদাবলী পরিবেশন করতেন। মৃদঙ্গ জগতে তার স্বামীর বহু ছাত্র আছে যাহারা এখন প্রতিষ্ঠিত। এপার বাংলায় তিনি প্রথমে সমুদ্রগড়, কলিকাতা ও তাহেরপুরে বসবাস করেন। স্বামীর মৃতুরপর কাঁচরাপাড়া বাস করেন এবং সদা রাধাকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। বাংলা ১৩০২ সনের ২৯শে অগ্রহায়ন তিনি ইহধাম ত্যাগ করে গোবিন্দ চরনে আশ্রয় হন।

কীর্ত্তন জগতের কেন্দ্রস্থল শ্রীপাট ময়নাডাল

(হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তণীয়া গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের চিহ্নিত সেবক মঙ্গল ঠাকুর কাব জ্ঞানদাসের কান্দরায় আসিয়া বাস করেন। পণ্ডিত জীউর অনুমতি লইয়া মঙ্গল ঠাকুর মাত্র তিনজনকে দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। প্রথম, কাঁকড়া হুসমপুরের একজন চক্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় নিকটবর্ত্তী রাজুর গ্রামের নৃসিংহ মিত্র, গুরুর কৃপা লাভ পূর্ব্বক 'মিত্র ঠাকুর' নামে পরিচিত হইয়া তিনি বীরভূমে ময়নাডাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। তৃতীয় ময়নাডাল নিবাসী একজন অধিকারী ব্রাহ্মণ। প্রত্যাদিষ্ট হইয়া পরে ইহারই কন্যাকে মঙ্গল ঠাকুর বিবাহ করিয়াছিলেন।

মঙ্গল ঠাকুরের তিন পুত্র, প্রথম রাধিকা প্রসাদ, দ্বিতীয় গোপীরমন, তৃতীয় শ্যামকিশোর। তিন পুত্রের বংশধরগণ বড় বাড়ির ঠাকুর, মধ্যম বাড়ির ও ছোট বাড়ির ঠাকুর নামে পরিচিত বড়বাড়িতে শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র যুগল বিগ্রহ, মধ্যম বাড়িতে শ্রীরাধাকান্ত যুগল বিগ্রহ ও ছোট বাড়িতে মঙ্গল ঠাকুরের কুলদেবতা শ্রীনৃসিংহদেব শালগ্রাম, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের কৃপাদত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন।

প্রবাদ আছে, নৃসিংহের মাতার মৃতবৎসা দোষছিল। তিনি কাটোয়ায় গঙ্গাস্নানে গিয়া মঙ্গল ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন। ঠাকুরের নিকট পুত্র কামনা করিলে ঠাকুর চর্ব্বিত তাম্বুল দিয়া বলেন--এবার তুমি পুত্র সন্তান লাভ করিবে এবং সেই পুত্র দীর্ঘ জীবি হইবে। রমনী ভাবী পুত্রকে ঠাকুরের চরনে সেবক রূপে সমর্পনের সঙ্কল্প করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পুত্র প্রাপ্ত হন। এই পুত্রই নৃসিংহ। পুত্র হইল কিন্তু বোবা ক্ষ্যাপা পুত্র। কথা কহে না। যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কুলগুরু বলিলেন—দীক্ষা দাও, সারিয়া যাইবে। দীক্ষার দিন স্থির হইল। দীক্ষার দিনে এগার বৎসরের বোবা পুত্র কথা কহিল। 'মা তুমি যে কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে কথা দিয়া আসিয়াছ আমাকে মঙ্গল ঠাকুরের পায়ে সঁপিয়া দিবে। একজনকে কয়জনের নিকট দান করিবে।' মা তো বোবা ছেলের কথা শুনিয়া অবাক, তাহাও আবার কাটোয়ার ঘাটের গোপন মনের কথা।

এমন সময় খড়ম পায়ে মঙ্গল ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তিনিই নৃসিংহকে দীক্ষা দান করিলেন। কুলগুরু ও আনন্দিত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। নৃসিংহের সাধন ভজন আরম্ভ হইল। অতঃপর গুরুর আদেশে ময়নাডালে গিয়া অল্প কাল মধ্যে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ময়নাডালে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ আজও নৃসিংহের বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন।

নৃসিংহের একমাত্র পুত্র হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণের তিন পুত্র। রাজবল্লভ, অনন্দ বল্লভ ও ভুবনবল্লভ। ময়নাডালে তিন পুত্রেরই বংশধর বর্ত্তমান আছেন। এই বংশে বহু খ্যাতনামা কীর্ত্তন গায়ক ও মৃদঙ্গ বাদক আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ময়নাডালে কীর্ত্তনের চতুষ্পাটী ছিল। এই চতুষ্পাটীতে

শিক্ষা লাভ পূর্ব্বক বহু ব্যাক্তি মৃদঙ্গ বাদনে ও কীর্ত্তন গানে খ্যাতি লাভ করেন। এমন একদিন ছিল যেদিন ময়নাডালে না আসিলে কীর্ত্তন গায়ক ও মৃদঙ্গ বাদকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। পায়র গ্রামের স্বনামধন্য মৃদঙ্গ বাদক জটে কুঞ্জ দাসের ছাত্র ইলামবাজার নিবাসী নিকুঞ্জ বাইতি ও ময়নাডালের নিকুঞ্জ মিত্র ঠাকুর সমসাময়িক মৃদঙ্গ বাদক। উভয়েই মৃদঙ্গ বাদ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। রসিকানন্দ মিত্র ঠাকুর, বৈকুণ্ঠ মিত্র ঠাকুর প্রভৃতির নাম আজিও কীর্ত্তন গায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই সেদিনও কিশোরী মিত্র ঠাকুর, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর ময়নাডালের মুখ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

১২৭৫ সালের ২৪ অগ্রহায়ণ রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর ইহাঁর কীর্ত্তন শিক্ষার আদিগুরু। কিছুদিন বহরমপুরে রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বাড়ী থাকিয়া ইনি সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তন গায়ক বৈষ্ণবচরণ ব্রজবাসী মহারাজের নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। কয়েকবার শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া ও পণ্ডিত বাবাজী প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া আসেন। নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর হইতে রাসবিহারী একাদশ অধস্তন পুরুষ। বাংলার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন গায়কগণের মধ্যে ইহাঁকে অন্যতমরূপে গননা করা হইত। ১৩৫৪ সনের ৬ ফাল্গুন ইনি সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। পুত্র শ্রীনবগোপাল মিত্র ঠাকুর গীতি সুধাকর ও শ্রীগোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর সুধাকণ্ঠ কলিকাতায় থাকিয়া পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক ময়নাডালের ধারা রক্ষা করিতেছেন। ময়নাডালের অন্য দুইজন সুগায়কের নাম শ্রীনদীয়ানন্দ ও শ্রীমানিক মিত্র ঠাকুর।

--•—

॥ প্রবীন কীর্ত্তনীয়া গনের পরিচিতি ॥

শ্রীগোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর গীতরত্ন

(শ্রীগোবিন্দ গোপাল মিত্র ঠাকুর গীতরত্ন. ৯ ডাফ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬)

পণ্ডিত গদাধরের শিষ্য মঙ্গল ঠাকুরের শিষ্য নৃসিংহ মিত্র ঠাকুর। নৃসিংহ মিত্র ঠাকুরের বংশধর প্রয়াত রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর। রাসবিহারীর পুত্র শ্রীগোবিন্দ

গোপাল। বর্ত্তমানে বীরভূম জেলাস্থ ময়নাডাল ধামে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবক হয়ে বসবাস করছি। ৪৫০ বৎসর আগে কাটোয়ার নিকট আমাদের আদি বাড়ী ছিল। কিংবদন্তী আমাদের পূর্ব্বপুরুষ নৃসিংহদেব প্রায়ই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাস মন্দিরে কীর্ত্তনে যোগ দিতেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচলে যাবার সময় সপার্ষদ সঙ্গে নৃসিংহকে কৃপা করে সঙ্গে নিলেন। কেন্দুবিল্ব এবং বক্রেশ্বরের নিকট ময়না জঙ্গলে রাত্রি হওয়ায় ঐস্থানে কীর্ত্তন এবং মহোৎসব হয়। প্রভাতে পুরী যাত্রাকালীন নৃসিংহকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব আদেশ করেন। এইস্থানে বহু সাধকের পদধূলি রইল। তুমি এইস্থানে সুমধুর কীর্ত্তনে স্থান পবিত্র করে সেবা পূজা কর। আজ থেকে তোমাকে ঠাকুর বলে সম্মান দিবে। গৌরাঙ্গের আদেশে গৌরাঙ্গের দারুমূর্ত্তি নির্ম্মিত এবং শ্রীরাধাবল্লভের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। বিনাব্যায়ে আহার ও বাসস্থান দিয়া কীর্ত্তন ও শ্রীখোল শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। ১১ পুরুষ ধরে অদ্যাবধি শিক্ষা চলিতেছে। ময়নাডাল ধামে বিশেষ কয়েকজন শিক্ষার্থীর নাম দিতেছি।

প্রায় ২০০ বৎসর আগে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের শ্রীমৎ গিরিধারী দাস বাবাজী ১২বৎসর ধরে শিক্ষা করে গেছেন। নবদ্বীপ ধামের পণ্ডিত বাবাজী (অদ্বৈত দাস) প্রধান শিক্ষার্থি। রাধাকুণ্ডের সনাতন বাবাজী শ্রীখোল শিক্ষা করে গেছেন। বৃন্দাবনে উপর মন্দিরের (মদন মোহন) পণ্ডিত গদাধর দাস জী কীর্ত্তন শিক্ষা করেছেন। আমি ১৫ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে ভক্তি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করার সময় বৃন্দাবনবাসী অনেকে কীর্ত্তন শিক্ষা করতেন। কয়েকজনেয় নাম ডাঃ গৌরমিত্র (বিখ্যাত নামের সাধক কামিনী বাবুর পুত্র গৌরবাবু) ভাগবত পাঠক বিখ্যাত পণ্ডিত রবি পণ্ডিত ও শিক্ষায় যোগদিতেন। উত্তর বঙ্গের জলপাই-গুড়িও সিলেটের জুল্লার পাড়ের কয়েকজন এবং মনিপুরের কয়েকজন ময়নডাল ধামে কীর্ত্তন ও শ্রীখোল শিক্ষা করে গেছেন। নদীয়া জেলাস্থ শিকারপুরের কয়েকজন এবং বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া প্রয়াত অবধৌত বন্দোপাধ্যায়ের প্রধান খুলী ময়নাডালের ছাত্র। রাঢ় দেশের যত কীর্ত্তনীয়া পিতা ঠাকুরকে সম্মান দিতেন। তাঁর আহ্বানে রসিক দাস,প্রেমদাস, অবধৌত বন্দোপাধ্যায়, গনেশ ভাণ্ডারী ময়নাডাল ধামে শ্রীশ্রী গৌরাঙ্গ দেবকে কীর্ত্তন শুনিয়ে গেছেন। নাম কীর্ত্তনের ধারক ও বাহক শ্রীমৎ

রামদাস বাবাজী ১৫/২০ জন সঙ্গীনিয়ে কীর্ত্তনে ময়নাডাল ধামকে মাতিয়ে গেছেন। এবং বিশেষ বার্ত্তা বাবাজী মহারাজ আমাকে প্রেমে বন্ধন ফুল পাতিছে গেছেন। সত্যি আমি ভাগ্যবান আমি তাঁর বন্ধু হওয়ায়। আরও বিশেষ কথা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু তাঁর গলার মালা খুলে আমার হাতে দিয়া গেছেন। পিতা রাস-বিহারী মিত্র ঠাকুর, রসিক ঠাকুরের কাছে কীর্ত্তন শিখে ছিলেন। পিতা শ্রীশ্রী বৃন্দাবনে তাড়াসের রাজবাড়ী (জামাই বাড়ীতে) ৬৪ রসের কীর্ত্তন সম্মিলন হয়, বহু কীর্ত্তনীয়ার মধ্যে রাসবিহারী প্রথমস্থান অধিকার করায় কীর্ত্তন পণ্ডিত এবং রস-সাগর উপাধিতে সম্মান পেয়েছিলেন। আমার পিতা রাসবিহারী এবং আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর গীত সুধাকর প্রয়াত নব গোপাল মিত্র ঠাকুরের কাছে শিক্ষা। ইংরাজী ৮৯ সাল ১৪ই আগষ্ট শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা মদন মোহন মন্দির রূপ গোস্বামীর তিরোধান তিথিতে কীর্ত্তন করে রস সাগর উপাধি পেয়েছি। শ্রীশ্রী গোবর্দ্ধনে চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলের সভাপতি শ্রীমৎ মনোহর দাসজী গোষ্ঠ লীলা কীর্ত্তনে গীতরত্ন উপাধি দিয়েছেন। শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর মান্দরের পণ্ডিত গোস্বামীগন কীর্ত্তন সুধাকর উপাধ দিয়াছেন। বর্ত্তমানে আমি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ১১ পুরুষ সেবাইত, বয়স ৯০, জন্ম সন ১৩১৪ সালে ১০ই আষাড়। ময়নাডাল ধামে জন্ম।

★ ভারতের বিশিষ্ট স্থানে এবং বিখ্যাত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ কীর্ত্তনে প্রশংসা পত্র ★

১। ইং ১৯৪৮ সালে ১২ ফেব্রুয়ারী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে বারাকপুর গান্ধীঘাটে মহাত্মা গান্ধীর শ্রাদ্ধে ২। ১৯৫৩ সালে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শ্রাদ্ধে ৩। ১৯৫৫ সালে প্রফুল্ল চন্দ্র মন্ত্রীর আহ্বানে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুর শ্রাদ্ধে ৪। বাং ১৩৭৪ কার্ত্তিকে গোবর্দ্ধনে ব্রজমণ্ডলের সভাপতি মনোহর দাসজী গোষ্ঠগানে গীতরত্ন উপাধি দেন। বাং ১৩৭৪ সালে ফাল্গুনে শ্রীনবদ্বীপ ধামে মহাপ্রভুর মন্দির থেকে কীর্ত্তন সুধাকর। ৫। ইং ১৯৮৯ সালে বৃন্দাবনে শ্রীরাধামদন মোহন মন্দির থেকে রূপগোস্বামীর তিরোধান তিথিতে রস সাগর ৬। বাং ১৩০৪ ভাদ্র মাসে কাকদ্বীপ গৌড়ীয় মন্দিরে পদকীর্ত্তন রসামৃত সিন্ধুতে উপাধি ৭। ইং ১৯৪০ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ সভায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমায় মালা পরিয়াছেন

৮। ১৩৫৬, ৮ই ভাদ্র জন্মাষ্টমীর রাত্রে লাট ভবনে লীলা কীর্ত্তন করেছি
৯। কাশীধামে আনন্দ দায়িনী হরি সভায় বাং ১৩৩৫ সালে ফাল্গুনে দোল উৎসবে সুধাকণ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করেন।

কীর্ত্তন সম্রাট নন্দকিশোর দাস

কীর্ত্তণীয়া নন্দকিশোর দাস মুর্শিদাবাদ জেলার দোপুখুরিয়া বাজার গ্রামে ১৩১৭ সালে ১২অগ্রহায়ণ জন্ম গ্রহন করেন। মাতা রজরাণী দেবী, পিতা রাধাকৃষ্ণ দাস বিখ্যাত মৃদঙ্গ বাদক ছিলেন। স্থানীয় বিদ্যালয়ে মধ্য ইংরাজী পর্য্যন্ত পড়িয়া শান্তিপুরের রামচাঁদ দত্তের নিকট হরিনামামৃত ব্যাকরণ পড়েন। পাঠ্যাবস্থায় পিতার নিকটও কীর্ত্তন শুনিয়া গোষ্ঠও দান গান শিক্ষা করেন। কীর্ত্তণীয়া অবধূত বন্দোপাধ্যায় তাঁহার কণ্ঠমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া গোষ্ঠও দানের পদ শুনিয়া আপনার দলে গ্রহন করেন। ষোল বৎসর তঁাহার দলে দোহারি করেন। পিতা মৃদঙ্গ ছাত্র বিষ্ণুদাসের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। শান্তিপুরের নিকট গৌরীপুরে গুরুদেব শ্রীললিল মোহন গোস্বামীর বাড়ীতে ১৩৩৩ সালে ষোল বৎসর বয়সে প্রথম কীর্ত্তন গান করেন। সাতাশ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে প্রভুপাদ প্রানগোপাল গোস্বামীর বাড়ীতে গান করেন, নবদ্বীপে এই প্রথম গান। প্রভুপাদ তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবনে "লীলাগীতি সুধাকর" উপাধি প্রদান করেন। সেই অবধি প্রভুপাদের বাড়ীতে তাঁহার বাঁধা আসর ছিল। নবদ্বীপ গোবিন্দ মন্দিরে কীর্ত্তন করিয়া দেশবিদেশের বহু ভক্তে তৃপ্তি বিধান করেন। বৃন্দাবনে গিয়া কীর্ত্তন করতঃ বহু বৈষ্ণবের কৃপা লাভ করেন। দিল্লী ও কলিকাতার সর্ব্বত্র তাঁহার সুনাম সুবিদিত। সুমিষ্ট কণ্ঠ, পরিবেশনের পরিপাট্য, তালমানে সাবলীল অধিকার, পদাবলীর উচ্চারণ মাধুর্য্য এবং রসবোধ তাঁহাকে কীর্ত্তণীয়া



মহলে উচ্চ স্থান দিয়াছে। তাঁহার কৃতী ছাত্রছাত্রীগণের নাম প্রয়াত রথীন্দ্রনাথ ঘোষ কানাই লাল বন্দোপাধ্যায়। শ্রীনিমাই মিত্র, পুত্র হরেকৃষ্ণ দাস, দিলীপকুমার দাস, ছাত্রী শোভনা চৌধুরী ও পূর্ণিমা দাস।

শ্রীগোপাল দাস বাবাজী মহারাজ

(সুধাকণ্ঠ, কীর্ত্তন কলাবিলাস, কীর্ত্তন গায়ক রত্ন, কীর্ত্তন রস সম্রাট, কীর্ত্তন বারিধি। বিন্দুমঠ, গোরা বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।)

যশোহর জেলার সদর থানার খুনি গ্রামে আমার বাসস্থান ছিল। কাছাকাছি কৈখালীর শ্রীপুলীন বিহারী প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহন ক'র এবং কীর্ত্তনশিক্ষা প্রথমেই তাঁর কাছে। দেশ বিভাগ হওয়ার পরে এদেশে চলে আসি। কাটোয়ার নিকট গাফুলিয়া গ্রামের ৺পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করি। শ্রীপাট ঝামটপুরের নিকট শ্রীরসিক দাস মহাশয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীযদুনন্দন দাস ও কীর্ত্তনে বহু কৃপা করেছেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোপীনাথ ঘেরার শ্রীমৎ রাসবিহারী দাস বাবাজীর নিকট বেশাশ্রয় করি। সেখানেও অনেক বড়তালের গান শিখেছি। শ্রীধাম শান্তিপুরে মদন গোপালের বাড়ী থেকে পণ্ডিত সমাজ কীর্ত্তন কলা বিলাস উপাধি দান করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে জয়েসি ঘেরায় কীর্ত্তনে শ্রীমৎ পুরুষোত্তম গোস্বামী প্রভৃতি সুধাকণ্ঠ উপাধি দান করেন। শ্রীধাম পুরীতে রাধাকান্ত মঠ থেকে কীর্ত্তন গায়ক রত্ন উপাধি দান করেন। লেকটাউনে শ্রীমৎ ধীরেন্দ্র নাথ গোস্বামী প্রভুর বাড়ী থেকে কীর্ত্তন সম্রাট প্রভৃতি উপাধি দান করেন। ২৯ বৎসর বয়স হতে ৬৯ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাংলা বিহার উড়িষ্যার বহুস্থানে কীর্ত্তন করেছি। বর্ত্তমানে হার্টের অবস্থা খারাপ হওয়ার জন্য পেশমেকার বসিয়ে দিন যাপন করছি। এখানে পূর্ব্ব পুরুষের সেবিত শ্রীরাধাগোবিন্দের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা হচ্ছে। জীবনের অনেক কথাই আছে সব জানান সম্ভব নয়। আমার পিতার নাম ছিল শ্রীহীরালাল সেন, মায়ের নাম যামিনীদেবী, শংখ বণিক বংশে জন্ম।

সমাপ্ত

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

১। শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য ভিক্ষা পাঁচ টাকা (শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনীসহ) ২। জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর মহিমামৃত ভিক্ষা সাত টাকা, ৩ গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যাটন ভিক্ষা কুড়ি টাকা (পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দ্দেশ, স্থান মাহাত্ম্য ফটো আদি বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভৃত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ), ৪। নিত্যানন্দ চরিতামৃত ভিক্ষা দশ টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত) ৫। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার – ভিক্ষা বার টাকা (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীর চন্দ্রের জীবনী) ৬। অভিরাম লীলামৃত—ভিক্ষা ত্রিশ টাকা (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে নবদ্বীপে এসে 'অভিরাম গোপাল' নাম ধরলেন। এই গ্রন্থ তাঁহারই অপ্রাকৃত লীলা কাহিনী) ৭। ব্রজমণ্ডল পরিচয় – ভিক্ষা সাত টাকা (শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত মাহাত্ম্যসহ বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ লীলাস্থলীর বিবরণ), ৮। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম—ভিক্ষা পাঁচ টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের উপদেশাবলীর সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিপর্যয় তথা শ্রীরূপ কবিরাজের ভক্তিধর্ম বিরোধী ভাবাদর্শের ইতিহাস), ৯। সাতাদ্বৈত-তত্ত্ব-নিরূপণ —ভিক্ষা চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বিস্তারিত জীবনী সহ), ১০। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলাস্মরণ—ভিক্ষা চার টাকা (সখ্যভাবাশ্রয়ী সাধকের সাধন সহায়ক একটি প্রচীন গ্রন্থ), ১১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় – ভিক্ষা দশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদের বিরচিত কাব্য, নাটক, দর্শন, সাহিত্য সঙ্গীতাদি গ্রন্থাবলীর তালিকা, গ্রন্থের বর্ণণীয় বিষয় ও লিখনকালাদ আলোচিত রহিয়াছে), ১২। গৌরভক্তামৃত লহরী (১, ২, ৩ খণ্ড) ষাট টাকা, (৪, ৫, ৬, ৭, খণ্ড) ষাট টাঃ(৮, ৯ খণ্ড) চল্লিশ টাকা, ১০ খণ্ড (যন্ত্রস্থ) (গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের জীবনী গ্রন্থ) ১৩। সাধক স্মরণ – ভিক্ষা পাঁচ টাকা (ভক্তি সাধক গণের সহায়ক স্তব, স্তোত্র, অষ্টক, প্রণাম কীর্ত্তনাদি) ১৪। রাধাকৃষ্ণ গৌরাঙ্গগণো-দ্দেশাবলী—ভিক্ষা (১ম খণ্ড) পনের টাকা, (২য় খণ্ড) পাঁচ টাকা (১ম খণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদ পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থ লঘু ও বৃহৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ এবং শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণের পূর্ব্বপরতার বিষয়ক কবি কর্ণপুর বিরচিত শ্রীগৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীরামাই পণ্ডিত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বলরাম দাসের গৌর-গণোদ্দেশ

দীপিকা সম্বলিত), ১৫। শ্রীনিত্যভজন পদ্ধতি— (১, ২ খণ্ড) ত্রিশ টাকা (বৈষ্ণবীয় নিত্যকর্ম পদ্ধতি, পূজা পদ্ধতি, অষ্টক, প্রণাম কামবীজার্থ, বৈষ্ণব সদাচার নিশান্ত ভোগারতি, সন্ধ্যারতি, অধিবাসাদি কীর্ত্তন। নিকুঞ্জরহস্য স্তবাদি বর্ণিত রহিয়াছে), ১৬। শ্রীশ্রীঅভিরাম লীলারহস্য—ভিক্ষা সাত টাকা, ১৭। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—ভিক্ষা দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা (গায়ত্রীসহ শ্রীগুরু পঞ্চতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণের মন্ত্র এবং সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি). ১৮। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—ভিক্ষা ছয় টাকা, ১৯। শ্রীঅনুরাগবল্লী—ভিক্ষা সাত টাকা, (শ্রীনিবাসাচার্য্য চরিতমূলক গ্রন্থ), ২০। শ্রীগৌরাঙ্গ অবতার রহস্য—ভিক্ষা ছয় টাকা, ২১। সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা, ২২। শ্যামানন্দ প্রকাশ— (প্রভু শ্যামানন্দের জীবন চরিত)—দশ টাকা, ২৩। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যাম চন্দ্রোদয়—পাঁচ টাকা, ২৪। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পাঁচ টাকা, ২৫। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক প্রাচীন পদাবলী) —বার টাকা, ২৬। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়—সাত টাকা (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা নামক প্রাচীন গ্রন্থদ্বয়) ২৭। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহকোষ—১ খণ্ড—কুড়ি টাকা (খণ্ডবাসী নরহরি সরকার বিরচিত), ২ খণ্ড— ষাট টাকা (শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত গৌরলীলাপদ) দুই শতাধিক পদকর্ত্তার পদাবলী খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবে। ২৮। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—কুড়ি টাকা (প্রাচীন গ্রন্থ সমন্বয়ে) ২৯। চৈতন্য কারিকায় শ্রীরূপ কবিরাজ —পাঁচ টাকা (ভক্তিধর্ম্ম বিরোধী শ্রীরূপ কবিরাজের জীবন চরিত), ৩০। জগদীশ চরিত্র বিজয়—পঁচিশ টাকা (গৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের জীবনী বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ), ৩১। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—পাঁচ টাকা (প্রভু নিত্যানন্দের দণ্ডোৎসব লীলা বৈচিত্র), ৩২। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্য ডোবা—সাত টাকা (ইংরাজী) ৩৩। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী - কুড়ি টাকা (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ) ৩৪। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া—যন্ত্রস্থ (লীলা কীর্ত্তন গায়কগণের পরিচিতি মূলক গ্রন্থ) ৩৫। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ—ত্রিশ টাকা (দুই শতাধিক বৈষ্ণব পদ কর্ত্তাগণের পরিচিতি)।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের অভিনব গবেষণা

কীর্ত্তন গায়ক ও কীর্ত্তন প্রদানকারীগণের সহায়তায় প্রকাশিত

বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তণীয়া

সংকীর্ত্তন পিতা শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার সংকীর্ত্তন রসের ধারক বাহক প্রাচীন ও আধুনিক কীর্ত্তন শিল্পীগণের তালিকা প্রস্তুত করণে উদ্যোগী হইয়াছি। লীলা কীর্ত্তন গায়কগণ নিজ নাম, সম্পুর্ণ ঠিকানা, সংস্থার নাম, বয়স, কতদিন কীর্ত্তন করেছেন পাশপোর্ট সাইজে একটি সাদাকালো ফটো ও ব্লকের জন্য একশত টাকা পাঠিয়ে তালিকা ভুক্ত হউন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রণয়নে তথ্য সংগ্রহ চলছে। গ্রন্থকারের ঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করুন। আপনি তথ্য পাঠান ও পরিচিত লীলাকীর্ত্তন গায়কগণকে তথ্য পাঠাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ভিক্ষা— ৪০ (চল্লিশ) টাকা।

পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের গৌরবপুর্ণ অধ্যায় পদাবলী সাহিত্য। যে সকল পদাবলী সাহিত্য নিয়ে পঞ্চশত বর্ষকাল ধরে সংকলন, পদ রচনা, লীলাকীর্ত্তন ও গবেষণা সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। সেই সকল পদাবলী রচয়িতা গণের (প্রায় দুইশত) জীবনী সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ভিক্ষা –ত্রিশ টাকা

প্রকাশিত পত্রিকাদ্বয়

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী প্রচার মূলক পত্রিকা "বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ" (বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা) ও অপ্রকাশিত, দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার মূলক পত্রিকা 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' (বার্ষিক চাঁদা ষোল টাকা) পত্রিকাদ্বয়ের জন্য একত্রে ছত্রিশ টাকা পাঠিয়ে নিয়মিত গ্রাহক হন।

যোগাযোগঃ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ।